বইঘর নিবেদিত

ওয়েস্টার্ন

অভিসন্ধি

আবু মাহদী

সবা প্রকাশনী

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

অভিসন্ধি

আবু মাহদী

মোষের সন্ধানে যেতে চায় শিকারি জিম গ্যারি,
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল সুদর্শন, সুবেশী টেট রিলিঙ।
অভিযানের শুরু থেকেই একের পর এক সমস্যা
দেখা দিতে থাকল, তারপর জুয়ো খেলা নিয়ে
ঘটল প্রথম খুন।
ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে ক্যারল
ওয়েবস্টারকে উদ্ধার করে আরেক বিপদের সূচনা
করল গ্যারি। অবশেষে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে চামড়া
সংগ্রহ করা হয়ে গেল, তখনই রিলিঙের
অযাচিত সাহায্যের আসল কারণ জানা গেল।
তখন আর করার কিছুই নেই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

অভিসন্ধি

আবু মাহ্‌দী

www.boighar.com

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8158-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : রনবীর আহমেদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও বক্স : ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

OBHISHANDHI
A Western Novel
By: Abu Mahdi

সেবা প্রকাশনী

ত্রিশ টাকা

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই

SCAN

EDIT

ঘর

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

অভিসন্ধি

ওয়েস্টার্ন

অভিসন্ধি

আবু মাহদি

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান।
খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।
আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান: শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর।
ফজলুর রহমান: বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর।
প্রিম রিজভী তৌহিদ: শেষ মার। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা।
টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে।
শেখ আব্দুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা। **আবু মাহ্দী:** পাঞ্চার, গানম্যান।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল মোষ শিকারি, জিম গ্যারি। সামনের ছোট ভ্যালির ওপর ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে দিল। দু'চোখ টক্‌টকে লাল। দৃষ্টিতে হতাশা। তার হাইড ওয়াগনগুলো পেছনে পড়ে আছে, পৌঁছুতে সময় লাগবে।

স্যাডল থেকে নেমে উঁচু হয়ে থাকা একটা শেকড়ের ওপর বসল সে। ডজ সিটির প্রসিদ্ধ হাইড ট্রেডিঙ ফার্ম, জ্যাকসন অ্যান্ড সুইটের মোষ শিকারি। বত্রিশে পা দিয়েছে সবে, অথচ এরইমধ্যে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়েছে। আরকানসর প্রেইরি অঞ্চলে মোষের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না আর। একেবারে হঠাৎ করেই যেন শেষ হয়ে গেছে স্রষ্টার অফুরন্ত দান এ সম্পদ।

প্রথম যখন প্রেইরির মোষের পাল দেখে ও, অজানা এক শিহরণে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। মনে আছে, কালো আর ধূসর রঙের পালটার সামনের অংশ যখন উত্তরের দিগন্ত রেখা ছাড়িয়ে গেছে, দক্ষিণে তখনও লেজের দেখা নেই। একদিনেরও বেশি সময় লেগেছে সেবার পুরো পাল ওর সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যেতে। আরকানসর সব মোষ মারতে কয়দিন লাগবে, মাত্র বছর পাঁচেক আগে ওর এমনি এক প্রশ্নের জবাবে ক্যাপ উইলিস বলেছিল, 'ছোকরার হেড অফিসে নিশ্চই গণ্ডগোল আছে, নইলে এমন আজগুবি কথাও কেউ ভাবতে পারে? এক বছরে যত বাচ্চা জন্মায়, পরের বছর দশ হাজার শিকারি আর ইউ এস ক্যাভালরি মিলেও তো

সেগুলোই মেরে শেষ করতে পারবে না। আর তুমি বলছ কি না সব মারার কথা!'

মাত্র গত বছরও, এই সময়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আটষট্টিটা মোষ শিকার করেছে সে একদিনে। মওসুমের মাঝামাঝি চামড়া খালাসের জন্য একবার সব ওয়াগন কোম্পানিতে ফেরতও পাঠাতে হয়েছিল। আর এবার! তিনমাস হয়ে গেল শিকারে বেরিয়েছে গ্যারি, রসদপত্র ফুরিয়ে আসছে, অথচ ওয়াগনের অর্ধেকও ভরেনি। ঘাম আর ধুলো-বালিতে জট পাকানো চুল-দাড়ি-গোঁপের জঞ্জালে বাসা বাঁধা উকুনের কামড়ে অসহ্য লাগছে। শার্টের কলার, হ্যাটের ব্রিম, সব তেল চিট্‌চিটে হয়ে গেছে। অহেতুক ঘোরাঘুরি আর ভাল লাগছে না। হতাশা গ্রাস করতে চাইছে। অনেকেই এখন শিকারে বেরিয়ে মোষের হাড় কুড়িয়ে ওয়াগন ভর্তি করে ফিরে যাচ্ছে। জিমও কি—নাহ্! কক্ষনো নয়।

হঠাৎ নজরে পড়ল দক্ষিণে, ভ্যালির ওপাশের পাহাড়ের ওপর থেকে তারই উদ্দেশে জোরে জোরে হ্যাট দোলাচ্ছে ফার্গ ড্যানি। ল্যাম্প পোস্টের মত শুকনো লোকটা তার প্রধান স্কিনার ও হাইড হ্যান্ডলার। নিজের কাজ তেমন একটা না থাকায় আজকাল ওকে মোষ খোঁজার কাজে সাহায্য করছে সে। নিশ্চই মোষের দেখা পেয়েছে লোকটা। লাফিয়ে নিজের বিশাল বে-র স্যাডলে চাপল গ্যারি। একছুটে ভ্যালি পেরিয়ে এল। কাছে এসে স্কিনারের চেহারা আর ভাবভঙ্গি দেখে ফের হতাশ হলো, যা ভেবেছে তা নয়।

গম্ভীর হলো স্কিনার। 'না, মোষ নয়, আমি চেয়েছিলাম ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখে যাও তুমি, তাই ডেকেছি। এসো আমার সাথে।' নিজের সরেল ছোটাল সে। পরের দুটো পাহাড় আর সমতল ভূমি পার হয়ে থামল। সামনের ফাঁকা জায়গার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওই দেখো।'

খোলা প্রান্তরে গোটা কুড়ি চামড়া খসানো মোষের পচা-গলা

শবদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। দুর্গন্ধে গ্যারির ঘোড়াও শব্দ করে নাক টেনে উঠল। নিয়মমাফিক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা একটা করে শিকারের বদলে কেউ ওগুলোকে ছুটন্ত ঘোড়ায় বসে এলোপাতাড়ি গুলি করে মেরেছে। তার চাইতেও আফসোসের কথা যে আনাড়ি হাতে খসাতে গিয়ে অর্ধেক চামড়াই বরবাদ করে ফেলা হয়েছে ওগুলোর। 'নিশ্চই কোন লোভী শিকারির বাচ্চার কাজ,' বলল জিম।

কোন স্কিনারের পক্ষে এই দুর্দিনে এমন অপচয় সহ্য করা কঠিন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল ড্যানি, 'কোত্থেকে সব হাভাতের দল এসে জুটেছে এখানে, আমাদের রোজগারের বারোটা বাজাচ্ছে! এখনই এর প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা হলে ভবিষ্যতে হয়তো ছেলেপুলেদের মাটির মূর্তি বানিয়ে দেখাতে হবে মোষ দেখতে কেমন ছিল!' একদলা থুথু ছিটাল সে অদৃশ্য শিকারির উদ্দেশে।

মাথা ঝাঁকাল গ্যারি। 'কোন লাভ নেই। টাকা পয়সার লোভেই এসব হচ্ছে। পুবে খাবার নেই, কাজ নেই, সবাই ক্ষুধার্ত। কাজ শেষ হয়ে যাওয়াতে রেল কোম্পানির লোকজনও বেকার হয়ে পড়েছে। সবাই তাই এই ধান্দায় নেমেছে। ওরা এখনও জানে না সেই সুদিন আর নেই, মোষের গোলাও শূন্য। পয়সার লোভে যে কটা পাচ্ছে, মেরে সাফ্ করে দিচ্ছে।'

বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যুবকের মন। আর ভাল লাগছে না। আশাহত কণ্ঠে পচন ধরা দেহগুলোর দিকে তাকিয়ে আনমনে বলে উঠল সে, 'চলো, ফিরে যাই।'

অনিশ্চিত কণ্ঠে ড্যানি বলল, 'কোথায়?'

'ডজ সিটিতে। আরকানসর সম্পদ ফুরিয়ে গেছে, ছোটাছুটি করে আর লাভ নেই।'

ডজ সিটি। মিসৌরি আর সান্টা ফে-র মাঝামাঝি আরকানস নদীর উত্তর পার ঘেঁষে গড়ে ওঠা শহরটার একসময় যথেষ্ট সম্ভাবনা

ছিল। শুরুতে মোষ শিকারিদের আস্তানা গড়ে উঠেছিল ওখানে। লোকমুখে তখন জায়গাটার নাম বাফেলো সিটি হয়ে গিয়েছিল কিছুদিনের জন্য। পরে পাঁচ মাইল পুবে ফোর্ট ডজ প্রতিষ্ঠার পর বদলে গিয়ে ডজ সিটি হয়ে যায়।

আজ তার চাকচিক্য বলতে কিছু নেই। রেল লাইন আর প্ল্যাটফর্ম ছাড়া সবকিছুই মলিন, জরাজীর্ণ। দরিদ্র অধিবাসীদের দৃষ্টি অনিশ্চিত, অন্তঃসারশূন্য। তারওপর নিত্য নতুন আসা ভাগ্যান্বেষী-দের চাপে বসতির পরিধি বেড়ে যাচ্ছে। শিকার শেষে কোন হাইড ট্রেন চামড়া নিয়ে ফিরে আসছে দেখলে অগুনতি মানুষ সড়কের দু'ধারে ভিড় করে দাঁড়ায়। উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখে, তারপর একসময় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিরে যায়।

শহরে ঢোকার মুখে চারদিক দেখতে দেখতে গ্যারির পাশে চলে এল ড্যানি। কপাল কুঁচকে বলল, 'দেখেছ, টেন্টের সংখ্যা কিরকম বেড়ে গেছে? কি করছে লোকগুলো শহরে বসে, কাজ-কাম নেই নাকি কারও?'

হাসার চেষ্টা করল সে। শুকনো ঠোঁট চিড়চিড় করে ওঠায় ব্যথা পেয়ে সে চেষ্টা বাদ দিয়ে বলল, 'কি করবে বলো, কাজ কোথায়? মোষ উধাও, চামড়া নেই। লম্বা সময় ধরে অভিযান চালানোর খরচ তোলাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।'

'মোষ নেই তো কি হয়েছে, হাড়ের তো অভাব নেই, তাই সংগ্রহ করলেই পারে! আসলে শহরে থাকার বাবুয়ানায় পেয়েছে সবাইকে।'

'আমার তা মনে হয় না। পেশা বদলানো খুব সহজ কাজ নয়, ড্যানি। তাছাড়া একজন গর্বিত শিকারির পক্ষে হাড় সংগ্রহের মত নীচু পেশায় নামা আরও কষ্টকর। একজন শিকারি পিঠে রাইফেল ঝুলিয়ে মোষের হাড় কুড়াচ্ছে, চোখ বন্ধ করে দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করে দেখো তো কেমন অবাস্তব লাগে! অমন পেশায় নামার

চাইতে অনেক শিকারিই না খেয়ে মরা পছন্দ করবে। ব্যাপারটা ঠিক তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। তবে নিজে অমন পেশা বেছে নেয়ার কথা কল্পনায়ও আনতে পারি না আমি। তা তোমার কি ইচ্ছে, নেমে দেখবে নাকি একবার?'

'নাহ্, আমিও বোধহয় পারব না,' বিব্রত কণ্ঠে বলল সে।

দূরে, উঁচুতে একটা টেন্টের ওপর দৃষ্টি পড়ল যুবকের। এক বৃদ্ধ টেন্টের বাইরে এদিকে পেছন ফিরে ঝুঁকে কি যেন করছে। ক্যাপ উইলিস। মানুষটা নয়, শুধু তার চামড়াও যদি কোন ট্যান ইয়ার্ডে ঝোলানো দেখতে পায় গ্যারি, তাহলেও ঠিকই বলে দিতে পারবে ওটা ক্যাপ উইলিসের চামড়া।

বীভার ট্রেডের গণ্ডগোলের সময় মিসৌরি থেকে এ অঞ্চলে আসে যুবক উইলিস। দক্ষ মোষ শিকারি হিসাবে সহসাই নাম করে ফেলে। প্রচুর পয়সা কামাই হতে থাকে তার। সেই সাথে পোকারের টেবিলে নিয়মিত হারাতেও থাকে। তাই সঞ্চয় বলতে নেই কিছু এখন। প্রখর দৃষ্টিশক্তির অধিকারী বুড়োর আরকানসর পুরো প্রেইরি অঞ্চল মুখস্থ। সাদা চামড়ার লোকদের হাতে মাঝে মধ্যে তার কালো চামড়ায় দাগ বসলেও আজও পর্যন্ত কোন ইন্ডিয়ানের সাধ্যে কুলায়নি তার জট পাকানো লালচে চুলের একগাছিও স্পর্শ করে। বরাবর ওদের ফাঁকি দিয়ে চলেছে সে।

ইশারায় ড্যানিকে ওয়াগন নিয়ে এগিয়ে যেতে বলে সেদিকে এগিয়ে চলল গ্যারি। গায়ের পুরানো হিকরি শার্টের আস্তিন কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে ওয়াগনের চাকার হাবে আলকাতরা মাখাচ্ছে বৃদ্ধ। পেছন থেকে ডাক শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই আপনাআপনি তার হাত সম্ভাষণ জানানোর ভঙ্গিতে ওপরে উঠে গেল। হাসি ফুটল লালচে ঘন দাড়িতে ভর্তি তোবড়ানো মুখে। দু'চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল খুশিতে।

জিম গ্যারি ঘোড়া থেকে নামতে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে

দিয়েও সাথে সাথেই ফিরিয়ে নিল বৃদ্ধ। বিব্রত কণ্ঠে বলল, 'আলকাতরা মাখাচ্ছিলাম।' তাড়াতাড়ি ট্রাউজারে ঘষে ডান হাত পরিষ্কার করে নিল সে, ভাবখানা যেন এটুকু আলকাতরায় তার ট্রাউজারের রঙের বিশেষ পরিবর্তন ঘটবে না। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরল। 'কেমন আছ হে, ছোকরা!'

এর কাছে গ্যারি চিরকালই ছোকরা। কুড়ি বছর আগে পুব থেকে এখানে পালিয়ে আসে গ্যারি। না খেতে পেয়ে মরমর অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে ছিল, সেদিন এই লোকই ওকে কোলে তুলে নেয়। নিশ্চিত আশ্রয় আর হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে উইলিসই ওকে আজকের ফ্রন্টিয়ারম্যানে পরিণত করে তুলেছে।

পিঠ চাপড়ে ওকে ছেড়ে দিল বৃদ্ধ। দু'পা পিছিয়ে হাসিমুখে তাকাল। অমনি কোত্থেকে যেন তার লোমশ কালো কুকুরটা ছুটে এসে পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের দু'পা তুলে দিল যুবকের বুকের ওপর। আদর করে ওটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে দুষ্টুমির সুরে বলল ও, 'হ্যালো, রিপার! কেমন চলছে দিনকাল? যা পাও সব একাই খেয়ে ফেলো, না দু'চারটা খরগোশ ধরে এনে এই বুড়ো পাহাড়কেও দাও?'

খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসল বৃদ্ধ। 'পেট ভরার জন্য কোন কুকুরের সাহায্য দরকার হয় না আমার। ভুলে যেয়ো না, তোমার সাথে পাল্লা দিয়ে শিকারে নামার ক্ষমতা আমার এখনও আছে,' বলতে বলতে তার দৃষ্টি দূরে, সড়ক ধরে এগিয়ে যাওয়া হাইড ওয়াগনগুলোর ওপর পড়ল। হাসি মিলিয়ে বিষণ্ন হয়ে উঠল চেহারা। 'তোমার ওয়াগন যাচ্ছে না? সবারই এক অবস্থা।' তারপর উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'তবে অবশ্যই আমার থেকে ভাল করেছ।'

খুলে রাখা চাকাটা দেখিয়ে বলল সে, 'হাতে কাজ ছিল না, তাই বসে বসে ওয়াগন সার্ভিসিং করছিলাম। তৈরি থাকা ভাল, কি জানি আবার যদি মোষের দেখা পাওয়া যায়, তখন তো লাগবে সব!'

ভুরু কুঁচকে সরাসরি তার দিকে তাকাল জিম। 'ক্যাপ, তুমি সত্যিই বিশ্বাস করো আবার মোষের দেখা মিলবে?'

মাথা নামিয়ে ফিরে চলল বৃদ্ধ, আলকাতরা মাখানো হাবে চাকা লাগানোর চেষ্টা করতে থাকল। কাছে গিয়ে হাত লাগাল যুবক। 'আমার কথার জবাব দাওনি তুমি, ক্যাপ।'

কাজ শেষে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। হাত মুছতে মুছতে বিষণ্ন গলায় বলল, 'জবাব থাকলে তো দেব! আর দেখা মিলবে না ওদের, চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। আফসোস হচ্ছে এমন অবস্থা দেখার আগেই কেন মরণ হলো না আমার!'

ভিজে উঠল যুবকের মন। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'বাদ দাও ওসব। চলো, শহরে যাই। পান করতে করতে তোমার মুখ থেকে আজ পুরানো দিনের গল্প শুনব।'

ঠোঁট উল্টে বিরক্তির সুরে বলল উইলিস, 'শহর কি আর সেই শহর আছে? সব ঠগ বাটপাড়ে ভর্তি হয়ে গেছে। কারও পকেটে টাকার গন্ধ পেলে সব হামলে পড়ে, ফতুর না করা পর্যন্ত ছাড়ে না। তোমার ক্রুদের সাবধান করে দিয়ো, টাকা-পয়সা নিয়ে যেন কোন সেলুনে না ঢোকে ওরা।'

বুঝতে বাকি রইল না জিমের; বরাবরের মত বুড়ো এবারও টাকা-পয়সা পোকার টেবিলে খুইয়ে বসে আছে। সম্ভবত আমৃত্যু এ অবস্থা চলতেই থাকবে। কারও উপদেশ কানে তোলে না লোকটা। শক্ত কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল জিম। শুধু বলল, 'আচ্ছা!'

ওর মনের কথা বুঝতে পেরে বিব্রত হলো উইলিস। মিনমিন করে বলল, 'জিম, ভাবছি মিসৌরি ফিরে গিয়ে ফার্মিং করব আবার।' ওকে মুচকে হাসতে দেখে জ্বলে উঠল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমার জন্ম তো টেনিসির এক ফার্মেই। কাজের খুব সুনাম ছিল সেখানে আমার। তোমার মত কোন ছোকরা আমার চাইতে ভাল কাজ করার চিন্তাও করতে পারত না, বুঝেছ? আমার আর বাবার

পক্ষে ফার্মটা ছোট হয়ে যাওয়াতেই না হাতে রাইফেল ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ি আমি।'

হেসে মাথা নাড়ল যুবক। 'আর ওই কাজে ফিরতে পারবে না তুমি, ক্যাপ। যখন সময় ছিল তখনই গেলে না, এখন তো সে প্রশ্নই ওঠে না।'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে?' চোখ সরু করে তর্জনী তুলে বলল সে, 'দাঁড়াও, ছোকরা! সুযোগ আসুক, দেখবে পারি কি না।'

কথা না বাড়িয়ে চলে এল জিম গ্যারি। ওয়াগনগুলোর আগে আগে জ্যাকসন অ্যান্ড সুইটের ইয়ার্ডে ঢুকল। রেললাইন ঘেঁষে কোম্পানির হাইড ইয়ার্ড। ইয়ার্ডে চামড়ার মজুত খুব কম। একপাশে হাড়ের স্তূপ দেখল ও। এরা হাড়ও কিনছে এখন। পুবে পাঠায়। সার, বোন চায়নাসহ আরও কি কি বানাতে যেন ব্যবহার হয় এসব।

মাইলো সুইটকে দেখা গেল এক কোণায় আর কারও ওয়াগনের চামড়া পরীক্ষা করছে। মালিক চামড়ার পশমের দিক দেখাচ্ছে আর সে উল্টে দেখছে ভেতরের দিক। জিম জানে, চামড়ায় কয়টা ছুরির পোচ, বুলেট আর ট্যান করার জন্য করা পেগ হোল আছে, সব দেখে নিচ্ছে সুইট। খাঁটি ইয়াঙ্কি ব্যবসায়ী ও। কোনরকম ধান্ধাবাজির মধ্যে নেই। কেউ সেরকম করার চেষ্টা করলে দ্বিতীয়বার তার সাথে কারবার করে না সুইট। হালকা পাতলা শরীর তার, মাথায় ছোটখাট টাক। দাঁতে কামড়ে ধরে রাখা চুরুট টানছে ঘন ঘন।

গ্যারির দিকে নজর পড়তে হেসে অভ্যর্থনা জানাল সে। চামড়া পরীক্ষা শেষে নোটবুকে কিছু লিখে তা চামড়ার মালিককে দেখাল। সেটা দেখেই প্রবল আপত্তির সাথে মাথা নাড়তে শুরু করল লোকটা। শ্রাগ করে ঘুরে অফিস শ্যাকের দিকে পা বাড়াল সুইট। কয়েক পা গিয়ে পেছন থেকে লোকটার ডাকাডাকিতে আবার ফিরে

এল। অনুনয় করে কিছু বলল লোকটা, শুনতে শুনতে চিন্তিত চেহারায় নোটবুকটা আবার খুলল সুইট। কিছু লিখে দেখাল লোকটাকে, এবার হাসি ফুটল তার মুখে। আনলোড করার জন্য চামড়া বেলিং করার জায়গার দিকে ওয়াগন নিয়ে এগিয়ে চলল।

কাছে এসে গ্যারির সাথে হাত মেলাল সুইট। 'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, জিম।' হাসছে।

জিমও হাসল। 'মালের পরিমাণ দেখে বোধহয় ভাবটা পালাবে।'

ভুরু কুঁচকে তার ওয়াগনগুলো দেখল সে। 'অনুযোগ করার কিছু দেখছি না, একই অবস্থা সবার। ভেলপুসির ওয়াগনগুলো তিনভাগের দু'ভাগই খালি এসেছে।'

ওয়াগনের বিষণ্ন ক্রুদের দেখল জিম। কিছু ভাবল মুহূর্তখানেক। 'চামড়ার দাম কেমন এখন?'

'খারাপ বলা যাবে না। পরিমাণ কমতে থাকায় দামও কিছু বাড়তির দিকে। কেন?'

'চামড়ার যে পরিমাণ, তাতে ক্রুদের পাওনা খুব সামান্য হবে। বলছিলাম, ওদের যদি কিছু টিপস্ দিতে, খুশি হত ওরা।'

হেসে ফেলল লোকটা। 'ঠিক আছে, দেখি কি করা যায়।' ক্রুদের উদ্দেশে বলল, 'ওয়াগন সব ওখানেই রেখে দাও, ইয়ার্ড ক্রুরা চামড়া নামিয়ে নেবে'খন। তোমরা সবাই ডাচ্‌ম্যানের ওখানে আমার নাম করে পেট পুরে খেয়ে এসো গিয়ে।'

খুশিতে আটখানা হয়ে উঠল লোকগুলো। ওয়াগন থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটল ডাচ্‌ম্যানের রেস্তরাঁর দিকে।

'তুমি কি করবে, জিম?'

শ্রাগ করল সে। 'খিদে লাগেনি, পরেই যাব আমি।'

সুইটের অফিস-শ্যাকের দরজায় এক অচেনা লোককে দেখল জিম। ওর বয়সীই হবে। লম্বা, পরনে চমৎকার পোশাক। নাকের

নিচে চমৎকার করে ছাঁটা গোঁপ। মাঝে মাঝে ওকে আর ওর ওয়াগনগুলোকে লক্ষ করছে। লোকটাকে ডাকল মাইলো। 'এদিকে এসো, টেট, এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিই তোমাকে।'

এগোল লোকটা। 'বলতে হবে না। ও জিম গ্যারি। অনেক শুনেছি ওর নাম—বিখ্যাত শিকারি।' কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার নাম টেট রিলিঙ।'

কাছে এসে দাঁড়ানোয় দেখা গেল লোকটা ওর থেকে ইঞ্চি দুই বেশি লম্বা। তার চমৎকার কাপড় চোপড়, হ্যাট আর স্ট্রিঙ টাই সবকিছুই বেশ পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি। ডজ সিটিতে এত ফিটফাট লোক দেখাই যায় না। এসবে লোকটা বেশ অভ্যস্ত মনে হলো জিমের। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, রিলিঙ। আমিও তোমার নাম শুনেছি। হাইড হান্টার তুমি, তাই না?' বলল ও।

হাসল রিলিঙ। 'অথচ দেখো, এর আগে আমরা কেউ কাউকে দেখিনি।' তারপর মাইলোর দিকে ফিরে বলল, 'তুমি তো এখন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আমি না হয় পরেই আসব আরেকবার। তবে আমার চামড়ার দাম কিন্তু কম হবে না, সুইট।'

অবাক হবার ভান করল সুইট। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যা কামাই করার তা একবারেই করতে চাও। ব্যাপার কি, টেট?'

'আমার বাপু সোজা-সাপ্টা কথা। আমার বড়লোক হবার সাধ আছে, তাই সাধ্য অর্জনের চেষ্টা করছি। আর তুমিও দিন দিন আমার সাথে খ্যাচরামোর মাত্রা বাড়িয়ে চলেছ।-পরে তুমি আমার দামেই রাজি হবে, আমি জানি। এখন শুধু শুধু ঝুলোঝুলি করছ। স্বভাব পাল্টাও। আমি আসছি ঘুরে।' জিমের হাত ধরে জোরের সাথে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল সে, 'আমার বিশ্বাস পেটে ভাল হুইস্কি পড়লে আমাদের চেনা-জানার পর্বটা জমবে ভাল। কষ্ট করে এসো না একবার টিটারটনের সেলুনে!'

'আসব একসময়।' লোকটা চলে যেতে চোখে প্রশ্ন নিয়ে

মাইলোর দিকে তাকাল জিম। লক্ষ করে প্রশংসার সুরে বলল সে, 'ব্যাটা খুব ভাগ্যবান শিকারি। মোষের সংখ্যা কমতে থাকলেও ওর ওয়াগন কখনও খালি ফেরে না। কিন্তু দামের ব্যাপারে ভীষণ ত্যাড়া লোকটা। পুরো সুযোগ একাই ভোগ করতে চায়। ঠিকই বলেছে, শেষ পর্যন্ত ওর কথায়ই আমাকে রাজি হতে হবে। তবু, একটু ঝুলোঝুলি করতে ভালই লাগে।'

অফিসে ঢুকে ডেস্ক থেকে একটা রেকর্ড বুক বের করল সে। ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'ইয়ার্ড ক্রুদের চামড়া গোনা দেখবে নাকি গিয়ে, জিম?'

'দরকার নেই,' পকেট থেকে টালিবই বের করে বাড়িয়ে ধরল ও। 'এতে সবগুলো ওয়াগনের হিসাব লেখা আছে।'

ওটার পাতা উল্টেপাল্টে দেখে সন্তুষ্ট মনে রেখে দিল মাইলো। তার জানা আছে, হাজারবার চামড়া গুনলেও গ্যারির হিসাবে ভুল পাওয়া যাবে না। রোলটপ ডেস্কের নিচের পাল্লা খুলে দুটো গ্লাস আর বোতল বের করে হুইস্কি ঢালল মাইলো। গলা দিয়ে নামতে থাকা তরল পদার্থের জ্বলুনি চোখ মুদে উপভোগ করতে করতে নিজের গ্লাস শেষ করল গ্যারি ছোট ছোট চুমুকে। চমৎকার জিনিস। নিজের জন্য সুদূর কেনটাকি থেকে আনায় মাইলো।

হেঁচকি সামলে তৃপ্ত কণ্ঠে বলল ও, 'কয়েকমাস পর এমন জিনিস পেটে পড়ল।'

বিস্মিত হলো মাইলো সুইট। 'সে কি, সঙ্গে করে নিয়ে যাওনি?'

চেহারা তেতো হয়ে উঠল যুবকের। 'হ্যাঁ, কিন্তু হারামজাদা ওয়াগনটা উল্টে সব বোতল চুরমার হয়ে গেল। একটা মাত্র আস্ত পেয়েছিলাম, ওষুধ হিসাবে ব্যবহারের জন্য যত্ন করে তুলে রাখতে হয়েছিল।'

ক্রুদের চামড়া খালাস করার দৃশ্য দেখতে দেখতে গম্ভীর মুখে

বলল জিম, 'কেমন মনে হচ্ছে তোমার, মাইলো?'

মাথা নাড়ল সে। 'ভাল না, জিম, ভাল না। শিকারের ভর মওসুমে শিকারিদের এত টেন্ট শহরে কখনও দেখেছ? না আমার ইয়ার্ড এরকম ফাঁকা থাকে এসময়ে? আসলে মোষই নেই, সব শেষ হয়ে গেছে। আমার ধারণা আগামী বসন্তে সারা আরকানস চষে বেড়িয়েও একজোড়া ষাঁড়ের ঘাম ঝরানোর মত যথেষ্ট চামড়া জোগাড় হবে না। ইন্ডিয়ানরাও অস্থির হয়ে উঠেছে। মোষের অভাবে না-খেয়ে থাকতে হচ্ছে ওদের, রাগ বাড়ছে শিকারিদের ওপর।

'এর মধ্যে চেয়েন্নিদের (CHEYENNE) হাতে মারা পড়েছে ভেলপুসির এক ক্রু। সমস্যাটা হচ্ছে এ অবস্থা থেকে বাঁচতে তুমি যে অন্য কোনদিকে যাবে, সে পথ বন্ধ। উত্তরে গেলে মেডিসিন লজ ট্রিটির কারণে শিকারিদের ফিরিয়ে দেবে আর্মি। আর দক্ষিণে? সে তো আমার থেকে তুমিই ভাল জানো। ইন্ডিয়ানদের ভয়ে ওদিকে কেউ যাওয়ার কথা মুখ ফুটে বলার সাহসও করে না।'

অজান্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল জিমের। বিড়বিড় করে বলল, 'আরকানসর পর দক্ষিণে সিমারন, তারপর ক্যানাডিয়ান। তারপর—তারপর···মোষ, মাইলো, ওদিকে মোষ বোঝাই হয়ে আছে। অবশ্যই আছে, আমার মন বলছে।' উত্তেজিত শোনাল ওর গলা।

'হ্যাঁ, কোমানচি ইন্ডিয়ানরাও আছে,' তিক্ত গলায় মন্তব্য করল মাইলো সুইট।

সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল জিম। 'কোমানচি থাক আর যে-ই থাক, আমি যাব ওদিকে।'

সোজা হয়ে বসল মাইলো। 'তোমাকে জানি বলেই বিশ্বাস করি, যা বলছ তা করার চেষ্টা তুমি করবে,' বলল সে। 'কিন্তু অক্ষত

অবস্থায় ওই অঞ্চল থেকে আমার লোক চামড়ার ওয়াগন নিয়ে ফিরবে, এই গ্যারান্টি ছাড়া মেসার্স জ্যাকসন অ্যান্ড সুইটের তরফ থেকে কোন সাহায্য তোমাকে করতে পারব না আমি, জিম।'

ওয়াগনগুলোর দিকে ইশারা করে সে বলল, 'ভাল করে দেখো, মাইলো, তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে। দক্ষিণে না গেলে হাড় কুড়ানো ছাড়া করার মত কোন কাজ থাকবে না। তুমি ভাল করে জানো, প্রাণ গেলেও আমি ও কাজ করতে পারব না!'

শ্রাগ করল লোকটা। 'আমি জানি সে কথা, জিম। তারপরও আমার মনে হয় দক্ষিণের পথে পা বাড়াবার সময় এখনও হয়নি।'

'কখন হবে, যখন কেউ একজন গিয়ে ফিরে এসে হাতে কলমে প্রমাণ দেবে, তখন? ভেবে দেখো, টেক্সাস থেকে কোন শিকারি মোষের চামড়া বোঝাই ওয়াগন নিয়ে ফিরে এলে অবস্থাটা কেমন হবে? সেই ওয়াগনগুলোর গায়ে যদি তীর বেঁধা থাকে, তবুও এখানে একজন শিকারিও পড়ে থাকবে না। পাল্লা দিয়ে ছুটবে সবাই। ওয়াগন, খচ্চর, ক্রু, এমনকি রসদের দামও একলাফে কয়েকগুণ চড়ে যাবে।

'কাজেই আমিই সবার আগে যেতে চাই।'

ওর কথা শুনছিল মাইলো, এবার চোখ নামিয়ে নিল। কিছুটা ইতস্তত করে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু হেনরি জ্যাকসন এই প্রতিষ্ঠানের অর্ধেক মালিক, কোনরকম ঝুঁকির মধ্যে সে কখনও যায় না। আর অজানা দক্ষিণে যাবার ব্যাপারে তার সম্মতি কিছুতেই পাওয়া যাবে না।

'আমাদের পার্টনারশিপ অনেকদিনের। আমরা দু'জন নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে চলি, পরস্পরের মতামতকে গুরুত্ব দেই। তাই এ ব্যাপারে তার ওপর জোর খাটাতে পারব না আমি। আমার সহানুভূতি-সমর্থন থাকলেও জ্যাকসন অ্যান্ড সুইটকে এ ব্যাপারে তোমার পাশে পাচ্ছ না তুমি। আমি সে জন্য দুঃখিত, জিম।'

ততক্ষণে মন ঠিক করে ফেলেছে যুবক। ইশারায় কোণার ভারী আয়রন সেফটা দেখিয়ে বলল, 'আমার পাওনা টাকাকড়ি সব ওর মধ্যে আছে তো? মানে, চাইলেই পাব কি না জানতে চাচ্ছি।'

'অবশ্যই পাবে। কিন্তু তোমার রকম-সকম দেখে আমি কিন্তু চিন্তায় পড়ে যাচ্ছি, জিম। কী করতে চাও তুমি?'

'অন্য কিছু না। জ্যাকসন অ্যান্ড সুইট আমাকে না পাঠাতে চাইলেও আমি যাব। আমাকে যেতেই হবে, মাইলো। আমি জানি ওখানে মোষ আছেই, আমি ওদের খুঁজে বের করব।'

দরজা দিয়ে কর্মব্যস্ত ইয়ার্ড ক্রুদের দিকে তাকাল জিম। ওদের সংখ্যা কমে গেছে আগের তুলনায়। 'দ্রুত ফুরিয়ে আসছে ফ্রন্টিয়ার,' বলল ও। 'চামড়ার সোনালী দিনও শেষ। নতুন কোন পেশায় ঢোকার এখনই সময়। তাই সময় নষ্ট না করে মূলধন জোগাড়ের কাজে লেগে পড়া উচিত। ত্রিশ পেরিয়ে এসেছি আমি, মাইলো, চল্লিশ হাতছানি দিচ্ছে, শুরু করতে আর কত অপেক্ষা করে থাকব? শেষে আমিও বুড়ো ক্যাপ উইলিসের মত একসময় ফ্রন্টিয়ারের বৃত্তবন্দী হয়ে পড়ব।'

উঠে গিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল যুবক। 'জ্যাকসন অ্যান্ড সুইটের কাজ যখন থেকে শুরু করেছি, তখন থেকেই আমি সাধ্যমত টাকা জমা করছি। যথেষ্ট জমাতে পারিনি যদিও, কিন্তু এখানে বসে থাকলে হয়তো ওটাও একদিন নষ্ট করে ফেলব, সেই সাথে হারাব আজকের সুযোগটাও।

'তাই ঠিক করেছি ও টাকায় যতগুলো সম্ভব ওয়াগন আউটফিট, ক্রু আর রসদ জোগাড় করব আমি, তারপর বেরিয়ে পড়ব মোষের খোঁজে। জানি খুব বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে, তবু আমি নেব সে ঝুঁকি।'

একদৃষ্টিতে তাকে দেখতে থাকল মাইলো সুইট। তারপর ঝুঁকে জিমের গ্লাসে হুইস্কি ঢালল আবার। নিজের গ্লাসেও ঢেলে নিল।

'তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক, জিম,' বলল সে। 'কিন্তু এই সামান্য টাকায় কত আর বড় হবে আউটফিট? বড়জোর পাঁচ কি ছয়টা ওয়াগন? যদি কোন লোক ক্রু হিসাবে ওদিকে কাজ করতে যেতে রাজি হয়ও, তাহলেও কতজনকে ভাড়া করা সম্ভব হবে তোমার পক্ষে? আমার ধারণায় আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় লোক সাথে নিতে পারবে না তুমি। এমন একটা ছোট আউটফিট হজম করতে কোমানচিদের পাঁচ মিনিটও লাগবে না, ব্যাপারটা তুমি নিশ্চই বোঝো।'

কারও মনের গভীরে দৃষ্টি ফেলার অসাধারণ ক্ষমতা আছে মাইলো সুইটের। 'আমার বিশ্বাস টাকা রোজগার ছাড়াও এর পেছনে তোমার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে, কি সেটা, জিম?'

আনমনে গ্লাস নাড়াচাড়া করছে যুবক। কিছু ভাবছে। 'এই দেশটাকে আমি তোমার আগে দেখেছি, মাইলো। বাচ্চা বয়সে একটা ফ্রেইটিং আউটফিটের সাথে এদিকে এসেছি। সে সময়ে ইমিগ্র্যান্টদের ট্রেইলের আশে পাশে কয়েকটা আর্মি পোস্ট ছাড়া কিছুই ছিল না। তার বাইরে সব কিছুই সাদা মানুষদের অজানা ছিল। যেদিকে তাকাও পাহাড়-পর্বত, সমতলভূমি, বন-জঙ্গল, সবকিছু যেন সৃষ্টির পর থেকে একই অবস্থায় পড়ে আছে।

'তখন এখানকার মোষ দেখেছি। একেকটা পাল এত বিশাল ছিল যে ওদের পায়ের শব্দ কয়েকমাইল দূর থেকেও শোনা যেত। শীতের ভোরে প্রান্তর জুড়ে বিশাল মোষের পাল দেখেছি আমি, ওগুলোর নিঃশ্বাস ধোঁয়ার মেঘ হয়ে মাথার ওপর দিয়ে ভাসত। যে একবার ওই দৃশ্য দেখেছে—সে কখনও ভুলতে পারে না। ওই দৃশ্য আবার দেখতে পাবার আশায় অস্থির হয়ে আছে মন। প্রায়ই মনে হয়, ওই বুঝি আবার আসছে ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে।

'অন্তত একবারের জন্য হলেও সেই দৃশ্য দেখতে চাই আমি। হয়তো ওখানেই আবার তার দেখা পাব। আর যদি না-ও পাই, তবু ওখানে না যাওয়া পর্যন্ত শান্তি পাব না আমি।'

'দেখতে পেলেই বা,' বলল মাইলো। 'কি লাভ তাতে? সেই তো আবার সব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে, ধ্বংস করতে তুমিই সাহায্য করবে।'

বিষণ্ন হাসি দিল জিম, উদাস দৃষ্টি। 'অদ্ভুত ব্যাপার! আমরা ভাবতাম এসব বুঝি চিরকালই একভাবে টিকে থাকবে। এত বিশাল দেশে আমরা যত অনাচারই করি না কেন, তার কোন আসর পড়বে না কোনকিছুর ওপর। অথচ আজ সব শেষ হয়ে গেছে। আর এখন আমার প্রাণ কাঁদছে পুরানো সেই দৃশ্য দেখার জন্য, কী বিচিত্র মানুষের মন!'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল মাইলো সুইট। কিছুক্ষণ পর বলল, 'শোনো, জিম, প্রতিষ্ঠানের টাকা ছাড়াও আমার নিজের টাকা আছে, ওই টাকার ওপর কোন দাবি নেই জ্যাকসনের। তোমার যা লাগে, সব আমি দেব সেখান থেকে। আমার অনুরোধ শুধু একটাই, নিজেদেরকে রক্ষা করতে যতবড় আউটফিট দরকার, তা জোগাড় করে তবে পথে নামবে।'

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যুবক। 'সত্যি, মাইলো! আমি···আ···আমি জানি না কি বলে ধন্যবাদ জানাব তোমাকে।'

'ওসবের প্রয়োজন নেই। আমার প্রার্থনা রইল, সুস্থ শরীরে ফিরে এসো তুমি।'

দুই

বার্বারশপের আয়নায় তাকিয়ে সদ্য কামানো মসৃণ গালে হাত

বোলাচ্ছে জিম গ্যারি। দীর্ঘদিনে গজিয়ে ওঠা দাড়ি গোঁপের জঞ্জাল সাফ হয়ে যাওয়ায় অস্বাভাবিক সাদা দেখাচ্ছে গাল-চিবুক-চোয়াল। রোদে পোড়া মুখের অন্য অংশের সাথে ওসবের কোন মিলই নেই। আপনমনে হেসে ফেলল সে।

'সদ্য পশম ছাঁটাই করা ভেড়ার বাচ্চার মত অবস্থা তোমার এখন,' হেসে বলল বার্বার লোকটা। 'দু'চারদিন সাবধানে ঘোরাঘুরি কোরো, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।'

পাশের পার্টিশনের ওধারে বাথটাবে গরম পানি থেকে ভাপ উড়ছে। একটা সিগার ধরিয়ে পরনের নোংরা কাপড় চোপড় খুলে ওটার মধ্যে নেমে পড়ল জিম। ধীরে ধীরে গরম সয়ে নিল দেহ, একটু একটু করে সমস্ত ক্লান্তি আর আড়ষ্টতা কেটে যেতে থাকল। সাবান গায়ে মাখতে মাখতে বার্বারের উদ্দেশে বলল ও, 'ওয়াগন আর খচ্চরের দাম-টাম কেমন, জানো কিছু?'

শহরের সব খবর বারটেন্ডার আর বার্বারের কাছে মজুত থাকে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে হালকা ভাবে জবাব দিল সে, 'বিক্রির চিন্তা থাকলে বাদ দেয়াই ভাল, মিস্টার। শহরে সবাই শুধু বেচতে চায়, ক্রেতা নেই।'

'দামে পোষালে আমি ভাবছি কয়েকটা ওয়াগন আর খচ্চর কিনব।'

'আস্তে বলো,' চাপা স্বরে বলল লোকটা। 'শব্দ বাইরে গেলে ভিড়ের চাপে আমার দোকানের বারোটা বেজে যাবে।'

গোসল হয়ে গেছে জিমের। পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে বলল, 'কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিতে পারো তুমি। আমার নাম জিম গ্যারি, জ্যাকসন অ্যান্ড সুইটের ওখানে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে আমাকে।'

পরিষ্কার কাপড় পরে বেডরোল আর নোংরা কাপড়গুলো পোঁটলা বানিয়ে শহরের প্রান্তে নদীর দিকে এগোল জিম। শরীর-

মাথা ঝরঝরে লাগছে, বেশ খুশি খুশি মন। নদীর কাছাকাছি একটা শ্যাকের ওপর দৃষ্টি পড়ল ওর, বিরাট এক লোহার কড়াইতে পানি জ্বাল দিচ্ছে বয়স্ক এক নিগ্রো মহিলা। রুবি। ধোপা। তার স্বামী ফ্রেডি জ্যাকসন অ্যান্ড সুইটের খচ্চর আর ঘোড়া দেখাশোনা করে।

কাছাকাছি যেতে ওকে দেখে হাসল মহিলা। এগিয়ে এল কাজ বন্ধ করে। 'এত দেরি হলো ফিরতে তোমার, মিস্টার গ্যারি! আমার ভয় হচ্ছিল বুঝি ইন্ডিয়ানদের হাতে পড়েছ তুমি।'

'এখন তো দেখছ মরিনি, কাজেই দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তাছাড়া আমি এত নোংরা ছিলাম যে জীবিত ইন্ডিয়ানদের সাধ্য ছিল না দুর্গন্ধে আমার কাছে আসে। তা তোমরা কেমন আছ, ফ্রেডি ফেরেনি এখনও?'

'আরে ও মিনসের কথা বাদ দাও! এত জলদি ফিরবে ও? আমাকে সাহায্য করার ভয়ে কাজ না থাকলেও বাড়ি থেকে শতহাত দূরে থাকবে। যখন বুঝবে আর কোন কাজ পড়ে নেই, তখন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উল্টো তেজ দেখাবে।'

শব্দ করে হেসে উঠল জিম। অনেকদিন থেকে এই দম্পতিটিকে চেনে ও। স্বাধীনতার আগে ওরা জর্জিয়ায় ছিল। রুবির কাছে শুনেছে, থাকার জন্য সেখানে ওদের খুব ভাল কেবিন ছিল। এখানকার ভাঙা শ্যাক দেখিয়ে জিম একদিন বলেছিল, 'এত কষ্ট করে এখানে পড়ে থাকার কি দরকার, রুবি, ফিরে যাও না কেন জর্জিয়ায়?'

স্বামী স্ত্রী দু'জনেই গম্ভীর হয়ে গেল ওর কথা শুনে, দু'জন দু'জনার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর জবাব দিয়েছে রুবি। 'শ্যাকটা জীর্ণ হলেও আমাদের নিজেদের, মিস্টার জিম। এটা ছেড়ে স্বর্গে যেতেও আমাদের আপত্তি আছে।' এই গরীব অথচ সৎ দম্পতিটির পরস্পরের প্রতি ভালবাসার কোন ঘাটতি নেই, জিম ভাল করে জানে। আর তাই এদেরকে সে পছন্দও করে।

কোটের পকেট থেকে একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট বের করে রুবির দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। 'লিম্পিং উলভ্ সয়ুজ থেকে এনেছি এটা তোমার জন্য। জিনিসটা চোখে পড়তেই তোমার কথা মনে পড়ে গেল।'

সঙ্কোচের সাথে প্যাকেটটা নিল মহিলা। খুলে একজোড়া চমৎকার পুঁতির কাজ করা লেদার মোকাসিন বের করল। জিনিসটা দেখে আনন্দে চোখ বড় হয়ে গেল তার। সাদা ধবধবে দাঁতগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রুবি। সামলে নিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, 'এত সুন্দর জিনিস আমার জন্য কেন আনতে গেলে, মিস্টার জিম? শহরে কত সুন্দরী মেয়ে আছে যারা তোমার আসা-যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদের কাউকে এটা দিলে ভাল হত না?'

স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল জিম, 'সুন্দরী মেয়ে সত্যিই অনেক আছে, কিন্তু তোমার মত এত ভাল কেউ নেই ওদের মধ্যে। যা হোক, আমার এই কাপড়গুলো আর বেডরোল থেকে চেষ্টা করে দেখো তো মোষের গন্ধ তাড়াতে পারো কি না!'

খানিকপর একটা ডান্সহলে ঢুকল জিম। নাদুসনুদুস বারম্যান ওকে দেখতে পেয়ে দাঁত বের করে সম্ভাষণ জানাল। পাল্টা সম্ভাষণ জানিয়ে চারদিকে তাকাল সে। ভেতরটা এখনও জমজমাট হয়ে ওঠেনি। নিজের কয়েকজন ক্রুকে দেখল সে, পান করছে আর তাস খেলছে। ওকে দেখে নড করল লোকগুলো।

ডান্সহলের মালিক টিটারটনও একসময় মোষ শিকারি ছিল। একবার যখন তার মনে হলো হুইস্কি ব্যবসার চাইতে ভাল কিছু হতে পারে না, চলে এল এই ব্যবসায়। জিমকে পার্টনারশিপের প্রস্তাবও দিয়েছিল একবার, কিন্তু নিজেকে সেলুনকীপার হিসাবে কল্পনাও করতে পারে না ও, তাই সাড়া দেয়নি।

'খারাপ চলছে, জিম,' গ্যারির প্রশ্নের জবাবে অভিযোগের সুরে

বলল টিটারটন। 'চামড়ার মত আমিও ডুবতে বসেছি। মনে হয় উইচিটা বা এলসওয়র্থে সেট্‌ল করলেই ভাল করতাম। শুনেছি টেক্সাসের কাউবয়রা ওখানকার বারগুলোকে জমজমাট রাখে সারাক্ষণ। ক্যাটল ট্রেডিঙে খুব ভাল করছে টেক্সানরা। আমাদের ডজ সিটির আর কোন সুযোগ নেই, ক্যাটল ব্যবসায়ের জন্যও জায়গাটা উপযুক্ত নয়। কী যে হবে শেষ পর্যন্ত!'

কোণার এক টেবিলে স্কিনার ফার্গ ড্যানি কাগজ কলম নিয়ে যুদ্ধ করছে দেখে সেদিকে এগোল জিম। মুখোমুখি চেয়ারে বসল।

বেদনার্ত চেহারায় ওকে দেখল ড্যানি। 'বোনটাকে চিঠি লেখার চেষ্টা করছি। জর্জ হোবার্টের কথা জানাতে হবে ওকে।'

মাথা দোলাল জিম। 'আমিও সেরকম ধারণাই করেছি।' ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটা হাইড ক্যাম্পের দৃশ্য ভেসে উঠল জিমের চোখে—সাথে সাথে রাগে-দুঃখে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল। গুলির আঘাতে আঘাতে ঝাঁঝরা, ছুরি দিয়ে কেচে মোরব্বা করে স্কাল্প কেটে নেয়া তিনটে দেহ পড়ে আছে মাটিতে। ওদের ওয়াগন, টেন্ট আর চামড়ার স্টক উধাও।

'কতটুকু জানাবে ওকে, ড্যানি?'

'ওর স্বামী মারা গেছে, আমরা ওর লাশ দেখেছি, এইটুকুই। সব কথা ওকে জানানো যাবে না, জিম। উহ্, কি ভয়ানক দৃশ্য! বোনটা আমার সইতে পারবে না।' করুণ হয়ে উঠল স্কিনারের চেহারা, কান্না ঠেকানোর চেষ্টা করছে।

সান্ত্বনার সুরে জিম বলল, 'এমন নৃশংস খুন আমি আর দেখিনি। কোন বয়স্ক ইন্ডিয়ানের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়, অল্পবয়সী ছেলে ছোকরাদের কাজ হবে। কোনভাবে অস্ত্রশস্ত্র হাতে পেয়ে হয়তো এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে।'

রেগে উঠল ফার্গ ড্যানি। 'আদৌ ওটা কোন ইন্ডিয়ানের কাজ বলে মনে হয় না আমার। চামড়া চোরেরা নিজেদের আড়াল করতে

এটা ঘটিয়েছে, নইলে চামড়ার স্টক আর ওয়াগন গেল কোথায়?'

দমে গেল জিম। ইন্ডিয়ানদের সাথে দীর্ঘদিন কাটিয়েছে ফার্গ ড্যানি। ও ভাল চেনে তাদেরকে। পছন্দও করে। তবু যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করল জিম, 'আমার ধারণা, কাজটা ইন্ডিয়ানদেরই। সম্ভবত মোষ খুন করা দেখতে দেখতে অসহ্য হয়ে উঠেছিল ওদের।'

দাঁড়িয়ে পড়ল ও। পকেট হাতড়ে চল্লিশটা ডলার বের করল। টাকাটার দিকে তাকাল—পকেটে থাকলে খরচ হয়ে যাবে। তার চাইতে, ভাবল ও, যেখানে কাজে লাগবে সেখানে পাঠিয়ে দেয়াই ভাল। টেবিলের ওপর টাকাগুলো রাখল সে। 'চিঠির সাথে এগুলোও পাঠিয়ে দিয়ো। লিখো, ওর স্বামীর পকেটে পেয়েছি আমরা।'

কথা শেষ হতেই পেছনে দরজার দিক থেকে কারও উঁচু গলা কানে এল গ্যারির। 'সবাইকে হুইস্কি দাও, টিটারটন!'

তাকিয়ে দেখল জিম, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে টেট রিলিঙ। মুখে প্রশান্ত হাসি। ফুটখানেক লম্বা একটা ব্ল্যাক সিগার দাঁতে চেপে রেখেছে লোকটা। 'চামড়া বিক্রি শেষ, পয়সা পকেটে। তোমরা যে যত পারো পান করো। দেখো, সুযোগ পেয়ে টিটারটন যেন যা-তা মাল হুইস্কি বলে চালিয়ে দিতে না পারে!' তারপর জিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এদিকে এসো, গ্যারি। বলেছিলাম না, সুইটকে আমার দামেই নিতে হবে? তাই নিয়েছে সে।'

বারের কাছে গিয়ে ঝুঁকে কাউন্টারের ভেতর থেকে একটা বোতল বের করে আনল রিলিঙ। ওটা উঁচিয়ে বলল, 'এসো, জিম, আমার সাথে পান করবে। আজ আমার মূড খুব ভাল।'

হাসিমুখে এগিয়ে গেল জিম। এরকম হাসি-খুশি মানুষ অনেকদিন নজরে পড়েনি ওর। কনুই ধরে একটা চেয়ারে তাকে বসাল সে। 'এসো, বন্ধু, সেল্‌সম্যানশিপের উদ্দেশ্যে পান করি।'

ওর হাতের বোতল লক্ষ করল জিম, লেবেল যদি সত্যি কথা

বলে, তাহলে ওটার ভেতরে ভাল হুইস্কি আছে। এ জিনিস সাধারণ কাস্টমারের জন্য নয়। অনেক দামী।

দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিজের গ্লাস উঁচু করে ধরল রিলিঙ। 'মোষের উদ্দেশ্যে।' এক চুমুকে খালি করে ফেলল সে গ্লাস। জিম ছোট ছোট চুমুকে পান করতে থাকল। রিলিঙ গ্লাস আবার ভরে নিয়ে জিমের গ্লাসেও ঢালতে গেল, গ্লাসের ওপর হাত চাপা দিয়ে বাধা দিল জিম, যখন তখন অপরিমিত ড্রিঙ্ক করতে অভ্যস্ত নয় ও।

উঠে দাঁড়াল রিলিঙ। এগিয়ে গেল ওপরে যাওয়ার সিঁড়ির দিকে। দুই ধাপ চড়ে হাঁক ছাড়ল, 'অ্যানজেলা, নিচে নেমে এসো!' ফিরে এল সে টেবিলে।

হেসে বলল জিম, 'তোমার ডাক শুনেছে সে?'

'নিশ্চই শুনেছে,' দৃঢ়ভাবে বলল রিলিঙ। 'ও আমার ডাক শোনার জন্য তৈরি হয়েই থাকে।'

একটুপরই অ্যানজেলা নামের মেয়েটাকে নেমে আসতে দেখা গেল। 'বলেছিলাম না, ও আমার ডাক শুনতে পেয়েছে?' চোখ টিপে এক গাল হাসি দিয়ে বলল রিলিঙ।

মেয়েটাকে লক্ষ করল জিম। কালো চুল, বয়স আঠারো-উনিশ। চেহারায় জোর করে আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। লো কাট্, টাইটফিট্ সোনালী গাউন পরে আছে মেয়েটা।

'এদিকে এসো, অ্যান। একজন খাঁটি মোষ শিকারির সাথে পরিচয় করিয়ে দিই তোমাকে। এ অ্যানজেলা ডেভিস, আর এই হচ্ছে জিম গ্যারি।'

জিমের দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটা। নড করে জবাব দিল যুবক। মনে হলো মেয়েটাকে আগেও এখানে দেখেছে ও, তবে রিলিঙের সাথে নয়।

'চামড়া বিক্রি হয়ে গেছে, সুইটি,' মেয়েটার থুত্নি নেড়ে দিল রিলিঙ। 'আজ রাতে তুমি আর আমি সেলিব্রেট করব, কেমন? এখন

যাও তো, লক্ষ্মী, আমাদেরকে তোমার কোকিলকণ্ঠের কিছু সুর শোনাও।'

হেসে পিয়ানোর দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটি। সবার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে নিজেকে আরও আকর্ষণীয় করার কসরত করতে করতে পিয়ানোয় সুর তুলল। মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল রিলিঙ, 'চমৎকার মেয়ে ও!'

নড করল জিম। মোষের পেছনে দীর্ঘদিন ছোটাছুটি করে শহরে ফেরা যে কারও কাছে এ মেয়েকে চমৎকার মনে হতেই পারে।

'ওর সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত, গ্যারি,' একচোখে ওরদিকে তাকিয়ে বলল রিলিঙ।

'সে কি!' কৃত্রিম বিস্ময়ের সাথে বলল জিম। 'আমি তো ভেবেছি ও তোমার দলিল করা সম্পত্তি!'

ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল লোকটা। অনেকক্ষণ পর সামলে নিয়ে তৃতীয়বার গ্লাস ভরে পেটে চালান করে দিল হুইস্কি। তারপর হঠাৎই গম্ভীর হয়ে গেল। 'বার্বার বলল তুমি নাকি ওয়াগন আউটফিট কিনছ?'

'ঠিকই বলেছে সে।'

'কথাটা শোনার পর থেকে অনেক ভেবেছি আমি, শেষে মনে হয়েছে দক্ষিণে যাবার চিন্তা করছ তুমি, গ্যারি।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল জিম। ব্যাপার বুঝতে পেরে ব্যাখ্যা করল সে, 'শিকারি হিসাবে তোমার যেরকম নাম-ডাক, তাতে আমার মনে হয় না মোষের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে তুমি টাকা খরচ করতে যাচ্ছ। আরকানসয় মোষ নেই, উত্তরে ঢুকতে দেয় না আর্মি, বাকি থাকছে দক্ষিণ। দক্ষিণেই যাচ্ছ তুমি, তাই না, গ্যারি?'

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের কথা বোঝার চেষ্টা করল জিম, কি বলতে চায় ও? ওর উৎসুক দৃষ্টি দেখে উৎসাহী হয়ে

আবার বলতে শুরু করল রিলিঙ, 'ওদিকে মোষের কোন অভাব নেই, গ্যারি। বড় বড় পাল, কারও ওয়াগন চক্‌চকে চামড়ায় দ্রুত ভরে তোলার মত যথেষ্ট মোষ সীমানার একটু ভেতরে ঘোরাঘুরি করলেও পাওয়া যায়। বসন্তকালে চারটে ওয়াগন নিয়ে আরকানসর দক্ষিণে রওনা করেছিলাম আমি। কিন্তু বাতাসে ইন্ডিয়ানদের গন্ধ পেয়ে আমার অর্ধেক ক্রু পালিয়ে গেল, বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম। একটা ওয়াগনও পুরোপুরি ভরার সময় পাইনি শালাদের জন্য।

'তোমার বিচার-বুদ্ধি, শিকারের দক্ষতা ইত্যাদি সম্বন্ধে যত কথা শুনেছি, তাতে আমার বিশ্বাস, ওদিকে গেলে তোমার ভাগ্য ফিরতে সময় লাগবে না, গ্যারি।'

মন্তব্য না করে চুপচাপ প্রশংসাগুলো হজম করল জিম। ও নিশ্চিত, রিলিঙের মতলব আছে।

'আসল ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে,' জিমের নির্লিপ্ততা গ্রাহ্য না করে চালিয়ে গেল টেট। 'নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারার মত যথেষ্ট বড় আউটফিট নিয়েই ওদিকে যাওয়া উচিত। কোমানচিরা ছোটখাট দল পেলে হজম করে ফেলে। কিন্তু যখন দেখে প্রতিপক্ষ দলে ভারী, জেতার আশা নেই, তখন ধারেকাছেও ঘেঁষে না।'

এক চুমুকে গ্লাস অর্ধেক খালি করে তর্জনী তুলে আবার বলতে শুরু করল সে, 'আমার পরিচিত একজনের কাছে তোমার প্রয়োজন অনুযায়ী ওয়াগন আউটফিট রেডি অবস্থায় আছে। সে ওগুলো বেচতে চায়। তুমি দেখো, পছন্দ হলে দামে আটকাবে না। বেশ সস্তায় কিনতে পারবে।'

ওর চোখের দিকে তাকাল জিম। 'তাতে তোমার লাভ কি? আমার ধারণা এর পেছনে তোমার কোন উদ্দেশ্য আছে।'

আবার শব্দ করে হাসল লোকটা। এক মুহূর্তও না ভেবে বলল, 'তুমি ঠিকই ধরেছ, গ্যারি, একটা উদ্দেশ্য আমার অবশ্যই আছে। কথাটা যদিও এখনই প্রকাশ করতে চাইনি। তোমার সাথে বন্ধুত্ব

আরও ঘনিষ্ঠ হলে একসময় বলতাম। সে যাক, আমার ওয়াগন আর লোকজন নিয়ে তোমার সাথে যোগ দিতে চাই আমি। যদি তুমি যাও।'

থুতনি চুলকাল জিম। চিন্তিত। 'দেখো, রিলিঙ, এটা আমার নিজের অভিযান। কাজে নেমে আমি চাইব না কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে কারও সাথে পরামর্শ করতে, বা কাউকে কোন কাজের কৈফিয়ত দিতে। অভিযানে আমি নিজেই নিজের বস্ থাকব। অনেককে দেখেছি আমি, একসাথে বেরিয়ে মাঝপথে আলাদা হয়ে গিয়ে পুরো অভিযানের বারোটা বাজিয়ে দেয়। ছুতানাতা নিয়ে শুরু হয়ে একসময় অপমৃত্যু ঘটে অভিযানের। এমন ঝুঁকি আমি নিতে পারি না, রিলিঙ। কারও নেয়া উচিতও মনে করি না।'

তাড়াতাড়ি বলল রিলিঙ, 'আমার সাথে তোমার বিরোধ হবে না, গ্যারি। তুমিই থাকবে ওয়াগন মাস্টার। যা বলবে, বিনা প্রশ্নে মেনে চলব আমি।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল ও। 'আমি দুঃখিত, রিলিঙ!'

চুপ করে তাকিয়ে রইল লোকটা। চাউনি দুর্বোধ্য। কয়েকমুহূর্ত পর শ্রাগ করল। 'ঠিক আছে, ভুলে যাও। মনে কিছু রেখো না। তবে ওয়াগনের কথা যা বলেছি তা যেন ভুলে যেয়ো না আবার। অন্য জায়গায় দাম দেখে আমার ক্যাম্পে চলে এসো। আমার লোক তোমাকে সবচাইতে বেশি সুবিধা দেবে।'

মুচকে হাসল জিম। 'এবার কোন উদ্দেশ্য নেই তো তোমার?'

রিলিঙ মাথা দোলাল। 'লোকটার কাছে আমার কিছু পাওনা আছে, সেটা উসুল করতে চাই।' একবার অ্যানজেলা, আরেকবার সিঁড়ির দিকে তাকাল সে। 'কাল দেখা হবে, গ্যারি?'

সুবেশী, লম্বা, চট্‌পটে লোকটাকে এতক্ষণে পছন্দ করতে শুরু করেছে ও। নড করে বলল, 'হবে।'

বৃদ্ধ ক্যাপ উইলিস টেন্টের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। জিম

গ্যারিকে দেখার সাথে সাথে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'এই বুঝি তোমার ফেরার সময় হলো! আমি ধরে নিয়েছিলাম নিশ্চই কোন চাঁদমুখীর পাল্লায় পড়ে আমার জন্য বোতল নিয়ে আসার কথা ভুলেই গেছ তুমি।'

'কেমন করে তা ভাবলে তুমি?' চেহারা মলিন করে ফেলল জিম।

ওর হাতে ধরা বোতলটা ছোঁ মেরে নিয়ে ছিপি খুলেই মুখ লাগাল বৃদ্ধ। দুই ঢোক পেটে পড়তে মন ভাল হয়ে গেল তার। 'তাহলে তো ছোকরা তুমি এখনও শিশুই রয়ে গেছ। আমার বয়স যখন কম ছিল, তখন তো ওরা আমার নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে রাখত। এখন অবশ্য হুইস্কি আর তাস ছাড়া কোন সঙ্গী নেই আমার।'

দেখতে দেখতে বোতলের পানীয় প্রায় তলানিতে এসে ঠেকল। চেহারা, চোখ সব লাল হয়ে উঠেছে লোকটার। ঘনঘন হেঁচকি উঠছে। জড়ানো কণ্ঠে বলল সে, 'কী সব উল্টা পাল্টা কথা শুনছি তোমার নামে? ওয়াগন, খচ্চর কিনতে চাইছ নাকি?'

'কোথায় শুনলে তুমি?'

'বলে কি! কোথায় শুনলাম মানে? আমি কি কালা, না কানে তালাচাবি মেরে রাখি? শহরের সবার কানে গেছে, ইনযুন ক্যাম্পে কলেরা লাগার মত অবস্থা! ডজনখানেক লোক এর মধ্যেই তোমার খোঁজে এখানে ঘুরে গেছে,' একটু থামল সে দম নেয়ার জন্যে। 'তোমার মাথা খারাপ হয়নি তো, ছোকরা?'

'এখনও হয়নি।'

'তাহলে ওয়াগন দিয়ে কোন কাজটা করবে শুনি? মোষ তো নেই!'

'দক্ষিণে আছে, ক্যাপ।'

নাক টানল বৃদ্ধ। কর্ক খুলে বোতলটা উপুড় করে গলায় ঢালল। 'এ কথা শুনলে হেনরি জ্যাকসন হার্টফেল করবে।'

'সে নেই এর মধ্যে, আমার আর মাইলো সুইটের অভিযান এটা।'

কড়া চোখে দীর্ঘক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল উইলিস। বোঝার চেষ্টা করল জিম ঠাট্টা করছে কি না। তারপর নিশ্চিত হয়ে বলল, 'তোমার হেড অফিসে সত্যি সত্যিই গণ্ডগোল হয়ে গেছে।'

'আজ হোক—কাল হোক, মানুষ ওদিকে যাবেই, আমি প্রথমে গেলে দোষ কি?'

'আমার আশঙ্কা হচ্ছে আগামী বসন্তে কোন কোমানচি বস্তির বাইরের খুঁটিতে ঝুলবে তোমার স্কাল্প।' একটু থেমে আবার বলল বৃদ্ধ, 'তারপরও যদি যেতে চাও, তাহলে আমার ওয়াগনগুলোই কিনে নাও। ওগুলো বেচব আমি।'

ঝট্ করে তার দিকে ফিরল জিম। বোঝার চেষ্টা করছে কথাগুলো লোকটা নিজে বলছে, না হুইস্কি তাকে দিয়ে বলাচ্ছে। 'ওয়াগন বেচলে থাকবে কি তোমার, ক্যাপ? একজন গর্বিত মোষ শিকারি তুমি, পেট খালি থাকলেও তোমার সততার ব্যাপারে কেউ কোনদিন প্রশ্ন তোলার সুযোগ পায়নি, সেই তুমি এমন কথা চিন্তাও করতে পারো না।'

'চুলোয় যাক শিকার! ওসব আর হবে-টবে না আমাকে দিয়ে। আমি ফার্মিঙেই ফিরে যাব।'

'একমাসও টিকতে পারবে না ওই কাজে। মোষের চামড়ার গন্ধ তোমাকে আবার ঠিক ফিরিয়ে আনবে।'

'তোমার নিজের মাথারই কোন ঠিক নেই, কাজেই আমাকে উপদেশ দেয়া বন্ধ করে ওয়াগনগুলো কিনে নাও। তিনটেই। ওগুলোর খচ্চর, টুলস্, ক্যাম্পগীয়ার, লক্, আর যা যা আছে সব। একহাজার ডলারে বেচব। খুব সস্তা।'

বিস্মিত হলো জিম। ওগুলোর দাম কমপক্ষে তিনগুণ হবার কথা! 'ক্যাপ, এখন ওসব বাদ দাও। সকালে কথা বলা যাবে। তুমি

নও, এখন কথা বলছে তোমার পেটের হুইস্কি।'

'তুমি না কিনলে অন্য কারও কাছে বেচব আমি।'

'ঠিক আছে, ধরে নাও কিনে নিয়েছি আমি,' লোকটাকে শান্ত করার জন্য জিম বলল। 'এখন বায়না হিসাবে একশো ডলার রাখো। বাকিটা তোমার ঠিকানায় কয়েকদিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেব, কেমন?'

ভেজাল হুইস্কিতে অভ্যস্ত ক্যাপ উইলিসের বুঝতে অসুবিধা হলো না জিম আসলে বোঝাতে চাইছে, টাকা সামলে রাখতে পারবে না সে। রেগে মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধ। 'টাকা তুমি আমাকে এখন দেবে, পুরোটাই।'

'ক্যাপ, শহর থেকে একটা পয়সাও বাঁচিয়ে ফিরতে পারবে না তুমি—'

'থামো তো ছোকরা! অনেক জ্ঞান হয়েছে তোমার দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার মা-বাবা যখন তোমার কথা কল্পনাও করেনি, তখন আমি ব্ল্যাকফীটদের চোখে ধুলো দিয়ে বীভার ধরতাম ফাঁদ পেতে। আর সেদিনের ছোকরা, তুমি এসেছ আমাকে জ্ঞান দিতে? ঈশ্বরের শপথ! আমি জানি আমি কি করছি। তুমি শুধু টাকাটা আমাকে গুণে দাও, ব্যস্।'

হাল ছেড়ে দিল জিম গ্যারি। 'ঠিক আছে, যেমন তোমার ইচ্ছা।'

পরদিন সারাবেলা নদী তীরের এ ক্যাম্প ও ক্যাম্প ঘুরে বিক্রি করতে আগ্রহীদের ওয়াগন আউটফিটগুলো দেখল জিম। গত বসন্তের তুলনায় সবকিছুর দাম এখন অনেক সস্তা। সবাই বেচতে চায়।

খচ্চরের তুলনায় ষাঁড়ের দাম বেশি সস্তা। কিন্তু লম্বা অভিযানের জন্য খচ্চরই বেশি উপযুক্ত। বোঝাই ওয়াগন নিয়ে ষাঁড়ের তুলনায়

ওগুলো জোরে ছুটতে পারে। একটাই যা অসুবিধা, ইন্ডিয়ানদের কাছে খচ্চরের আগুনে ঝলসানো চর্বিদার পেছনের রানের কদর খুব বেশি।

সন্ধ্যার দিকে টেট রিলিঙের ক্যাম্পে যাবার আগে ক্যাপ উইলিসের খবর নিতে ফিরল জিম। বৃদ্ধের অসহায়, ভাঙাচোরা চেহারা এক পলকেই জানিয়ে দিল কি ঘটেছে।

'আমার মত গাধার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে, জিম,' জট পাকানো চুল টানতে টানতে বিলাপ করল বৃদ্ধ। 'তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলে আমাকে। এখন মিসৌরি দূরে থাক, ডজ সিটির বাইরে যাবারও পয়সা নেই আমার কাছে। পোকার খেলতে বসে সব খুইয়ে এসেছি। এমনভাবে সব ছেঁকে ধরল, উঠে আসার সুযোগই পেলাম না। এখন কি হবে আমার?'

হাজার বকাঝকা করেও এখন কোন লাভ নেই, তাই মন খারাপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জিম। তারপর কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'দুঃখ কোরো না, ক্যাপ। আমার সাথে চলো, টেক্সাসের মোষ শিকার করে আসি।'

'তা হয় না, জিম। বুড়ো হয়েছি, শেষকালে আর বোঝা হতে চাই না কারও।'

'তুমি কখনও কারও বোঝা হতে পারো না। তোমার মাথা আর অভিজ্ঞ চোখজোড়া আমার কাজে লাগবে। রাইফেলটা খুইয়ে আসোনি তো আবার?'

'না, ইয়ে—মানে—'

'কোন মানে-টানের দরকার নেই। ওটা পরিষ্কার করে তৈরি হয়ে নাও এখুনি। সময় নেই, খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ব আমরা।'

তিন

স্যাডলে নড়ে চড়ে বসল টেট রিলিঙ। 'দেখেছ সব, গ্যারি?'

'দেখলাম।'

ক্যাম্পের বাইরে ছড়ানো ছিটানো ছয়টা ডবল আর একটা সিঙ্গল ওয়াগন। চাক ওয়াগনের চাকবক্সে টিনের থালা-বাটি, কফিপট, স্টোভসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু মজুত, তবে অপরিষ্কার, অগোছাল। হার্নেসগুলোর কোন কোনটা চাকার ওপর, কোনটা আবার মাটিতে পড়ে আছে। বেশিরভাগই দামী স্টুডিবেকার অথবা সমমানের ওয়াগন। ওর মধ্যে তিনটে অচল, নেয়া যাবে না। নদীর পারে ঘেরা জায়গায় খচ্চরগুলো হাঁটিয়ে চলিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে জিম। বৃদ্ধ, খুঁড়িয়ে চলা বা দুর্বলগুলোকে বাদ দিয়ে হিসাব করেছে।

গাট্টাগোট্টা মিচ মটেন টেট রিলিঙের পাশ থেকে বলে উঠল, 'সবগুলোই চলবে?'

'না। তিনটে ওয়াগন বাদ। আর তোমার লোককে যেগুলো দেখিয়ে রেখেছি, সেই খচ্চরগুলোও বাদ। বাকি সব চলতে পারে, যদি দামে পোষায়।'

আড়চোখে রিলিঙের দিকে তাকাল মটেন। 'নিশ্চই পোষাবে! দাম বলেই দেখো না তুমি,' রিলিঙ বলে উঠল।

স্বাভাবিক সময়ে প্রতিটা ডবল ওয়াগন আর খচ্চর মিলিয়ে দু'হাজার ডলারের কমে হবার কথা নয়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন।

মনে মনে একটা হিসাব করে বলল জিম, 'ডবল ওয়াগন তিনটে ছয়শো পঞ্চাশ করে, চাক ওয়াগন পাঁচশো, খচ্চর যেগুলো পছন্দ করেছি প্রতিটা পঞ্চাশ ডলার আর জিনিসপত্র, টুলস, স্পেয়ার্স, ক্যাম্পগীয়ার যা আছে সবকিছু তিনশো। মোট তিন হাজার নয়শো পঞ্চাশ ডলার।'

গাল চুলকাতে চুলকাতে টেট রিলিঙের দিকে তাকাল মটেন। 'এই বসন্তেও এর দাম অনেক বেশি ছিল, গ্যারি।'

'হয়তো ছিল,' বলল সে। 'কিন্তু অন্য যেগুলো কিনব আমি, সেগুলোর এই হারেই দাম ঠিক হয়েছে। তুমি না বেচলে কোন অসুবিধা নেই।'

'না না, ও তোমার কাছেই বেচবে!' নিশ্চিত কণ্ঠে বলল টেট।

'অবশ্যই অবশ্যই!' দ্রুত সায় দিল মিচ মটেন। 'টাকাটা তাড়াতাড়ি দরকার আমার। রাতের ট্রেন ধরতে চাই।'

'ঠিক আছে, জ্যাকসন অ্যান্ড সুইটে চলো আমার সাথে,' বলল জিম।

টেট রিলিঙকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে বলল লোকটা, 'এখন নয়। আমার আবার দেনা পরিশোধের ব্যাপার আছে। তুমি বরং এগুলো এবেলা নিয়ে যাও, সন্ধ্যার পর টাকা নিয়ে কষ্ট করে যদি টিটারটনের সেলুনে আসতে পারো, তাহলে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, তাই হবে।'

ফিরে চলল জিম, রিলিঙও ওর সাথে এগোল খানিক দূর। 'খুব সস্তায় পেলে জিনিসগুলো, গ্যারি,' হেসে বলল সে।

'আমি জানি। কিন্তু ভাবছি মিচ মটেন একজন স্কিনার অথবা বড়জোর একজন টিমস্টার হতে পারে। এতগুলো দামী ওয়াগন আউটফিটের মালিক হবার মত লোক তো ও নয়!'

ঠোঁট উল্টে বলল রিলিঙ, 'হয়তো কোনভাবে জোগাড় করেছে। মানুষ দেখে সবার ভেতরের খবর পাওয়া সহজ কাজ নয়।

ও আসলে আমার চাপে পড়েই ওসব বেচতে বাধ্য হয়েছে।'

'কি রকম?'

'লোকটার ডিমে তা দেয়া মুরগির স্বভাব। নড়াচড়া করতে চায় না। তুমি ওয়াগন কিনবে শুনেই ওকে বলেছি, যেন এই সুযোগ হাতছাড়া না করে। এখনই আমার পাওনা শোধ করতে হবে।'

সন্ধ্যার পরপর অফিস বন্ধ করার সময় মাইলোকে গিয়ে ধরল জিম। মোট চার হাজার ডলার পকেটে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। একবার একটু ভয় ভয় করে উঠলেও পাত্তা দিল না। এখনও ডজ সিটিতে এধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

কুইন অভ আরকানস সেলুনের দরজার দু'পাশে আলো জ্বলছে। ওটার দরজায় দাঁড়ানো এক লোককে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে চোখ ঘুরিয়ে নিল জিম, প্রায় সাথে সাথে এগিয়ে এল লোকটা। 'তুমি জিম গ্যারি না? মিচ মটেন ভেতরে বসে আছে এক লোকের সাথে, তোমাকে ডাকছে।'

দাঁড়িয়ে পড়ল ও। শহরের এদিকটা বেশ ফাঁকা। সাধারণত ওস্তাদ পোকার খেলোয়াড়রাই আড্ডা জমায় এই সেলুনে। তাদের কয়েকজনকে চেনে সে। লোকটা পাশে সরে দাঁড়াতে দরজার দিকে এগোল জিম। ভেতরে ঢুকে আলো আঁধারিতে চোখ সইয়ে নিয়ে তাকাল। দূরের একটা টেবিলে পোকার খেলছে মিচ মটেন। সাথের লোকটা ওকে ঢুকতে দেখে হাতের তাস নামিয়ে রাখল। লোকটাকে চিনল জিম, এক নম্বরের ঠগ্‌বাজ পোকার খেলোয়াড়—পিটার।

লোকটার দেখাদেখি মিচ মটেনও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে ডাকল, 'গ্যারি! এসো, এদিকে এসো!'

বারটেন্ডার ছাড়া ভেতরে আর কেউ নেই, ব্যাপারটা ভাল ঠেকল না জিমের। ভেতর থেকে সতর্ক সঙ্কেত শোনার সাথে সাথে সিক্সগানের দিকে হাত নেমে গেল ওর।

'খবরদার!' শব্দটা কানে যেতেই বারের দিকে তাকাল জিম, টেন্ডার লোকটা তার শটগান ওর দিকে তাক্ করে রেখেছে।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও, পল!' বলে উঠল পিটার, ডেরিঙ্গার হাতে চেয়ার ছেড়ে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বারটেন্ডারের শটগানটা নিয়ে জিমের পেছনে এসে দাঁড়াল পল। এই লোকই ডেকে এনেছে জিমকে।

'এদিকে এসো তুমি, জিম গ্যারি!' আদেশের সুরে বলল পিটার। তার ডেরিঙ্গারের মাযলের দিকে চোখ রেখে ধীরে এগোল ও। জানে, শটগানের নল ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর ধরে রেখে পল পেছন পেছন আসছে। লোকটা এর মধ্যে ওর সিক্সগানটাও কেড়ে নিয়েছে।

'এবার বলো তো, বন্ধু! মাল কোথায় রেখেছ?' ডেরিঙ্গার নাচিয়ে বলল পিটার।

'কিসের মাল?' কাজ হবে না জেনেও না বোঝার ভান করল জিম।

'টাকাটার কথা বলছি আমি। মটেন সব জানিয়েছে।'

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল মিচ মটেন, 'জিম! ওরা আমাদেরকে খুন করার মতলব করেছে!'

সাহস ধরে রাখার চেষ্টা করল গ্যারি। বলল, 'ভুল খবর পেয়েছ তুমি, কোন টাকা পয়সা নেই আমার কাছে।' মনের কোণায় আশা জাগল যখন ওরা সার্চ করতে আসবে, তখন পলের হাত থেকে শটগানটা কেড়ে নেয়ার একটা সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে।

'সার্চ করো ওকে!' দাঁতে দাঁত চেপে পলকে বলল পিটার।

আচমকা পিঠে লাথি খেয়ে ফ্লোরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জিম। পিঠের ওপর হাঁটু দিয়ে চেপে বসে টানাটানি করে পল ওর কোট খুলে ফেলল। তারপর পকেট থেকে টাকার থলেটা বের করে নিল। ওটা নিয়ে বারটেন্ডার কাউন্টারের ওপর টাকা ঢেলে গুনতে শুরু

করল। মাথা সামান্য ঘুরিয়ে তার শটগানটা হাতের নাগালে এক চেয়ারের সাথে ঠেস্ দেয়া দেখতে পেল জিম। হাত বাড়িয়ে ওটা ধরা সম্ভব মনে হলো ওর।

'চার হাজার আছে!'

'খুব ভাল, পঞ্চাশ ডলার বেশিই পাওয়া গেছে,' বলল পিটার। 'ও বোধহয় আমাদের মজুরির কথা চিন্তা করেই ওটা এনেছে!'

'এ দুটোকে কি করবে, পিটার? তুমি বললে দুটোরই বুকে বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারি আমি,' বলল বারকীপার।

'না না, তাতে জানাজানি হতে পারে। বরং ছুরিই ভাল কাজ দেবে, খরচ নেই, আবার শব্দও হবে না।'

আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল মিচ মটেন। দু'চোখ বিস্ফারিত করে পিছিয়ে যেতে থাকল। 'একাজ কোরো না, পিটার! ঈশ্বরের শপথ, আমি কাউকে বলব না। তোমরা টাকাটা নিয়ে যাও, শুধু শুধু খুন কোরো না আমাকে। না, পিটার, না!'

হাত বাড়িয়ে শটগানটা এই সুযোগে ধরতে গেল জিম। অমনি ঠাস্! করে ঘাড়ের ওপর পিস্তলের বাড়ি খেয়ে গুঙিয়ে উঠল। অন্ধকার হয়ে আসছে সব, জ্ঞান হারাতে চলেছে ও। ঠিক সেই মুহূর্তে সশব্দে খুলে গেল দরজা। দু'জন লোক ঢুকেই গুলি চালাল। উড়ে গিয়ে মিচ মটেনের ওপর পড়ল পিটার। তাকে জড়িয়ে ধরেই ধীরে ধীরে বসে পড়ল সে মাটিতে, তারপর গড়িয়ে পড়ে নিস্তেজ হয়ে গেল। তার রক্তে ভিজে গেল মটেনের কাপড়।

জিমের পিঠে চেপে থাকা পলও ঝাঁকি খেয়ে মাটিতে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেল বারকীপার, কিন্তু পরমুহূর্তে সেও গুলি খেয়ে বুক চেপে ধরল। কাউন্টার আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু শক্তিতে কুলাল না, মাটিতে এলিয়ে পড়ে বার দুয়েক হেঁচকি তুলে স্থির হয়ে গেল।

জ্ঞান হারাবার আগে লোক দুটোকে দেখতে পেয়েছিল জিম।

একজন টেট রিলিঙ, অন্যজন অপরিচিত। লোকটার প্রকাণ্ড শরীর, গালভর্তি এলোমেলো দাড়ি। নেকড়ের মত ধূসর চোখে রক্তের নেশা।

চোখে মুখে পানির ঝাপ্‌টায় চোখ খুলল জিম। যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যেতে চাইছে। কয়েকবার চোখ পিট্‌পিট্ করে উঁচু হবার চেষ্টা করল, টেট সাহায্য করল ওকে বসতে। গ্লাসে খানিক হুইস্কি ঢেলে সামনে ধরল। 'এটা গলায় ঢালো, উপকার হবে।' তারপর কাছে গিয়ে মিচ মটেনের দিকে বোতলটা বাড়িয়ে ধরল সে। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এটা খেয়ে সুস্থির হয়ে বোসো, মটেন। টাকাটা গুণে দেবে আমাকে।'

লোকটার হাতের কাঁপুনি দেখতে পেল জিম। ও নিজেও কাঁপছে, তবে অনেকটাই সামলে উঠেছে এর মধ্যে। রিলিঙের সঙ্গী লোকটা একহাতে শেলফ থেকে বোতল নামিয়ে পকেট ভরছে, আর মাঝে মাঝে মাটিতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লোকগুলোকে গভীর দৃষ্টিতে দেখছে। ভাবটা যেন, যদি কেউ নড়েচড়ে ওঠে, তাহলে অন্যহাতে ধরা পিস্তলের দুটো বুলেট ঢুকিয়ে দেবে তার শরীরে। খেয়াল করে হেসে বলল টেট, 'নিশ্চিন্তে কাজ সারো, শাইলো। ওরা কেউ এ জনমে মাটি ছেড়ে উঠবে না।'

জিমের দিকে ফিরল সে। 'ভালই ধকল গেছে, না?'

মলিন হাসল ও। দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'আমি সত্যিই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, টেট।'

শ্রাগ করল রিলিঙ। 'আমার মনে হয় যারা এমন পরিস্থিতিতে পড়েও ঘাবড়ায় না, তাদের মাথায় আসলে ঘিলু বলতে কোন পদার্থ নেই।'

'একেবারে ঠিক সময়ে এসে পড়েছ তুমি,' বলল জিম। 'জানলে কি ভাবে?'

জিমকে ধরে চেয়ারে বসতে সাহায্য করল সে। ভুরু নাচিয়ে মিচ মটেনকে ইঙ্গিত করল। 'ও হচ্ছে সাক্ষাৎ ফেরেশতা।' আঙুল

দিয়ে সঙ্গীকে দেখিয়ে বলল, 'সময়মত টিটারটনের সেলুনে ফেরেশতা নাযিল না হওয়ায় শাইলো প্লাটকে বললাম একটু খুঁজে দেখতে। ও ফিরে গিয়ে খবর দিল পুরনো বন্ধু পিটার আর পলের সঙ্গে এখানে ঢুকতে দেখা গেছে তাকে।

'শুনে মনে হলো ফেরেশতাকে সৎ থাকতে সাহায্য করা উচিত, তাই চলে এলাম। জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই দেখি ভেতরে অবস্থা অন্যরকম। তারপরের ঘটনা তোমার জানা। কিন্তু তুমি এখানে কেন, গ্যারি?'

'টিটারটনের ওখানেই যাচ্ছিলাম আমি,' মৃত পলকে দেখিয়ে বলল জিম, 'সামনে দিয়ে যাবার সময় ও ডাক দিয়ে বলল, মিচ মটেন ডাকছে। সন্দেহ করিনি আমি। পরে যখন বুঝলাম, তখন কিছু করার সুযোগ পাইনি। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, এরা জানল কীভাবে আমার সাথে টাকা আছে, এমনকি কত—তা ও?'

'ও নিয়ে আর চিন্তা কোরো না, গ্যারি,' দ্রুত বলল টেট রিলিঙ। 'ভুলে যাও সব। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও!'

'সে নাহয় দিলাম, কিন্তু তোমার উপকার শোধ করি কি দিয়ে?'

'সত্যিই তাই চাও?' সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল লোকটা। 'তাহলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো। তোমার নেতৃত্ব মেনে চলব আমি।'

কৃতজ্ঞ জিম গ্যারি এরপর আর না বলতে পারল না।

চার

খুব ভোরে ডাচম্যানের রেস্তরাঁয় ঢুকল জিম গ্যারি। বাইরে খুব শীত,

পশমী ওভারকোট ভেদ করে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে ঠাণ্ডা। চিনি দিয়ে কিওর করা পুরু হ্যামের স্লাইস আর ধোঁয়া ওড়ানো গরম কফি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারল সে।

'আমার লোকেরা সবাই খেয়েছে?'

'খেয়েছে মানে? আমার হাঁড়ি পাতিল পর্যন্ত খেয়ে ফেলত আরেকটু হলে,' বলল দীর্ঘদেহী বয়স্ক কুক। 'ত্রিশজন ওরা, মনে হয় শহরের সব হাভাতেগুলোকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ তুমি, মিস্টার গ্যারি!'

খাওয়া শেষে কুড়িটা ডলার বের করে ডাচম্যানের হাতে দিল জিম। 'চলবে?'

'অবশ্যই চলবে, মিস্টার গ্যারি,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল লোকটা। 'প্রার্থনা করি তোমার যাত্রা শুভ হোক। সফল হয়ে ফিরে এসো তুমি। আশা করা যায় শহরের নাখেগো লোকগুলো তাহলে হয়তো আবার প্রাণে বেঁচে উঠবে, শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। আমরাও ভাল থাকব।'

'আমারও সেই কামনা।' বেরিয়ে এল জিম। গরম খাবার খেয়ে ঠাণ্ডা কম লাগছে এখন।

আলো আঁধারিতে আবছাভাবে কর্মব্যস্ত ক্রুদের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে সে। খচ্চরে হার্নেস পরাচ্ছে, ডবল ওয়াগনের কাপলিঙ হুক-জুড়ছে। হাসি-ঠাট্টার শব্দ ভেসে আসছে ওদের। অসতর্কতার কারণে খচ্চরের লাথি খেয়ে কেউ একজন চেঁচিয়ে খিস্তি করে উঠল। তারপরই পাকানো চামড়ার চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ আর খচ্চরটার চিৎকার কানে এল।

নতুন কেনা ভারী স্যাডলটা নিজের ঘোড়ার পিঠে চাপাল ও। এটার উঁচু ক্যান্টল, দড়ি বাঁধার উঁচু হর্ন আর মজবুত গঠন আকৃষ্ট করল ওকে। মনে হলো এটায় বসলে রকিঙ চেয়ারের মতই আরাম লাগবে। আকাশের দিকে তাকাল গ্যারি, দিনের আলোর আভাস ফোটার সাথে সাথে ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে তারার আলো।

ওয়াগনগুলোর দিকে তাকাল ও, ঠিকই আছে। টেক্সাসের দিকে দক্ষিণমুখী করে রাখা আছে সব একসারিতে।

রোমাঞ্চ অনুভব করছে জিম গ্যারি। অভিযানে যাত্রা শুরুর সময় প্রতিবারই এরকম হয় ওর, উত্তেজনা বাড়তে থাকে ভেতরের। দ্রুত পালিয়ে যেতে চায় ডজ সিটি থেকে। এখানকার শয়তানের গন্ধ মাখানো সেলুন, জুয়াড়িদের আড্ডা, যেখানে মানুষের কষ্টে কামানো টাকা-পয়সা কেড়ে নিতে ওঁত পেতে থাকে আরেকদল মানুষ নামের শয়তান, তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে চলে যেতে পারলে যেন বাঁচে ও। অথচ কিছুদিন পরই আবার এই শহরেই ফিরে আসতে উন্মুখ হয়ে ওঠে মন। সেলুনে বসে হুইস্কি পান করা, পোকার খেলা আর সুন্দরী মেয়েদের সান্নিধ্য পাওয়ার টান অনুভব করতে থাকে।

স্যাডলে বসে যাত্রার প্রস্তুতি দেখতে ওয়াগন সারির দিকে ধীরে ধীরে এগোল ও। সারির সামনে চাক ওয়াগনের পাশে ঘোড়া থামাল। রান্নার সামগ্রী, খাবার-দাবার, ময়দা, চিনি, কর্ন, সল্ট, বেকিং পাউডার, শুকনো আপেল আর প্রচুর পরিমাণে কফিতে বোঝাই এটা। অন্য ওয়াগনগুলোতেও প্রচুর মালপত্র। ঠেকা-বেঠেকায় কাজে লাগবে বলে কিছু জ্বালানি কাঠ, চামড়া ট্যান করার সামগ্রী, তাঁবু, ক্রুদের মালপত্র, পশুখাদ্য আছে। আর আছে গান পাউডার ও লেড। জরুরি কিছু ওষুধপত্রও নিয়েছে ও সাথে। অতিরিক্ত ঘোড়া আর খচ্চরগুলো রয়েছে সারির পেছনদিকে।

ক্যাপ উইলিস নিজের ঘোড়ায় বসে ক্রুদের কাজ তদারক করছে ওদিকটায়। গ্যাবির ওপর নজর পড়তে এগিয়ে এল সে, চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ। 'কোত্থেকে সব জোগাড় করে এনেছ তুমি? পথে কোন মার্শালের দেখা পেলে অর্ধেকই পালাবে লেজ গুটিয়ে। মনে হয় এক একটা যেন দাগী আসামী, জেল ভেঙে পালিয়েছে।'

'আমি শক্ত-সমর্থ, সাহসী লোক জোগাড়ের চেষ্টা করেছি, ক্যাপ। ইন্ডিয়ান চোখে পড়তেই যেন ভয়ে পালিয়ে না যায়। কাজের ব্যাপারে ওদের অভিজ্ঞতার ঘাটতি তোমাকে আর আমাকে পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে। উপায় নেই।'

ততক্ষণে জমে উঠেছে দর্শকদের ভিড়। সেদিকে ইশারা করে জিম বলল, 'ওই লোকগুলোকে রাজি করাতে অনেক চেষ্টা করেছি, কাজ হয়নি। ওরা না খেয়ে এখানে পড়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, আর আমাদের বোকা ভেবে হাসাহাসি করবে, তবু কাজে যাবে না।

'এরাই আবার আমাদের অভিযানের সফলতা দেখলে ওদিকে ছোটার প্রতিযোগিতা শুরু করে দেবে। টেট রিলিঙ জোগাড় করে না দিলে চারভাগের একভাগ লোকও পেতাম না আমি। একটু সাবধান থাকতে হবে কয়েকদিন যেন কোনকিছু নিয়ে কেটে পড়তে না পারে কেউ। ইন্ডিয়ান এলাকায় একবার পৌঁছলেই হলো, তখন সুযোগ পেলেও কেউ প্রাণের মায়ায় পালাবার চিন্তাও করবে না।'

তবু অসন্তুষ্টি গেল না ক্যাপ উইলিসের। 'এরমধ্যেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে একজন কেটে পড়েছে, তা জানো?'

দুর্ভাবনায় পড়ল জিম, ওয়াগনের চাকা গড়াল না, এরমধ্যেই লোক কমতে শুরু করেছে! মাইলো সুইটকে আসতে দেখে হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানাল জিম।

'তোমাকে সী-অফ করতে এলাম, জিম। সব ঠিকঠাক আছে তো?' বলল সুইট।

লোক সমস্যার কথা তাকে জানাবে না ঠিক করল জিম। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, মোটামুটি আছে।'

টেট রিলিঙ এসে পড়ল। একটা বিরাট সরেলে চড়েছে সে আজ। বেশ তাগড়া ঘোড়া। ওটার শক্ত-সমর্থ গঠন, পেশীবহুল খাটো পা আকৃষ্ট করল জিমকে। এ ধরনের ঘোড়া সারাদিন সওয়ারি

পিঠে নিয়ে ছুটলেও সহজে ক্লান্ত হয় না। মাইলো সুইটকে নড করে জিমের দিকে ফিরল সে। 'আমরা তৈরি, জিম। তবে তোমার এক ক্রু খুন হয়েছে শুনেছি আমার লোকদের কাছে। পোকার খেলতে গিয়ে পাঁচ ডলার হেরে ঝগড়া বাধিয়ে বসেছিল উজবুকটা।'

আফসোস করল জিম, 'মাত্র পাঁচ ডলারের জন্য একটা মানুষ খুন!'

'ওরকম খুন অনেক হয়। মানুষ টাকার জন্য মরবে না তো মরবে কিসের জন্য?' হেসে বলল রিলিঙ। 'অবশ্য আমি এত সামান্য টাকার জন্য মরতে রাজি হব না।'

ভুরু কুঁচকে উঠল জিমের। ভালভাবে বাঁচতে হলে টাকার প্রয়োজন আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ওটাই সব নয়, প্রধানও নয়। এত বিষয় থাকতে শুধুমাত্র টাকার জন্য বাঁচা বা মরার দর্শন শুনতে ভাল লাগল না। ওয়াগনের লাইন ধরে দেখতে দেখতে পেছন দিকে এগিয়ে চলল সে। মাইলো সুইট, টেট রিলিঙও এগোল। দিন যত যাবে, ওয়াগনগুলোর মজুত খরচ হয়ে জায়গা খালি হতে থাকবে। চমৎকার, চক্‌চকে মোষের চামড়ায় খালি জায়গাগুলো ধীরে ধীরে ভরে উঠবে। দৃশ্যটা কল্পনা করে আবার খুশি হয়ে উঠল জিম।

একটু দূরের দর্শকদের ভিড় সরিয়ে এক তরুণীকে এগিয়ে আসতে দেখে চিনল ও। হেসে রিলিঙকে বলল, 'ওই যে, তোমার অ্যানজেলা। তোমাকে বিদায় জানাতে আসছে।'

চেহারায় বিতৃষ্ণা ফুটল তার। 'ওর জন্যই আরও তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাতে চাই আমি। একঘেয়েমী ধরে যায় বেশিদিন থাকলে।'

হাসল জিম। কৌতুকের সুরে বলল, 'বলো কি! আমার তো মনে হয় মরতে হলে এর মত কোন সুন্দরীর জন্যই বরং মরা ভাল!'

শ্রাগ করল রিলিঙ। 'আমি তো তোমাকে দিতেই চেয়েছিলাম ওকে, তুমি নিলে না।' অ্যানজেলার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে

বলল, 'তোমার বাড়তি পশুগুলোর সাথে আমারগুলো আছে। তোমার পেছন পেছন আমার ওয়াগন রওনা হবে। ট্রেইলে দেখা হবে!'

'ক্যাপ, মাইলোকে ঘুরিয়ে দেখাও সব, আমি সামনের দিকে যাচ্ছি। দেখি, নতুন কাউকে রাজি করাতে পারি কি না।' ঘোড়া ঘুরিয়ে লাইনের সামনের দিকে চলল জিম। মাথায় ক্রু ঘাটতির চিন্তা। নীতিগত কারণে জ্যাকসন অ্যান্ড সুইটের অনেক ক্রু যেতে রাজি হলেও তাদের নেয়নি ও। তবে আগে ওখানে কাজ করত, এখন করে না, এমন তিনজন কিছুটা পরিচিত লোককে নিতে দ্বিধা করেনি।

সামনের চাক ওয়াগনের পাশে দাঁড়ানো লম্বা লোকটাকে দেখে থামল জিম। লোকটার বেডরোল আর রাইফেল মাটিতে রাখা। 'ফার্গ ড্যানি যে, এত ভোরে কি ভেবে? গাট্টি-বোঁচকা নিয়ে কোথায় চলেছ?'

'তোমার সাথে যেতে চাই, জিম।'

'তা হয় না, ড্যানি। জ্যাকসন অ্যান্ড সুইটের কোন কর্মীকে নিতে পারি না আমি।'

'ওদের কাজ ছেড়ে দিয়েছি আমি।'

খুশি হয়ে উঠল জিম। ফার্গ ড্যানি কোন আকর্ষণীয় লোক নয়, তবে জিম জানে, চামড়া ছাড়ানোর দায়িত্ব ওকে দিয়ে শতভাগ নিশ্চিত থাকা যায়। 'তাহলে দাঁড়িয়ে আছ কেন? জলদি উঠে পড়ো তোমার জায়গায়,' বলল জিম।

বেডিঙ চাক ওয়াগনে ছুঁড়ে দিল ড্যানি। রাইফেল সীটের নিচে ঢুকিয়ে একলাফে চড়ে বসল ছোটখাট দেহের কুকের পাশে। হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা জানাল লাগাম ধরে রাখা লোকটা। মজার দৃশ্য! দু'জনই হ্যাংলা পাতলা, তবে ফার্গ ড্যানি তালগাছের মত লম্বা, আর কুক, টম রিওরডান একেবারে পিচ্চি।

মুচকি হেসে পেছনে তাকাল জিম, মাইলো সুইট আর ক্যাপ উইলিস পাশাপাশি এগিয়ে আসছে। পেছন পেছন আসছে ক্যাপের বিরাট কালো কুকুরটা। কাছে এসে উইলিস বলল, 'সব তৈরি, জিম।'

হাত বাড়িয়ে দিল মাইলো সুইট। 'তোমাকে হিংসা হয়, জিম। তোমার মত এদেশের প্রকৃতি দেখার খুব সাধ হয় আমার, কিন্তু কি করব! আমার সীমাবদ্ধতা আছে, তোমার নেই। তুমি সফল হও, জিম।'

'ধন্যবাদ, মাইলো।'

সরে এসে ওয়াগনের লম্বা সারির দিকে তাকাল জিম। হার্নেস পরে চলার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠা খচ্চরগুলো আর উৎসুক ক্রুদের দেখল। 'ঠিক আছে, ক্যাপ, চলো রওনা করি আমরা।'

পাঁচ

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধীরগতিতে কোনাকুনি এগিয়ে চলেছে হাইড ট্রেন। প্রথমদিনই দ্রুত পথ চলতে চায়নি জিম গ্যারি, লোকজন, খচ্চর-ওয়াগন, সবই নতুন। একটু সইয়ে নিতে হবে। সন্ধ্যার আগে ক্রুকড ক্রীকে পৌঁছে গেল ওরা।

ক্যাপ উইলিস এগিয়ে এল। সামনে ক্রীকের দিকে দেখিয়ে বলল, 'চমৎকার জায়গা! ক্যাম্প করবে নাকি, জিম?'

'ওপাড়ে গিয়ে। বৃষ্টি নামলে ক্রীক ভরে যাবে ঢলের পানিতে, এপাড়ে থাকলে পানি না কমা পর্যন্ত আটকা পড়ে থাকতে হবে।'

'আকাশে মেঘ নেই, বৃষ্টি হবে বলে মনে হয় না।'

'তবু কোন ঝুঁকি নেব না আমি। পার হয়েই ক্যাম্প করব।'

স্বাভাবিক অবস্থায় ক্রীকটা পার হওয়া কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু সমস্যা বাধিয়ে বসল চাক ওয়াগন টানা খচ্চরগুলোর সামনের সারির বাঁদিকেরটা। পানি ছিটকে গায়ে লাগতেই লাফালাফি শুরু করে দিল। পেছনের খচ্চরটাকে কষে লাথি মেরে, সাথের ডানপাশেরটার কাঁধে সামনের পা তুলে দিয়ে মহা হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলল ওটা। ওয়াগনই উল্টে পড়ার দশা। হা হা করে উঠল ক্রুর দল। সবার গলা ছাপিয়ে ওঠা কুক টম রিওরডানের ভয়ার্ত হাঁক-ডাক আর সপাং সপাং চাবুক খেয়েও খচ্চরটা নড়ছে না দেখে পড়িমরি করে ঘোড়া ছোটাল জিম। স্যাডল হর্নের সাথে ওটার লাগাম কষে বেঁধে সর্বশক্তি দিয়ে টানতে টানতে ওটাকে প্রায় ছেঁচড়ে ক্রীক পার করে নিয়ে এল।

শুকনো মাটিতে পা দিয়ে আবার ভালমানুষের মত চলতে শুরু করল ওটা। কিন্তু কুকের রাগ কমল না তাতে। আমেরিকান আর স্প্যানিশ মিশিয়ে সমানে অশ্রাব্য খিস্তি করতে করতে ওয়াগন থেকে নেমে এসে ওটাকে কয়েক ঘা হান্টারের বাড়ি মেরে মনের ঝাল ঝাড়ল। এতটুকু দেহের মানুষটার গলার তেজ আর অঙ্গভঙ্গি দেখে কৌতুকবোধ করল জিম গ্যারি।

ক্যাম্প করে ডিনার তৈরির কাজে লেগে পড়ল টম। তার দক্ষ হাতের দ্রুত কাজ দেখে মনে মনে সন্তুষ্ট হলো জিম, এ কাজের জন্য ওকে নিয়ে আসা যথার্থই হয়েছে। বয়স ত্রিশের কোঠায় হবে লোকটার। আদি নিবাস মেক্সিকো, তারপর টেক্সাস। অবশ্য ও পুরোপুরি টেক্সান। গৃহযুদ্ধের সময় কনফেডারেট আর্মিতে ছিল, পরে গরু ব্যবসায় নামে।

ইন্ডিয়ানদের এড়িয়ে মাঝে মাঝে পুবে গিয়ে গরু বেচত। একবার দলের লোকজনের সাথে ঝামেলা বাধে তার—সব হারিয়ে

ঘুরতে ঘুরতে এসে ওঠে ডজ সিটিতে। শিকারি দলের কুক হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। বাড়ির জন্য গভীর টান, দক্ষিণের কথা শোনার সাথে সাথে রাজি হয়েছে লোকটা ওর দলে যোগ দিতে। দল যাচ্ছে মোষ শিকারে, কোন জনবসতি বা সাদা মানুষের দেখাই মিলবে না হয়তো এ যাত্রায়, জানে সে। তবু, টেক্সাসের মাটিতে তো পা রাখতে পারবে!

ডিনার শেষে সবাইকে ডাকল জিম গ্যারি। ক্যাপ উইলিস দাঁড়াল ওর পাশে। নিজের অল্প কয়েকজন ক্রু নিয়ে টেট রিলিঙ দাঁড়াল একটু দূরে। লোক গুণে নিয়ে বলতে শুরু করল জিম, 'সরাসরি কিছু জরুরী কথা বলার জন্য তোমাদের ডেকেছি আমি, যাতে কেউ পরে বলতে না পারো শুনিনি। তোমাদের সবারই দু'একবার করে ইন্ডিয়ানদের সাথে মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই ইন্ডিয়ান দেখলেই সাহস হারিয়ে ফেলার মত লোক আমার ক্রুদের ভেতর নেই বলেই আমার বিশ্বাস। তারপরও যদি কারও ভয় থাকে, তাহলে তা এখনই জানতে চাই আমি।

'ডজ সিটির মদ-জুয়ার আড্ডায় বসে বাঘ-ভালুক মারা আর মাঠে ময়দানে নেমে সত্যিকার যুদ্ধ করায় অনেক পার্থক্য। যদি কারও ফিরে যেতে ইচ্ছা করে, এখনই যেতে পারো। আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু আজকের পর ফেরার পথ সবার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। আমার জন্যও, তোমাদের জন্যও। আমরা কোমানচিদের দেশে যাচ্ছি, প্রতিটা ওয়াগন চামড়ায় না ভরে ফিরব না।

'এখন বলো, কেউ আছ যে ফিরে যেতে চাও?'

ওয়াশ বেসিনে টিনের থালা-বাটি শব্দ করে ঘুচ্ছিল টম, জিমের প্রশ্ন শুনে বন্ধ হয়ে গেল তার কাজ। কঠিন দৃষ্টিতে সবার চেহারা একে একে পরীক্ষা করল জিম। কেউ নড়াচড়া করল না। বাসনপত্র ধোয়ার শব্দ আবার শুরু হয়েছে।

'আমার দ্বিতীয় কথা,' বলল জিম। 'শিকার করা প্রতিটি মোষের

চামড়া আমার হবে। তোমরা তোমাদের কাজের জন্য আমার কাছ থেকে মজুরি পাবে। মোষ শিকার আর প্রতিটা চামড়ার দৈনিক হিসাব থাকবে আমার কাছে। কাজেই চামড়া চুরি করার চিন্তাও কেউ কোরো না।

'কারও যদি মনে হয় চামড়া চুরি করে কোথাও লুকিয়ে রেখে যাবে, পরে সুযোগ মত এসে নিয়ে যাবে, তাহলে সে কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। কারণ সে যাতে কোমানচিদের হাতে পড়ে, সে ব্যবস্থা আমি করব।'

একটু থেমে আবার বলে চলল সে, 'আমার শেষ যে কথা জানাতে চাই, সেটা এই ক্যাম্পের সবার জন্য। টেট! তোমার লোকদের জন্যও।' মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল সে। 'আমরা ইন্ডিয়ান এলাকায় যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি শুধু মোষ শিকার করতে। কিন্তু ইন্ডিয়ানদের সাথে দেখা আমাদের হবেই, তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের চেষ্টা করতে হবে যুদ্ধ যাতে না বাধে। সহজেই জিততে পারব, তেমন ক্ষেত্রেও আমাদের এই নীতি থাকবে। কেউ অপ্রয়োজনে ট্রিগার টিপলে তাকে আমি নিজ হাতে খুন করব।'

কথা শেষ করে বেডরোল নিয়ে একপাশে সরে এসে মাটিতে বসল জিম। সারা ক্যাম্প চুপচাপ, শুধুমাত্র টমের কাজের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কথাগুলো বেশ শক্ত ছিল, কয়েকজনের চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখা গেছে। তবু বলা দরকার ছিল, ভাবল ও।

অনেকক্ষণ পর কেউ একজন শব্দ করে তাস শাফল্ করতে করতে বলে উঠল, 'পোকার চলবে নাকি কারও দু'চার দান? তাহলে চলে এসো!' ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠল পরিবেশ।

ঘাসের ওপর বেডরোল বিছিয়ে আরাম করে শুলো জিম। তাঁবু আছে, কিন্তু এই সুন্দর আবহাওয়ায় খোলা আকাশের নিচে শুতেই ভাল লাগছে। তারা দেখতে ভাল লাগছে। পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওর কাছে এসে বসল ক্যাপ উইলিস। এমনিতে সারাদিন

টোব্যাকো চিবায়, কিন্তু ডিনারের পর শোবার আগে কিছুক্ষণ পাইপ টানা চাই তার।

পাইপ দাঁতে কামড়ে ধরে পকেট থেকে ছোট একটা তুরপুন বের করল বৃদ্ধ। রাইফেলের বুলেটের পেছনদিকে খুব সাবধানে ছিদ্র করতে শুরু করল। কৌতূহলী হয়ে তার কাজ দেখতে থাকল জিম। ছিদ্র করা শেষ হতে ফুঁ দিয়ে লেডের গুঁড়া সরিয়ে কাজটা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো উইলিস। ওটা পকেটে রেখে আরেকটা বুলেট বের করে একই কাজ শুরু করল সে।

'এসব কিসের জন্য?' বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে প্রশ্ন করল জিম।

দ্বিতীয় বুলেটের কাজ পরীক্ষা করতে করতে বলল বৃদ্ধ, 'একজনের কাছে শুনেছি, খুব নাকি কাজে দেয় এগুলো।'

'কোন কাজ?'

'আশাকরি সামনের দিনগুলোয় তোমাকে তা হাতে-কলমে দেখানোর সুযোগ হবে।' নিজের কাজে মন দিল বৃদ্ধ। জিম আর প্রশ্ন করল না। করে লাভ নেই, জানে সে। সময়মত বুড়ো ঠিকই দেখাবে এসবের অর্থ কি।

পাঁচটা বুলেট ছিদ্র করে পকেটবন্দী করল উইলিস। তারপর কিছু সময় চুপ থেকে বলল, 'মনে হলো, চরিত্রবানদের কেউ কেউ তোমার কথা শুনে ব্যাজার হয়েছে। তবে ঠিক কাজই করেছ তুমি, সবাইকে সমঝে দেয়া দরকার ছিল।'

'জীবন খুব কঠিন, ক্যাপ। সামাল দিতে পারব তো?'

পাইপে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল বৃদ্ধ। 'পারতেই হবে।'

সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে নিল সবাই। খচ্চরগুলোয় হার্নেস পরানোর সময় গতকালের শয়তানটা সুযোগ পেয়েই টম রিওরডানের পা লক্ষ্য করে কড়া এক লাথি চালিয়ে

দিল। হাঁটুর নিচে খুরের প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে চিৎকার দিয়ে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল কুক। দৌড়ে এসে তার পা পরীক্ষা করে দেখল জিম। না, হাড় ভাঙেনি। তবে চামড়া থেত্‌লে ফুলে উঠেছে জায়গাটা।

ভীষণ খেপে গেল লোকটা। যাবতীয় মুখস্থ গাল চিৎকার করে খালাস করতে করতে উঠে দাঁড়াতে গেল, পারল না। হাতের চাবুকটা দিয়ে মারতে গেল ওটাকে, দূরত্ব বেশি হওয়ায় পৌঁছল না ওটা। অবশেষে হাতের কাছে পাওয়া একটা পাথর খণ্ড তুলে ছুঁড়ে মারল সে, কিন্তু ফস্‌কে গেল ওটাও।

'ওটাকে বরং পাল্টে দেই,' হাসি চেপে বলল জিম।

'বরং একটা বাফেলো গান আর একটা বুলেট দাও আমাকে,' ব্যথা পাওয়া জায়গাটা ডলতে ডলতে বিকৃতমুখে বলল কুক।

'তাহলে অন্য কেউ চালাক ওয়াগন?'

ততক্ষণে কিছুটা সামলে নিয়েছে টম। কঠিন দৃষ্টিতে খচ্চরটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, আমিই চালাব ওয়াগন। ওটার পাছায় চাবকে হাতের সুখ মেটাব।'

সীটে বসতে টমকে সাহায্য করল ফার্গ ড্যানি। জিমের নির্দেশে খচ্চরগুলোয় হার্নেস পরিয়ে দিল দু'জন ক্রু। ব্যথা পাওয়া পা ডলতে ডলতে পাকানো র হাইডের মজবুত চাবুকটা ডানহাতে তুলে নিয়ে বার কয়েক বাতাসে দোলাল টম। তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল শয়তান খচ্চরটার দিকে। 'একবার কান খাড়া করেই দ্যাখ্, রাম প্যাঁদানি দিয়ে তোর অ্যায়সা কি ত্যায়সা করে ছাড়ব, শা-লা!'

বিশেষ কোন ঘটনা ছাড়াই প্রেইরির ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলল হাইড ট্রেন। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, এমন সময় বহুদূরে, দিগন্তের দিকে নির্দেশ করল ক্যাপ উইলিস। প্রথমে জিমের মনে হলো কয়েকটা এন্টিলোপ দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন অভিজ্ঞ চোখের ক্যাপ উইলিসের ইন্ডিয়ানদের চিনতে ভুল হয়নি।

'চেয়েন্নি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে। 'অনেকক্ষণ ধরে দেখছে আমাদের।'

'শিকারি দল?' ভুরু কুঁচকে উঠল জিমের। জবাব না পেয়ে আবার প্রশ্ন কলল, 'কী মনে হয়, ওরা হামলা করবে?'

'বলা যায় না, তবে হিসাব না করে কিছুই করবে না ওরা।'

জিমের হাত আপনাআপনি নেমে গেল স্যাডল গানের দিকে। স্পর্শ করে নিশ্চিত হলো, জায়গা মতই আছে হালকা রাইফেলটা। ওর হেভি ফিফটি আছে একটা ওয়াগনে। পেছনে তাকিয়ে ওগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিশৃঙ্খলভাবে এগোতে দেখে বিরক্ত হলো ও। 'আমি একটু এগিয়ে দেখি গিয়ে। ক্যাপ, তুমি ওয়াগনগুলোকে কাছাকাছি করে এক লাইনে এগোও, যেন দরকার হলে দ্রুত বৃত্ত তৈরি করে ফেলা যায়। আমার মনে হয় ক্রুরা এখনও দেখেনি ইন্ডিয়ানদের।'

পেছনে যাবার জন্য ঘুরতে গিয়েও থেমে গেল উইলিস। 'মনে হয় তোমাকে যেতে হবে না। ওরাই আসছে,' ঢেউয়ের মত উঁচু হয়ে থাকা একটা জায়গার দিকে জিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল সে।

হঠাৎ করেই ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা মাত্র কয়েকজন থেকে পঁচিশ ত্রিশজনে দাঁড়িয়ে গেল। ঢেউয়ের আড়াল থেকে উঠে এসেছে অন্যরা। এদিকেই আসছে। ততক্ষণে ক্রুরাও দেখে ফেলেছে ওদের। উইলিস চিৎকার করে নির্দেশ দিতেই দ্রুত বৃত্ত তৈরি করে ফেলল ওয়াগনগুলো। বাড়তি পশুগুলো বৃত্তের মধ্যে ঠেলে দিয়ে রাইফেল হাতে প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই।

শাইলো প্লাটকে সাথে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে জিমের পাশে এসে দাঁড়াল টেট রিলিঙ। 'ওয়ার পার্টি?' প্রশ্ন করল সে। অনেক কাছে এসে পড়েছে ইন্ডিয়ানদের দল।

'শিকারিই মনে হচ্ছে, দেখা যাক,' বলল জিম। স্ক্যাবার্ড থেকে

প্লাটকে রাইফেল বের করতে দেখে বলল, 'রাইফেল জায়গায় রাখো।' কিন্তু লোকটা গ্রাহ্য করল না দেখে আবার বলল ও, 'কাল রাতে যা বলেছি তা তোমার বেলায়ও প্রযোজ্য, শাইলো! ওরা আক্রমণ না করা পর্যন্ত কিছুই বলব না আমরা।'

তবু তার চোখে অবজ্ঞার দৃষ্টি দেখে রিলিঙ মৃদু গলায় বলল, 'কথা শোনো, শাইলো। গ্যারি আমাদের ওয়াগন মাস্টার।'

অসন্তুষ্ট হয়ে রাইফেল নামাল বটে প্লাট, কিন্তু জিম ঠিক করল এই লোকটার ব্যাপারে টেট রিলিঙের সাথে কথা বলতে হবে পরে।

দুইশো গজ দূরে থেমে পড়ল ইন্ডিয়ানদের দল। নেতা গোছের একজন হাতের অস্ত্র দু'হাতে উঁচু করে ধরে পেছনের যোদ্ধার হাতে দিল। তারপর নিরস্ত্র অবস্থায় একা এগিয়ে আসতে থাকল। কী মনে করে জিমকেই লক্ষ করে এগোল সে। নির্ভীক চোখে দেখল সবাইকে। কুড়ি ফুটের মত দূরত্বে ঘোড়া থামাল লোকটা। হাত দুলিয়ে উত্তর দিক নির্দেশ করল দু'বার।

অর্থ খুবই পরিষ্কার। জিম বুঝল লোকটা বলতে চাইছে—তোমরা চুক্তির সীমারেখা পার হয়ে দক্ষিণে চলে এসেছ, উত্তরে ফিরে যাও। মাথা নাড়ল ও। হাত ঘুরিয়ে একবার ওয়াগনগুলো দেখিয়ে দক্ষিণ দিক নির্দেশ করল।

রাগে জ্বলে উঠল চেয়েন্নি সর্দারের চোখ। আঙুল দিয়ে নিজের বুক আর উত্তরদিক দেখিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করল সে। ক্যাপ উইলিস তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে দ্রুত বলল, 'আমরা ফিরে না গেলে ও ইউ এস ক্যাভালরি ডেকে আনবে বলছে।'

ঝট্ করে রাইফেল তুলল শাইলো প্লাট। 'হারামজাদার ক্যাভালরি ডাঁকা বের করছি আমি।'

পলকে জিমের হাতে দেখা দিল ওর পিস্তল। 'শাইলো!' হ্যামারের ক্লিক্ শব্দ উঠল। থেমে গেল লোকটা, রাইফেল নামিয়ে নিয়ে গোমড়া মুখে ঘোড়া ঘুরিয়ে ওয়াগনের দিকে ছুটল। কিন্তু তার

আগুন ঝরানো দৃষ্টিতে ঘৃণা আর প্রতিহিংসার আগুন ঠিকই দেখতে পেল জিম।

'ওর মাথা পাথরের মত নিরেট,' অপ্রস্তুত স্বরে বলল রিলিঙ।

বিরক্ত হয়ে উঠল জিম। 'আমাদের বোঝাপড়ার শর্ত অনুযায়ী লোকটাকে হয় আমার নির্দেশ মেনে চলতে হবে, না হয় ফিরে যেতে হবে, টেট।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে চেষ্টা করল সে। 'ওকে তোমার নির্দেশমতই চলতে বলব আমি। ওকে আসলে পরে দরকার হবে আমার, তাই নিয়ে আসা।'

ওদের কথাবার্তা শুনছিল সর্দার। প্লাটকে রাইফেল তুলতে দেখে একবার শুধু চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছিল তার। লাগাম ধরা হাতটা খানিক উঁচুতে উঠেওছিল, কিন্তু ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার লক্ষণ দেখা যায়নি তার আচরণে।

জিম এবার উইলিসকে বলল, 'তুমি তো এদের ভাষা কিছু জানো। চীফকে বলো, মিলিটারি ডাকতে হবে না। আমরা চিমারন পার হয়ে আরও দক্ষিণে কোমানচি এলাকায় যাচ্ছি। ওদের কোন ক্ষতি করা বা ওদের এলাকায় শিকার করার জন্যে আসিনি আমরা। বরং কিছু উপহার দিতে চাই আমরা ওদের।'

প্রচুর কসরত করে কথাগুলো তরজমা করল উইলিস। সর্দারের মুখে হাসির আভা দেখে বুঝে নিল জিম, কাজ হয়েছে। উইলিসের বলা শেষে জবাবে কিছু বলল লোকটা। হেসে ইংরেজি করল উইলিস, 'কোমানচি এলাকায় যাচ্ছি শুনে ব্যাটা খুব খুশি। ও বলেছে, ওখানে প্রচুর মোষ আছে। এ এলাকায় মোষ অনেক কমে গেছে, তারপরও মাঝে মাঝে শিকারির দল এসে চুরি চামারি করে শিকার করে যায়। এখন এরা ভাল খেতেও পায় না। খাবার মত কিছু পেলে খুব খুশি হবে ওরা।'

চকিতে একটা চিন্তা খেলে গেল জিমের মাথায়। খাবার?

রোসো! মজাদার খাবারই পাবে। হেসে বলল, 'ঠিক আছে। আমরা যদিও কোন শিকার এখনও করিনি, তবু সর্দারের ইজ্জত রক্ষা করতে কিছু তাকে অবশ্যই দেব।' চাক ওয়াগনের কাছে ফিরে গেল জিম। 'টম, খানিকটা শক্ত দড়ি দাও।'

দড়ি হাতে নিয়ে দু'জন ক্রুকে ডাকল ও। শয়তান খচ্চরটাকে দেখিয়ে বলল, 'হার্নেস খুলে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধো এটাকে। এটার জায়গায় ভাল দেখে আরেকটাকে জুড়ে দাও।'

সম্ভবত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে বদমাশ খচ্চরটা, তাই গলায় দড়ি পরতে প্রবল আপত্তি জানাল, কিন্তু কাজ হলো না। ওটাকে টেনে নিয়ে চলল জিম। অতি চালাকের গলায় শেষমেষ দড়ি দেখে নিজের সব কষ্ট ভুলে গেল টম রিওরডান। হাসল প্রাণ খুলে।

দড়ির মাথা চেয়েন্নি সর্দারের হাতে তুলে দিল জিম। উপাদেয় উপহার পেয়ে লোকটার সব দাঁত বেরিয়ে পড়ল। কোমানচি দেশে ওদের শুভযাত্রা কামনা করে ফিরে চলল সে। ঘাড়ত্যাড়া খচ্চরটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে পেছন পেছন।

চিমারন!

বছরের পর বছর যে নদীর নাম শুনে আসছে জিম গ্যারি, সেই চিমারন আজ ওর চোখের সামনে। সমতলভূমির বুক চিরে ধীরগতিতে বয়ে চলেছে। দুই পারে বহুদূর বিস্তৃত বালুচর। হঠাৎ হঠাৎ বন্যায় দুই তীর ছাপিয়ে বয়ে যাবার চিহ্ন হিসাবে লবণের দাগ রয়েছে মাটিতে। এখন পানি তেমন একটা নেই, শ'তিনেক ফুটের মত চওড়া হবে নদী। তলার লালচে বালির কারণে পানির রঙ লাল দেখাচ্ছে।

গভীর দৃষ্টিতে স্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাপ উইলিস। তার দৃষ্টি পানির নিচে, নদীর তলা দেখছে। 'আগাগোড়া চোরাবালি,' মন্তব্য করল সে।

'জানি আমি। অথচ দেখে মনে হয় পার হতে গেলে পানিতে হাঁটুও ভিজবে না।' চোরাবালির অভিজ্ঞতা জিমের আছে। দূর থেকে দেখতে খটখটে শুকনো জায়গা মনে হবে, অথচ পা দেবার পর কত মোষকে দেখছে ও এর মধ্যে তলিয়ে যেতে। অবোধ পশু, বাঁচার জন্য যত বেশি ধড়ফড় করে, তত তাড়াতাড়ি তলিয়ে যায়। ও শুনেছে, চিমারন নাকি সব চাইতে খারাপ চোরাবালির নদী। অথচ এটা পার হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। চিন্তায় পড়ল জিম।

'চলো, খুঁজে দেখি সুবিধাজনক জায়গা কোথায় পাই।' ওয়াগনগুলোকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে তীর ধরে উইলিসকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলল সে। কয়েকশো গজ দূরে মোষের নদীর পার হবার চিহ্ন দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল। সতর্ক করার জন্য বলল উইলিস, 'মোষের ট্রেইলও কিন্তু ধোঁকা দেয় অনেক সময়।'

'তবুও এখান দিয়েই চেষ্টা করতে চাই আমি।' পানিতে ঘোড়া নামিয়ে দিল জিম। তীর থেকে পনেরো ফুটও যেতে পারেনি, হঠাৎ টের পেল ঘোড়ার পায়ে টান পড়েছে। ওর বে বিপদ বুঝে অস্থির হয়ে উঠলেও ওটাকে থামতে বা পেছনে ফিরতে দিল না জিম। যতটা সম্ভব জোরে ছুটিয়ে নিয়ে চলল। নদীর অর্ধেক যেতেই হাঁপিয়ে পড়ল ওটা, তবু এগিয়ে চলল প্রাণভয়ে। ছোট ছোট পা ফেলে এগোল এবার। অবশেষে নিরাপদেই ওপারে পৌঁছে গেল জিম। শুকনো মাটিতে উঠে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল, ঘোড়াটার বিশ্রাম দরকার। ততক্ষণে ক্যাপ উইলিসও পার হয়ে এসেছে। হাঁপাচ্ছে তার ঘোড়াও।

একটু জিরিয়ে নিয়ে জিম বলল, 'যেরকম হবে ভেবেছিলাম, ততটা খারাপ নয় জায়গাটা। বাড়তি পশুগুলোকে আট-দশবার এপার ওপার করালে তলা অনেক শক্ত হয়ে যাবে। তখন ওয়াগন পার করা কঠিন হবে না।'

ইশারা করতেই ওয়াগনগুলো জায়গামত এসে দাঁড়াল। এরপর বাড়তি ঘোড়া আর খচ্চরগুলোকে পরিকল্পনামত এপার-ওপার করাতে আলগা বালি সরে গিয়ে মোটামুটি শক্ত একটা ট্রেইল তৈরি হয়ে গেল। ডবল ওয়াগনের হিচ খুলে প্রতিবার একটা করে ওয়াগন পার করে আনল ওরা। মাল বোঝাই ভারী চাক ওয়াগন পার করতেও তেমন সমস্যায় পড়তে হলো না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ততক্ষণে। ওয়াগনগুলোকে বৃত্তাকারে সাজিয়ে ক্রুরা ক্যাম্প তৈরির কাজে মন দিল। রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে ডিনার তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল টম রিওরডান। জিম নদীর পারে উঁচুমত ঘাসওয়ালা একটা জায়গা দেখে বসে পড়ল। ওর সামনে দিগন্ত বিস্তৃত অচেনা জগৎ, সাদা মানুষেরা যার খবর রাখে না। কারণ? বিপজ্জনক চিমারন আর কোমানচি!

আর্মিও চলাচল করে না এ অঞ্চলে। সার্ভে ম্যাপে কোন বর্ণনা নেই এদিকের। সোজা দক্ষিণে, শ শ মাইল দূরে সাদা মানুষের বসতি—শহর আছে। পুবে গরু চলাচলের ট্রেইল আছে, টেক্সান কাউবয়রা ওই পথেই লঙহর্ন গরুর পাল নিয়ে বেচতে যায় দূরে দূরে। সেখান থেকে ঘুরপথে কেউ কেউ আবার উত্তরে যায়। পশ্চিমে নিউ মেক্সিকো। পারতপক্ষে এদিক হয়ে সোজা চলাচল করে না কেউ। এ যেন এক নিষিদ্ধ অঞ্চল!

রোমাঞ্চবোধ করল জিম। ও জানে না ব্যবসার উদ্দেশ্য কতটা সফল হবে, কিন্তু সামনের দিনগুলোয় এমন সব জায়গা দিয়ে এগোবে ও, যেগুলো সাদা মানুষদের অদেখা। নতুন আবিষ্কারের উত্তেজনা জাগছে ওর মধ্যে।

ছয়

একটানা এগিয়ে চলেছে জিম। অবাক হয়ে প্রকৃতির শোভা দেখছে। এদিককার সব কিছুই আলাদা মনে হচ্ছে ওর। বিশাল বিশাল সব প্রান্তর। কোন কোনটা ঢেউ খেলানো। ঘাস অবশ্য কানসাসের তুলনায় খাটো, মজবুত আর গাঢ় সবুজ। যেন দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ কার্পেট বিছানো। মোষের উপযুক্ত ঘাস। শীতকালেও মরে না। মোষের প্রচুর ট্রেইল চোখে পড়েছে, মাঝে মধ্যে দু'চারটা মৃত মোষের কঙ্কালও পড়ে আছে। কিন্তু মোষ কোথায়?

চিমারন পেছনে ফেলে আসার পর তিনদিন হয়ে গেল, এখনও দেখা নেই। সবার মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে, আড়ালে-আবডালে নানা মন্তব্য শুরু হয়ে গেছে। গতরাতে রাস্টি নামে জ্যাকসন অ্যান্ড সুইটের প্রাক্তন এক ক্রুকে বলতে শোনা গেছে, 'গ্যারি একটা অপয়া। মোষের ট্রেইল দেখতে পাচ্ছি, এমনকি ওদের কঙ্কালও দেখতে পাচ্ছি, অথচ জ্যান্ত মোষের দেখা নেই। সব ওর গন্ধ পেয়ে ছুটে পালিয়েছে।

'শুনেছি গত ট্রিপে ভাল করতে পারেনি ও। আমরা কাজ করতে এসেছি পয়সার জন্যে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মস্ত ভুল হয়ে গেছে। ওর সাথে থাকলে নতুন দেশ হয়তো দেখা হবে, কিন্তু মোষ শিকার করাও হবে না, পয়সাও চোখে দেখা হবে না।'

কোনমতে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে সরে এসেছে জিম। দল ছেড়ে আজ সারাদিন বুড়ো উইলিসকে নিয়ে বহু দূর দূর ঘুরেছে। সামনের

সমস্ত ক্রীক খুঁজে দেখেছে—মোষের নতুন কোন ট্রেহল খুঁজে পাওয়া যায় কি না। লাভ হয়নি। কয়েকটা এন্টিলোপ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি। সন্ধ্যার দিকে হতাশ হয়ে ওয়াগন ট্রেইল অনুসরণ করে ক্যাম্পে এসেছে ওরা।

রাতে শুয়ে ভাবতে ভাবতে কখন যেন চোখ লেগে গিয়েছিল গ্যারির। উইলিসের কুকুরের গরগর শব্দে ধড়মড় করে উঠতে গেলে কাঁধের ওপর বৃদ্ধের চাপ পড়ল। 'কি হয়েছে, ক্যাপ?'

'মনে হয় ইন্ডিয়ান। পশু চুরি করার মতলবে এসেছে। তুমি উঠো না, আমি দেখছি।'

হঠাৎ গলা চড়িয়ে ডেকে উঠল কুকুরটা। শব্দে ক্রুদের অনেকের ঘুম ভেঙে গেল, শোরগোল করে উঠল তারা। জিমের মনে হলো, এক কি দু'জোড়া ছুটন্ত পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে ও কাছাকাছি। অন্ধকারে দেখতে পেল না কিছুই। খানিকপর থেমে গেল রিপার। 'ভেগে গেছে চোরের দল,' বলল উইলিস।

পরদিন রাতে একঘণ্টার পালা করে ডিউটির ব্যবস্থা করল গ্যারি। প্রতি শিফটে দু'জন করে। অনেক রাতে কাঁধে কারও ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল ওর, চট্ করে উঠে বসল। বোধহয় আজও চোর এসেছে, ভাবল ও। চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে দেখল হাইড হ্যান্ডলার অ্যানসে বারডেন দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বেশ চুপচাপ, মেশে না কারও সাথে। গালে ঘন কালো দাড়ি। 'আমার আগে রাস্টির ডিউটি ছিল,' বলল লোকটা। 'ডিউটি শেষে আমাকে ডেকে দেবার কথা ছিল ওর, কিন্তু ডাকেনি।'

'আরও যে একজনের থাকার কথা, সে কোথায়?'

'রাস্টির বন্ধু ও। সে-ও নেই, দু'জনেই চলে গেছে।'

সবাইকে ঘুম থেকে তুলল জিম। গুণে দেখল তিনজন উধাও। জ্যাকসন অ্যান্ড সুইটের পুরনো কর্মী ওরা সবাই। সন্দেহ হলো খালি হাতে যায়নি ওরা। পশু গুণে দেখা গেল সত্যি, তিনটে ঘোড়া

নেই। নিয়ে গেছে লোকগুলো। এমনিতেই ঘোড়া পর্যাপ্ত নেই, তার ওপর এই কাণ্ড, খেপে উঠল গ্যারি।

ওর চেহারা দেখে উইলিস বলল, 'এখন আর কিছু করার নেই, জিম। ওরা চলে গেছে।'

'কিছু তো করতেই হবে,' ক্ষুব্ধ গলায় বলল ও। 'নইলে অন্য অনেকে এ পথ ধরতে পারে।'

বাকি রাত না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিল জিম। ভোরের আলো ফুটতে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল উইলিসকে। 'ক্যাপ, তোমার চোখ দুটো আমার প্রয়োজন হতে পারে। উঠে পড়ো।'

কুকও জেগে গেছে এরমধ্যে। ওরা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাতে চাপাতে গরম কফি আর এন্টিলোপের মাংস নিয়ে এল সে। খাবার মূড নেই জিমের, কোনরকমে ওসব গলায় চালান করে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়ল সে। উইলিস তার খাবার ধীরে সুস্থেই শেষ করল, তারপর ওর পেছনে ছুটল। কখনও দ্রুত আবার কখনও ধীর গতিতে চলছে জিম। ওর দৃষ্টি তিন পলাতকের ট্রেইল খুঁজে ফিরছে ঘাসের ওপর। খুরের চাপে পিষ্ট হয়ে শুকিয়ে ওঠা ঘাসের ভাঙা ডগা অথবা দুমড়ে-মুচড়ে থাকা দেখে ট্রেইল চিনতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না।

সারা সকাল এ ভাবে ছুটল ওরা। যখন মনে হলো ওদের ধরা সহজ হবে না, তখন গতি কমিয়ে দিল। দুপুর গড়িয়ে গেল। সকালে পেট পুরে না খেয়ে আসার জন্য রাগ হতে লাগল জিমের। খিদে যেন টেনে ধরতে চাইছে। একটানা চলতে চলতে রাগ পড়ে গেল, তার জায়গা করে নিল জেদ। দরকার হলে ওদের ধরতে চিমারন পর্যন্ত যাবে সে।

একসময় স্যাডলব্যাগ থেকে অয়েলস্কিন মোড়ানো একটা বান্ডিলমত বের করল উইলিস। 'ঠাণ্ডা বিস্কিট আর মাংস,' বলল সে। 'খেয়ে নাও। ভাল হয়েছে আমি এসেছি, নইলে না খেয়ে চিৎ

হয়ে মরে পড়ে থাকতে হত তোমাকে।'

দাঁত বের হয়ে গেল জিমের। মনের গুমোট ভাবটা কেটে যেতে শুরু করল। ছোট একটা নালার মত স্রোতের পাশে কিছুক্ষণ বসল ওরা, ঘোড়া দুটোকে পানি খাইয়ে খানিকটা বিশ্রামের সুযোগ করে দিল। তারপর আবার যতটা সম্ভব জোরে ছুটতে শুরু করল। বিকাল নাগাদ উত্তরে কিছু দেখতে পেয়ে বলল ও, 'দেখো তো, ক্যাপ, কি মনে হয় তোমার!'

চোখ সরু করে সেদিকে তাকাল বৃদ্ধ। একটুপর বলল, 'ওরাই। ক্রীকের পাশে বিশ্রাম করছে।'

আড়াল খুঁজল জিম। বেশ খানিকটা পিছিয়ে এসে একটা ঢেউয়ের মত জায়গার এ পাশে গা ঢাকা দিল, এখন আর ওদের দেখতে পাবে না লোকগুলো। পশ্চিমদিকে কোনাকুনি এগিয়ে ক্রীকটা পার হলো ওরা প্রচুর সময় নিয়ে। ঝোপের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে কোয়ারির কাছে থামল। এবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লোকগুলোকে।

'তিনটাই ঘুমোচ্ছে,' ফিসফিস করে বলল বৃদ্ধ। 'মনে হয় একছুটে এই পর্যন্ত এসেছে। ঘোড়া হাঁপিয়ে ওঠায় বাধ্য হয়েছে থামতে।'

ঘোড়া ঝোপের সাথে বাঁধল ওরা। পা টিপে টিপে স্যাডল গান হাতে নিয়ে পানি পার হলো। লোকগুলোর কুড়ি গজের মধ্যে পৌঁছতেই একটা ঘোড়া ওদের দেখতে পেয়ে নাক দিয়ে খর খর আওয়াজ তুলল। অমনি একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেল ধরতে গেল রাস্টি।

'খবরদার!' বাজখাঁই গলায় হেঁকে উঠল গ্যারি। 'ওটার দিকে হাত বাড়িয়ো না, রাস্টি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। তোমরাও।'

অন্য দু'জন ততক্ষণে জেগে গিয়ে একজন আরেকজনকে বিমর্ষ চোখে দেখছে। জিমের উদ্দেশে রাস্টি বলল, 'নিশ্চই ক্যাম্পে

ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের?'

'না। তাহলে সব কাজ মাথায় তুলে তোমাদের পাহারা দিতে ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে।'

'তাহলে তাড়া করে এলে কেন?' বিস্মিত চেহারা হলো তার।

'ঘোড়াগুলো নিতে। ওগুলো আমার।'

শক্ত হয়ে গেল তিনজনই। বারবার শুকনো ঠোঁট চেটে ভেজানোর চেষ্টা করছে রাস্টি। আতঙ্কে গলা চড়ে গেল। 'গ্যারি, তুমি জানো এটা কোমানচি এলাকা। আমাদের এখানে ঘোড়াছাড়া ফেলে রেখে যেতে পারো না তুমি।'

'জানি এবং পারি, দুঃখিত। কিছু করার নেই। তোমরা তোমাদের রাইফেল ফেরত পাবে পরে। চিমারনের অনেক কাছে এসে পড়েছ তোমরা। দিনে লুকিয়ে থেকে রাতে পথ চললে দু'তিন সপ্তার মধ্যেই ডজ সিটিতে পৌঁছে যেতে পারবে।'

রাস্টির চোখে ভীতি দেখা দিল। একবার পড়ে থাকা রাইফেল, আরেকবার জিমের দিকে তাকাল। কিন্তু অস্ত্র হাতে তোলার সাহস সঞ্চয় করতে ব্যর্থ হলো লোকটা।

'ওদের রাইফেল তুলে নাও, ক্যাপ,' বলল জিম। 'কিছুদূর গিয়ে ওগুলো ফেলে রেখে যাব আমরা।'

শূন্য দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল ওরা তিনজন। এই অন্তহীন প্রান্তর ঘোড়ায় চেপে পাড়ি দেয়াই কঠিন, পায়ে হেঁটে যাওয়ার চিন্তা করাও পাগলামি। ওদের চেহারা করুণ হয়ে উঠতে দেখল জিম। চোখে মিনতি নিয়ে রাস্টি বলল, 'এমন জঘন্য আচরণ কোন মানুষের সাথে কেউ করতে পারে না।'

দয়ামায়াহীন কণ্ঠে জবাব দিল জিম, 'ফাঁসিতে ঝোলা নিশ্চই এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্টকর হত তোমাদের জন্যে। ঘোড়া চোরদের ফাঁসিই দেয়া হয়।'

ক্যাপ উইলিস ঘোড়া তিনটে নিয়ে এলে নিজের ঘোড়ায় চাপল

জিম। ওগুলোকে সামনে রেখে দক্ষিণে চলল ওরা সময় নষ্ট না করে। কিছুদূর গিয়ে ওগুলোর স্যাডল থেকে পানির ক্যানটিন আর রসদের ব্যাগ খুলে মাটিতে ফেলে দিল, আরও কিছুদূর গিয়ে ওদের রাইফেলগুলোও। লোকগুলো দৌড়ে আসছে রাইফেলের দিকে। হয়তো গুলি করবে ওদের, কিন্তু জিম জানে, এখন আর তাতে কোন লাভ হবে না। যথেষ্ট দূরে সরে এসেছে ওরা।

হেসে উঠল ক্যাপ উইলিস। 'সারাদিন খুব চিন্তায় ছিলাম ওদের তুমি কি শাস্তি দাও ভেবে। সকালে যে মেজাজ দেখেছি তোমার, মনে হয়েছিল দেখার সাথে সাথে তিনটেকেই গুলি করবে।'

চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল জিমের। 'সকালে গুলি করার মতই খারাপ ছিল আমার মাথা।'

ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা দু'জন। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে তার অনেক আগে। পাহারাদার দু'জন আর আর টেট রিলিঙ ছাড়া কেউ জেগে নেই। মৃদু আগুন জ্বলছে, কফিপট চাপানো আছে তার ওপর। কফি খেতে খেতে চুপচাপ ওদের লক্ষ করছে রিলিঙ।

ঘোড়াগুলো জায়গামত ছেড়ে দিয়ে কম্বল মুড়ি দেয়া মাথা গুণে দেখল জিম, নিশ্চিন্ত হলো আর কেউ ভাগেনি দেখে। আগুনের পাশে বসে কফি ঢেলে নিয়ে পান করতে শুরু করল ও, উইলিসও কফি নিল। কিছুটা সময় নিয়ে মুখ খুলল রিলিঙ। 'মানুষ নয়, ঘোড়া ফিরিয়ে আনলে তুমি,' মন্তব্য করল সে।

'ওরা আর আসবে না।'

ভুরু উঁচু হয়ে গেল লোকটার, দৃষ্টি জিমের অস্ত্রের ওপর। ব্যাপারটা লক্ষ করে বলল জিম, 'গুলি করিনি আমি ওদেরকে। তবে হেঁটে ডজ সিটি পর্যন্ত যাবার কষ্টে ওদের মনে হতে পারে এর চেয়ে গুলি খেয়ে মরাই বুঝি ভাল ছিল।'

কফির তলানি ঘাসের ওপর ঢেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রিলিঙ।

কেমন যেন রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে, তারপর ঘুরে নিজের টেন্টের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'তোমার মন খুব নরম, গ্যারি। আমি হলে ওদের জ্যান্ত রেখে ফিরতাম না।'

অন্ধকারে ওর চলে যাওয়া দেখল উইলিস। 'ব্যাটার চোখ বলছে ও তা করতই।'

আপনমনে মাথা দোলাল গ্যারি। সেদিন রাতে ডজ সিটির সেলুনে ওকে উদ্ধার করার সময় লোকটার চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখেছে ও। অদ্ভুত চরিত্র মানুষটার, মনে হলো ওর, অট্টহাসিতে ভেঙে পড়তে পড়তেও ফস্ করে জ্বলে ওঠে।

সকালে নাস্তার সময় ক্যাম্পের আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন টের পেল গ্যারি। সামনাসামনি প্রতিবাদ করল না কেউ, কিন্তু কেমন যেন বিদ্রোহ বিদ্রোহ ভাব সবার আচরণে। ক্যাপ উইলিস আর ফার্গ ড্যানি বাদে অবশ্য। লোকগুলোকে ওভাবে ছেড়ে রেখে আসাটা পছন্দ করেনি কেউ।

সিদ্ধান্ত নিল গ্যারি, যাই ঘটুক না কেন, ক্যাম্প বা ওয়াগন ছেড়ে কোন অবস্থায়ই আর দূরে যাবে না ও। দৃষ্টির আড়াল হওয়ার সাথে সাথে সবাই ওর গাধা-ঘোড়া, গোলা-বারুদ নিয়ে কেটে পড়বে হয়তো তাহলে। ফিরে যাবে উত্তরে।

'ক্যাপ! এতদিন টেক্সাসের উত্তর অংশে মোষ খোঁজার চেষ্টা করেছি। এখন ঠিক করেছি ক্যানাডিয়ান পার হয়ে দক্ষিণে যাব। প্রয়োজনে রিও গ্রান্ডি পর্যন্ত যাব, তবু মোষ খুঁজে বের করবই আমি।'

ওয়াগন চোখের আড়াল না করে যতটা সম্ভব আগে আগে চলল জিম। চিমারন পার হবার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ক্যানাডিয়ানও নিরাপদে পেরিয়ে এল ওরা। পশ্চিমে কিছুটা সরে দক্ষিণে চলল।

দিন যায় রাত আসে, জিমের চোখে ঘুম নেই। কাউকেই এখন বিশ্বাস হয় না ওর। দুর্বল হয়ে আসছে শরীর, চোখের নিচে কালি

জমেছে। তবুও ক্রুদের ওপর নজর রেখে মোষের সন্ধান করে ফিরছে সে।

এর মধ্যে ক্যাম্পে পোকার খেলা চালু করে দিয়েছে জো শটেন নামে খাটো, মোটা এক স্কিনার। ঝগড়াটে স্বভাব হলেও পোকারে ওস্তাদ সে। খেলতে বসলে জিতবেই। মুখ দেখেই প্রতিপক্ষের হাত বুঝে নিতে পারে সে। জিমের ধারণা লোকটার পকেট খুঁজলে শুধু পাওনার হিসাব পাওয়া যাবে। তারপরও খেলা চলে গভীর রাত পর্যন্ত। জুয়াড়ীর সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। নতুন আরেক ঝামেলা পাকিয়ে ওঠার লক্ষণ এটা। কিন্তু জিম কিছুই করতে পারছে না। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ক্যাপ উইলিস পর্যন্ত গলা বাড়িয়ে খেলায় উঁকি দিতে শুরু করেছে ইদানীং।

এই পরিস্থিতিতে একদিন আধামাইল দূর থেকে চিৎকার করতে করতে ক্যাপ উইলিসকে তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখল জিম। প্রায় দুপুর তখন। সে আর জিম সকালে বেরিয়েছে মোষের সন্ধানে, ওয়াগনগুলোর আগে আগে এগোচ্ছে। ক্যাপ বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। তার অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেল জিম। মনে হলো বোধহয় কোমানচিদের ধাওয়া খেয়ে ছুটে আসছে বৃদ্ধ। চিৎকার করে ক্রুদেরকে সতর্ক হতে বলল ও। রাইফেল নিয়ে স্যাডলে তৈরি হয়ে বসল নিজে।

কাছে এসে পড়েছে ক্যাপ। হাঁপাচ্ছে। উত্তেজনায় চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে। কোনমতে বলল সে, 'পেয়ে গেছি, জিম! পেয়ে গেছি ওদের।' জিমের একদম সামনে এসে লাগাম টানল ঘোড়ার। লাল দাড়িভর্তি মুখের মাড়িসুদ্ধ দাঁত সব বেরিয়ে পড়েছে হাসিতে। 'লাখে লাখে, জিম, লাখে লাখে মোষ!' মাথা ফিরিয়ে থুতনি উঁচিয়ে বলল, 'ওই পাহাড়গুলোর ওপাশের ভ্যালিতে। জিম, আমরা মোষ পেয়ে গেছি!'

চোখের পলকে কথা ছড়িয়ে গেল সবার মধ্যে।

সাত

অগুনতি মোষ। নানা বয়সের, নানা আকারের। ক্যাপ উইলিসের পাশে স্যাডলে বসে হাঁ করে তাকিয়ে আছে জিম দিগন্ত বিস্তৃত ভ্যালি বোঝাই মোষের দিকে। বাচ্চাগুলোর জন্মাবার সময়কার লালচে পশম ঝরে হালকা ধূসর পশম গজিয়ে উঠছে। আট-দশটা থেকে পঁচিশ-পঞ্চাশটা পর্যন্ত এক একটা দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব। ঘাসে পেট বোঝাই।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্রুরাও দেখছে। একসাথে এত মোষ জীবনে এই প্রথম দেখল ওরা। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এমনকি মুখ গোমড়া অ্যানসে বারডেনও হাসছে আজ। কয়েকটা মোষকে দেখা গেল একটা বাফেলো ওয়ালোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে আর তীক্ষ্ণ শিং দিয়ে শরীরে বালি ছিটাচ্ছে। ডাস পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে ওরা। গৃহযুদ্ধের আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ল গ্যারির, এ দৃশ্য তখন আরকানসর প্রেইরিতে সবসময়ই দেখা যেত।

সেই পরিচিত দৃশ্য দেখে রক্ত নেচে উঠল জিমের। দ্রুত কল্পনা থেকে বাস্তবে ফিরে এল। সৌভাগ্যকে বরণ করার প্রস্তুতি নিতে হবে। 'তোমরা এখানেই থাকো। মন ভরে দেখে নাও ওদের,' হাসিমুখে বলল সে। 'আমি আর ক্যাপ ক্যাম্প করার জায়গা ঠিক করে আসি।'

ক্রীকটা উত্তরে বয়ে চলেছে। সামনে কোথাও গিয়ে ক্যানাডিয়ানে পড়েছে হয়তো। ওটার দক্ষিণ মাথার দিকে চলল

দু'জনে। পানির কাছে মোষগুলো ছোটাছুটি করছে, মানুষ দেখেও ওদের মধ্যে ঘাবড়াবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 'আমাদেরকে দেখেও ছুটে পালাচ্ছে না, তার মানে রাইডারের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নেই ওদের,' বলল বৃদ্ধ।

'খুব ভাল লক্ষণ, ক্যাপ। অর্থাৎ এ এলাকায় শিকার করে না ইন্ডিয়ানরা,' বলল জিম।

হঠাৎ বন্যায় পানি কূল ছাপিয়ে উঠতে পারবে না, ক্রীকের পাড়ে এমন একটা উঁচু জায়গা ক্যাম্পিঙের জন্য ঠিক করল জিম। প্রচুর ছোট বড় কটন উড গাছ আছে ওখানটায়। দুপুরের চামড়া পোড়ানো রোদে কাজ করার হাত থেকে রক্ষা পাবে হাইড হ্যান্ডলাররা। পানিও কাছেই মজুত আছে। 'ক্যাপ, ওয়াগন নিয়ে আসতে বলো। আমি এদিকে মোষের তাজা মাংসের ব্যবস্থা করছি।'

দ্রুত ক্যাম্প তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ক্রুর দল। ছোট-ছোট গাছ কেটে ঘেরাও করে কোরাল, চামড়া পরিষ্কার করে রোদে শুকানোর জায়গা, ক্যাম্পের চার পাশে বেড়া তৈরিসহ সমস্ত কাজ বেশ উৎসাহের সাথে করে চলেছে সবাই। ছোটাছুটি করে আদেশ-নির্দেশ দিয়ে চলেছে জিম। আজ ক্যাম্পে কোন বিদ্রোহ বা অবাধ্যতার আভাসও নেই। ওর প্রতিটি নির্দেশ হাসিমুখে পালন করছে সবাই।

সন্ধ্যা হতে বেশি বাকি নেই। কাজের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট জিম। যদি কিছু বাকি থাকে, ভোরে সেরে ফেলা যাবে। ওর শিকার করা মোষের মাংস নিয়ে আসছে ফার্গ ড্যানি। কেউ একজন শুকনো ডালপালা কেটে নিয়ে আসছে জ্বালানির জন্য। রান্নার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ওদিকে ব্যস্ত টম রিওরডান। ছোটাছুটির ফাঁকে তাকে সাহায্য করছে উইলিস।

অন্ধকার হয়ে আসছে। কাজ শেষ করে হাসি-ঠাট্টায় মেতে

উঠল ক্রুরা। হেঁড়ে গলায় গানের সুর ভাঁজার চেষ্টা করছে কেউ, অন্যরা উৎসাহ দিচ্ছে তাকে। রাতের খাবার তৈরি হতে কিছুটা সময় লাগবে, তাই বেডরোলে পিঠ ঠেকিয়ে ঘাসের ওপর আধশোয়া হয়ে বসল জিম। মন আজ হাল্কা। এখন আর পালাবে না কেউ, বিদ্রোহী হবার চেষ্টাও করবে না। কাজ নিয়ে মেতে থাকবে যতদিন শিকার চলবে। অতএব নজরদারি করার দরকার নেই। কয়েকদিন না ঘুমিয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত জিম এবার একটু ঘুমিয়ে নিতে পারবে।

গরম লেগে ওঠায় ঘুম ভেঙে গেল ওর। মুখের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। সূর্য বেশ ওপরে উঠে এসেছে। ব্রেকফাস্ট সেরে গতকালের অসমাপ্ত কাজ সারছে ক্রুরা। ওকে উঠে বসতে দেখে তদারকিতে ব্যস্ত উইলিস হাসিমুখে এগিয়ে এল। 'ঘুম ভেঙেছে তাহলে, ছোকরা! রাতে খাবার জন্য এত ডাকলাম, উঠলেই না। পরে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছি।'

শরীরের শ্রান্তি অনেকখানি দূর হয়ে গেছে ওর। ঝরঝরে লাগছে নিজেকে। কৃতজ্ঞতার সুরে বৃদ্ধকে বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকে, ক্যাপ। কাজ তো দেখছি শেষ করেই ফেলেছ প্রায়।'

প্রশংসা গায়ে মাখল না বৃদ্ধ। 'শেষ যে করতেই হবে। তোমার আশায় বসে থাকলে কখন এসব সারব আর কখন আসল কাজে হাত লাগাব! তুমি তো ছোকরা মাথা গরম করে অসময়েই হাঁপিয়ে পড়েছ। চেহারার যা দশা, কি মনে হয়, পারবে উঠতে?'

ঘাড় এদিক-ওদিক করল জিম। 'পিঠ আর ঘাড়ে কিছুটা ব্যথা আছে, ও ঠিক হয়ে যাবে সব। তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমি।'

ওর জন্য যত্ন করে তৈরি মোষের চর্বিদার কুঁজের প্লেট ভর্তি স্টেক নিয়ে এল টম। সাথে গরম কফি। জিমের মনে হলো জীবনেও এত ভাল খাবার খায়নি ও। দীর্ঘদিন পর আজ শেভ করে যথেষ্ট চাঙাবোধ হলো। নাস্তা শেষ করে বাফেলো রাইফেল নিয়ে উঠল

জিম। টেট রিলিঙ এগিয়ে এল ওর দিকে। 'শিকারে নেমে পড়তে চাই আমি। তুমি যাবে আজকে, গ্যারি?'

'অবশ্যই! দক্ষিণে শুরু করতে চাই আমি। তুমি উত্তরে ক্রীকের আশেপাশে থেকো। তাহলে মুখোমুখি পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না আমাদের।' ওর হাতেও নিজের মত শার্পস বিগ ফিফটি দেখে বলল, 'আমাদের রাইফেলের আওয়াজের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, টেট। যাতে অন্যরকম গুলির শব্দ কানে গেলে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারি।'

'ভাল বলেছ, গ্যারি। আমার শিকার সাধারণত আমিই করব। তবে স্কিনাররা যদি ওদের কাজ তাড়াতাড়ি সারতে পারে, তাহলে শাইলো প্লাটও মাঝে মাঝে আমার সাথে হাত লাগাবে,' বলল রিলিঙ।

'আমার সাথেও ক্যাপ উইলিস থাকবে। চলো বেরিয়ে পড়ি। বেলা হয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চই ওঁরা চরে বেড়ানো শুরু করে দিয়েছে।' উইলিসের রাইফেল দেখে বলল জিম, 'শার্পস ফরটিফাইভ! সে কি, তোমার বিগ ফিফটি কোথায়, ক্যাপ?'

লজ্জিত হয়ে হাসল বৃদ্ধ। 'পোকার টেবিলে গেছে। অবশ্য এটাই বা কম কিসে? চৌদ্দ পাউন্ড ওজন। একটু কাছাকাছি রেঞ্জে গুলি করতে হবে, এই যা। এখন চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

চারটে করে খচ্চর জুড়ে দুটো ওয়াগন পেছন পেছন আসছে ওদের। দুটো খচ্চরই যথেষ্ট ছিল, তবু সাবধান থাকা ভাল। প্রয়োজনে দুটোর চাইতে চারটে খচ্চর জোরে ছুটতে পারবে। স্কিনাররা তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে ফার্গ ড্যানির নেতৃত্বে বসে আছে ওয়াগন দুটোয়।

দক্ষিণে মাইল দুই এগিয়ে শ'খানেক মোষের বিচ্ছিন্ন একটা পাল দেখে ওটাকেই প্রথম লক্ষ্য বানানোর সিদ্ধান্ত নিল জিম। ওয়াগন দুটোকে অপেক্ষা করতে বলে উইলিসকে নিয়ে এগিয়ে

চলল। পেট ভরা নাদুস-নুদুস মোষগুলোর বেশিরভাগই বাতাসের দিকে নাক বাড়িয়ে শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। দু'চারটে হাঁটা হাঁটি করে ঘাস খাচ্ছে। কাছে পৌঁছে ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। বাতাস মোষের দিক থেকে এদিকে আসায় ওদের গন্ধ নাকে পৌঁছবে না পশুগুলোর। তবে অলসভাবে মাথা ঘুরিয়ে এদিক দেখতে থাকা কয়েকটা ওদের ঠিকই দেখে ফেলল। কিন্তু সরে যাওয়া বা পালানোর চেষ্টা করল না।

জিমের ধারণা মোষের দৃষ্টিশক্তি খুব দুর্বল, খুব কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত দেখতে পায় না। ওগুলোর দুশো গজের মধ্যে পৌঁছে থামতে বলল উইলিস। 'আর এগোনোর দরকার নেই। কয়েকটার কান খাড়া হয়ে উঠেছে, দেখো। যা করার এখান থেকেই করতে হবে। গুলি কয়েকটা বেশি খরচ হবে, এই যা।'

সায় দিয়ে ডানে একটু সরে বসল জিম। কোটের পকেট থেকে প্রচুর কার্ট্রিজ বের করে ঘাসের ওপর বিছিয়ে রাখল। কোমরের বেল্টও খুলে সামনে রাখল, ওটার সবগুলো লূপে কার্ট্রিজ। গুলি রিলোড করতে এখন আর সময় নষ্ট হবে না। রাইফেলের সাইট ঠিক করে নিল জিম। সন্তুষ্ট হয়ে তাকাল বৃদ্ধের দিকে। 'রেডি?'

নড করল উইলিস। মোটা তাজা একটা মাদী মোষের দিকে লক্ষ্যস্থির করল জিম। কিছুটা সন্দিহান হয়ে উঠেছে মোষটা, বাতাসে নাক তুলে কিছু বোঝার চেষ্টা করছে আর এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাচ্ছে। উত্তেজনা বাড়ছে জিমের। ব্রীচে কার্ট্রিজ পুরে দম বন্ধ করে ধীরে ধীরে ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়িয়ে চলল ও। প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে উঠল শার্পস বিগ ফিফটি। ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল জিম। গুলিটা ঠিক জায়গায় না লেগে মোষটার চোয়াল গুঁড়ো করে দিয়েছে। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে ওটা, রক্তাক্ত মাথা দুলছে, এখনই ছুটবে ওটা পাগলের মত। দেখাদেখি ভড়কে গিয়ে অন্যগুলোও অনুসরণ করবে ওটাকে।

এমনিতেই গুলির শব্দে ঘাবড়ে গেছে ওগুলো। শুয়ে থাকাগুলোও উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করছে। বাতাসের গতিবেগ আন্দাজ করে নিয়ে আবার ট্রিগার টিপল জিম। এবার লেগেছে ঠিক জায়গায়। ঘাড়ের ঠিক পেছনটায় ঢুকেছে বুলেট। পেছনের পা ভাঁজ হয়ে বসে পড়ছে মোষটা, মাথা দোলাচ্ছে পাগলের মত। একটুপরই পড়ে গেল হুড়মুড় করে। দু'একবার পা ছুঁড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

গুলি করল ক্যাপ উইলিস। একটা মোষ পা বাড়াতে গিয়েই পড়ে গেল, শেষ হয়ে গেল কয়েকমুহূর্তেই। ব্যারেল ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বিরতি দিয়ে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গুলি করে চলেছে ওরা দু'জন। প্রায় প্রতিটা বুলেটে একটা করে শিকার করছে।

দ্রুত কমে আসছে জীবন্ত মোষের সংখ্যা। ব্যাপার বুঝে উঠতে পারছে না ওরা। কোন শত্রু দেখতে পাচ্ছে না, বাতাসেও অপরিচিত কোন ঘ্রাণ নেই। বিরক্ত মনে অনেকগুলো আবার শুয়ে পড়ে জাবর কাটতে মন দিল। গুলির শব্দে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

'উল্টো বাতাস খুব উপকার করছে হে ছোক্‌রা,' চাপাস্বরে বলল উইলিস। 'ওদের নাকে রক্তের গন্ধ পৌঁছার আগেই উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

একটানা দু'ঘণ্টারও বেশি চলল মোষ শিকার। পাত্‌লা হয়ে এল পালটা। হঠাৎ কেমন করে যেন বৃদ্ধ একটা মোষ রক্তের গন্ধ পেয়ে গেল, উঠে দাঁড়িয়েই ছুটতে শুরু করল ওটা, দেখাদেখি বাকিগুলোও। যতগুলো পারল ওই অবস্থায়ই গুলি করে মারল ওরা। অন্যগুলো পালিয়ে গেল উত্তরে ক্রীকের দিকে।

'ধাওয়া করবে নাকি, জিম?' প্রশ্ন করল উইলিস।

'দরকার নেই। প্রথম দিনের জন্য আমার মনে হয় শিকার বেশিই হয়ে গেছে। ফার্গ ড্যানিদের আজ বেশ খাটতে হবে।'

পড়ে থাকা মোষগুলোর দিকে এগোল ওরা। তখনও নড়ছে এমন দু'চারটাকে খুঁজে খুঁজে পিস্তল দিয়ে স্তব্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ পর হাত তুলে ডাকল জিম দূরে দাঁড়িয়ে থাকা স্কিনারদের। মহা উল্লাসে ওয়াগন হাঁকিয়ে এসে কাজে লেগে পড়ল লোকগুলো।

সরে গিয়ে পশ্চিমের ছোট পাহাড়টায় চড়ে বসল জিম আর উইলিস। এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গুলির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ইন্ডিয়ানের দল এগিয়ে এলে দেখতে পেয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে পড়ার সুযোগ পাবে ওরা।

নিচে কাজ করছে স্কিনাররা। প্রথমে মৃত পশুর চার পা থেকে চামড়া খসিয়ে নিচ্ছে ওরা; তারপর গলা থেকে শুরু করে তল পেট পর্যন্ত মাঝখান থেকে লম্বা করে ফেড়ে ফেলছে। ফাড়া জায়গার ধার বরাবর নির্দিষ্ট দূরত্বে কয়েকটা ছিদ্র করে সেখান দিয়ে মজবুত দড়ি ঢুকিয়ে খচ্চরের ঘাড়ের কাছে বাঁধা হুকে আটকে দিচ্ছে, খচ্চরের টানে চড়চড় করে দ্রুত খসে আসছে চামড়া। স্কিনাররা তখন শুধু দেহটাকে প্রয়োজন মত চিত কিংবা কাত করে দেয়। এভাবে খুবই অল্পসময়ে একটা মোষের চামড়া নিখুঁতভাবে ছাড়ানো সম্ভব।

কাজ দেখতে দেখতে গম্ভীর গলায় বলে উঠল উইলিস, 'খুব অমানুষিক কাজ, বড় শক্ত কলজে দরকার একাজ করতে।'

'তাই,' সায় দিল গ্যারি। 'এমন কাজ আর ভাল লাগে না, ক্যাপ। যত তাড়াতাড়ি পারি অন্য কোন পেশায় চলে যাব। বিশ্বাস করো, ঈশ্বরের দেয়া এই সম্পদের শোভা দেখতে পাওয়ার জন্য প্রাণ ছটফট করছিল আমার। আর আজ সেই শোভাকেই ধ্বংস করতে লেগে পড়েছি। এ দৃশ্য কত যে কষ্টকর আমার জন্য, তোমাকে বোঝাতে পারব না।'

'এও এক জ্বালা,' একটুপর বলে উঠল উইলিস। 'তুমি আর আমি যদি এদের শিকার করা ছেড়ে দিই, আর কেউ করবে। এসব যখন শেষ হয়ে যাবে একদিন, তখন মানুষ অন্য কিছুর দিকে

ঝুঁকবে। আমার কথাই ধরো না, ছোটবেলায় যখন পুবে ছিলাম, তখন ইন্ডিয়ানদের এড়িয়ে বীভার ধরতাম ফাঁদ পেতে। সেগুলোর লম্বা লম্বা মোলায়েম লোমে ঢাকা মসৃণ চামড়ার টুপি পরা ছিল পুবের ধনীদের ফ্যাশন। সেই বীভার যখন শেষ হয়ে গেল, পাড়ি দিলাম পশ্চিমে। কিছুদিন ইমিগ্র্যান্টদের গাইড হিসেবে এ ট্রেইল ও ট্রেইলে ঘুরেছি। ইন্ডিয়ানদের ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘপথ পার করে দিয়েছি তাদের। এই করতে গিয়েই একদিন দুর্গম, বিপদ-সঙ্কুল ফ্রন্টিয়ার চিনে ফেললাম আমি।

'আস্তানা গাড়লাম ডজ সিটিতে। অন্যদের দেখাদেখি শুরু করলাম মোষ শিকার। আর আজ তোমার সাথে এখানে। এগুলো শেষ হয়ে গেলে দেখবে মানুষ ঠিকই অন্য কিছুতে ঝুঁকে পড়বে। খাবারের অভাবে ইন্ডিয়ানরা তখন সরে যেতে বাধ্য হবে সমতলভূমি ছেড়ে। তখন হয়তো উদ্যোগী মানুষের বসতি হবে এসব জায়গায়। কৃষি, গরুর ফার্ম, র‍্যাঞ্চ গড়ে উঠেবে, পত্তন হবে নতুন নতুন সভ্যতার। রেল বসবে, দূর দূরান্তের সাথে ব্যবসা চলবে—কিন্তু সেখানে আমার জায়গা কোথায়, জিম?' বিষণ্ন চেহারায় দূরে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধ।

তার কাঁধে হাত রাখল জিম। 'তোমার মত আমারও একইরকম মনে হয়, ক্যাপ। আমিও চাইব কোন খামার, র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলতে। তখন আমার সাথেই থাকবে তুমি। আমরা দু'জনে সেই সভ্যতার গোড়াপত্তন করব।'

উদাস হয়ে উঠল বৃদ্ধের দৃষ্টি। 'সেই সভ্যতার জগতে তোমারই কোন জায়গা থাকবে কি না, তাই বা কে জানে?'

আট

কাজ এগিয়ে চলেছে। রোজ সকালে নাস্তার পর স্কিনারদের নিয়ে বেরোয় জিম আর উইলিস। ফেরে যখন সন্ধ্যা হয় হয়। ওয়াগন ফিরে আসার সাথে সাথে হাইড হ্যান্ডলাররা রক্ত-মাংস লেগে থাকা কাঁচা চামড়া নামিয়ে নেয়। পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ঘাসের ওপর বিছায় সেগুলোকে, তারওপর বিষাক্ত পদার্থ ছিটিয়ে দেয় যাতে ক্ষতিকর কীট ওগুলো নষ্ট করতে না পারে। এরপর চামড়া চিৎ করে টান্ টান্ রেখে তিন থেকে ছয়দিন পর্যন্ত কড়া রোদে শুকানো হয়, পরে আবার উল্টে দেয়া হয় দু'একদিনের জন্য। সবশেষে কিওর করে গুণে গুণে বান্ডিল বানিয়ে ওয়াগনে তোলা হয় ওগুলো।

নিয়মমাফিক এগিয়ে চলেছে সব কাজ। ক্রীকের পার ঘেঁষে দুশো গজমত চামড়া শুকানোর লম্বা জায়গাটা কখনও খালি থাকেনি, বরং কখনও কখনও জায়গা বাড়াতে হয়েছে। সন্ধ্যার সময় কাজ দেখতে দেখতে সন্তুষ্ট মনে বলে উঠল জিম, 'ভালই চলছে, কি বলো, ক্যাপ?'

'হ্যাঁ। আর কিছুদিন আগে শুরু করতে পারলে হাইড ট্রেন এতদিনে প্রায় ভরে যেত। এখনও মনে হয় এভাবে চললে ক্রিসমাসের আগেই ডজ সিটিতে ফিরে যেতে পারব আমরা।'

অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল জিম। 'সে কি! তুমিও ডজ সিটির কথা ভাবছ?'

হাসল বৃদ্ধ। 'এই আরেক জ্বালা। যতবার বেরোই, প্রতিজ্ঞা করি আর ফিরব না ওই হতচ্ছাড়া শহরে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সব প্রতিজ্ঞা ভেসে যায়। মনে হতে থাকে ওখানে না ফিরলে বাঁচব না।'

কি বলবে জিম? নিজেরও তো একই দশা। কিন্তু এবার প্রতিজ্ঞা করেই বেরিয়েছে ও, ডজ সিটিতে ফিরবে যথেষ্ট সঞ্চয় নিয়ে। যা হবে ওর নতুন ভবিষ্যতের পুঁজি। টেট রিলিঙ ফিরে আসছে। তার ক্রুরা বোঝাই ওয়াগন থেকে কাঁচা চামড়া নামিয়ে নিচ্ছে। জিমকে দেখে এগিয়ে এল সে। কিন্তু চেহারায় মহা বিরক্তির ছাপ। লোকদের কাজের দিকে ফিরেও দেখল না একবার, বারবার শুধু নিজের রক্ত মাখা প্যান্ট দেখছে।

হাসল জিম। 'ও খুব ভাল শিকারি, ক্যাপ। মাথা কিছুটা গরম, তবে হাত পাকা।'

'তা ঠিক, তবে গুলি করার সময় বাছবিচার করে না। শিকারের সময় ওকে একদিন আমি দেখেছি, জিম। কেমন যেন ঘোর লাগা দৃষ্টি লোকটার, নেশা নেশা ভাব। দাঁড়িয়ে শিকারের পর যখন জীবিত মোষগুলো টের পেয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে, তখন আবার ঘোড়ায় চড়ে ধাওয়া করে মারে। ওর জন্যই আজকাল পশুগুলো সতর্ক হয়ে উঠেছে। কাছে পৌঁছানোই কষ্টকর হয়ে পড়েছে।'

কাছে এসে দাঁড়াল রিলিঙ। সবার মধ্যে সে-ই এখনও পর্যন্ত প্রতিদিন শেভ করে আর কাপড় পাল্টায়। 'কি ব্যাপার, মেজাজ খারাপ কেন, টেট? শিকার তো দেখছি ভালই হয়েছে,' বলল জিম।

'আর ভাল, দেখেছ কাপড়ের কি দশা হয়েছে?' বলল সে। 'এই অসভ্য কাজ থেকে কবে যে ছুটি মিলবে, কবে যে কোন ভাল শহরে উন্নত কোন্ কাজ নিয়ে বসতে পারব! একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে জংলী মোষের পেছনে ছুটতে ছুটতে।'

'তোমার মত সফল শিকারির মুখে এ কী বেমানান কথা শুনছি, টেট?'

'পয়সা, গ্যারি। শুধু পয়সার জন্যই এ কাজ করছি আমি। পয়সা বানানোর অন্য কোন ভাল সুযোগ এলে আমার অন্য চেহারা দেখবে তুমি।' নিজের টেন্টের দিকে চলে গেল সে।

বিশেষ কোন ঝামেলা ছাড়াই কেটে গেল কয়েক সপ্তা। তবে ইদানীং পোকার খেলার উপদ্রব আবার চেপে বসেছে। রাতের খাবারের পর পরই জো শটেন ক্যাম্পের এক কোণায় জোরে জোরে তাস শাফল্ করতে শুরু করে, গভীর রাত পর্যন্ত চলে খেলা। ফলাফল আগের মতই তার পক্ষে। নতুন করে তার পকেটে জমা হচ্ছে ক্রুদের ধারের নোট। জিম বুঝতে পারছে, যে কোনদিন বড় ধরনের কোন অঘটনের জন্ম দিয়ে ছাড়বে এ জুয়োর আড্ডা।

টেট রিলিঙের সঙ্গী শাইলো প্লাটও এর সাথে জড়িয়ে পড়েছে। তারও অনেক ধারের নোট জমা হয়েছে জো শটেনের পকেটে। লোকটার মেজাজ মর্জি আজকাল খিঁচড়ে থাকছে তাই। একদিন সন্ধ্যার পর ওয়াগনের হাবে আলকাতরা মাখাচ্ছে ক্যাপ উইলিস, অভ্যাসমত তামাক পুরে রেখেছে সে মুখে, যখন-তখন পিক ফেলছে এদিক-ওদিক। হঠাৎ বেখেয়ালে ছোঁড়া একদলা পিক গিয়ে পড়ল পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে থাকা প্লাটের বুটের ওপর। আগে থেকেই ওর ওপর পুরু হয়ে জমে আছে রক্ত, চর্বি আর ধুলো বালি। কিন্তু তাতে কি! ঝাল ঝাড়ার একটা সুযোগ পেয়ে গেল পাষণ্ড লোকটা।

বৃদ্ধের কাঁধ চেপে ধরে তাকে নিজের দিকে ঘোরাল সে। এরপর দাড়ি মুঠো করে ধরে সজোরে টেনে তাকে প্রায় উঁচু করে ফেলল। তীব্র যন্ত্রণায় চোখে পানি চলে এল উইলিসের। দূর থেকে ব্যাপার লক্ষ করে ছুটে আসতে গেল জিম, কিন্তু ততক্ষণে নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছে বৃদ্ধ। প্রাথমিক বিস্ময় কেটে যেতেই ভারী ভুট পরা বাঁ পা তুলে লোকটার ডান পায়ের নালি বরাবর কষে এক লাথি মারল সে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে দাড়ি ছেড়ে নিচু হয়ে পা

ডলতে গেল লোকটা, সাথে সাথে প্রচণ্ড শক্তিতে হাঁটু দিয়ে ওর দু'পায়ের সংযোগে মারল উইলিস। 'হুক্' করে আছড়ে পড়ল সে, মাটিতে গড়াগড়ি করে ব্যথা সামলানোর চেষ্টা করতে লাগল। সুযোগ পেয়ে আলকাতরা মাখানোর ব্রাশ দিয়ে তার মুখের ওপর কষে কয়েকটা বাড়ি মারল এবার বুড়ো। ততক্ষণে চারপাশে ভিড় জমে গেছে ক্রুদের। প্লাটের আলকাতরা মাখা কিম্ভূত চেহারা দেখে হাসি চেপে রাখতে পারল না কেউ।

নিজের দুরবস্থা টের পেতে দেরি হলো না লোকটার। ধোলাই খেয়ে মগজ খোলতাই হয়ে গেছে। সরে পড়াই আপাতত উপযুক্ত মনে করল সে। কিন্তু যাবার আগে এমন এক দৃষ্টিতে তাকাল বৃদ্ধের দিকে, যার অর্থ বুঝতে কষ্ট হলো না জিমের। বৃদ্ধকে সাবধান করে দিল ও। সেই সাথে টেট রিলিঙকে ব্যাপারটা জানাবার সিদ্ধান্ত নিল।

ঘটনা শুনে কিছুটা গম্ভীর গলায় বলল রিলিঙ, 'কিন্তু ওকে আমি ছাড়তে পারব না, গ্যারি। কিছু কাজ আছে যা ওকে ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারি না। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এরকম বাড়াবাড়ি ভবিষ্যতে ও করবে না। কাল ওকে দিয়ে কিছু শিকার করালেই ভেতরের রাগ পানি হয়ে যাবে।'

গ্যারি এরপর জো শটেনকে একপাশে ডেকে কড়া গলায় বলল, 'এসব তোমার পোকার খেলার ফল। বন্ধ করো এই খেলা, নইলে পায়ে হাঁটিয়ে তোমাকে ডজ সিটিতে ফেরত পাঠাব আমি, মনে রেখো।'

'ও ব্যাটার মাথা গরম হয়েছে বলে তুমি আমার ওপর চটছ কেন? আমার কি দোষ?' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল শটেন। 'ওরা নিজের ইচ্ছায় খেলে। কারও ওপর জোর তো খাটাই না আমি। আর এটা বেআইনী কিছুও নয়।'

'আচ্ছা! আইন শেখানো হচ্ছে আমাকে? কী ঘটতে যাচ্ছে, তা

নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে আমার সাথে তর্ক করতে না তুমি। আমি জানি সবার কাছে টাকা পাওনা হয়েছে তোমার, এরমধ্যেই হয়তো অনেকে তাদের রোজগারের অর্ধেক তোমাকে লিখে দিয়েছে। দিন যত যাবে ততই দেনার পরিমাণ বাড়তে থাকবে ওদের। আমি খেয়াল করে দেখেছি এরমধ্যেই তুমি বন্ধুহীন হয়ে পড়েছ, শটেন। দেনা পরিশোধের হাত থেকে বাঁচতে কেউ যদি তোমাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তুমি জানতেও পারবে না।

'ইন্ডিয়ান এলাকায় আছি আমরা। তাই ধরে নিতে পারো কোন না কোন সময় ওদের সাথে আমাদের লড়াই বাধবেই। সে সময় আর সবার মত তুমিও লড়বে। দু'পক্ষের গোলাগুলির সময় কেউ যদি পেছন থেকে তোমার মগজে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেনামুক্ত হতে চায়, কী করবে তুমি? আমিই বা কী করতে পারব সেইমুহূর্তে?'

চেহারা মরার মত সাদা হয়ে গেল লোকটার। কিছু বলতে চাইল। কিন্তু ঠোঁট কাঁপল শুধু, শব্দ বের হলো না।

গলার স্বর নামাল জিম। 'তোমরা যারা আমার সাথে এসেছ, আমি চাই কাজ শেষে হাসিমুখে সবাই আমার সাথেই ফিরে যাবে। কারও অনিষ্ট চাই না আমি, তোমারও না, শটেন। তাই সাবধান করতে চেষ্টা করলাম তোমাকে। কিন্তু আমার ক্যাম্পে আর কোন ঝামেলা বাধলে আমি তোমাকেই দায়ী করব। আর এসবের পরিণাম কি হতে পারে তাও বলেছি তোমাকে। এখন শোনা না শোনা তোমার ইচ্ছা।'

চলে এল জিম। অন্ধকারে ওখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জো শটেন। তারপর নিজের টেন্টের দিকে ফিরে চলল চিন্তিত মুখে। কেউ একজন পোকার খেলার কথা বলল, কিন্তু তার দিকে তাকালও না সে। এমনভাবে চলে এল যেন শুনতে পায়নি।

ধীরে ধীরে কমে এল মোষের সংখ্যা। বিচ্ছিন্নভাবে চরে বেড়ানো

পালগুলোয় মোষের সংখ্যা এখন এত কম যে জিম আর উইলিসের একসাথে থেকে শিকার করার সুযোগ নেই। ওরা এখন ভাগ হয়ে শিকার করতে বাধ্য হচ্ছে। ওদিকে ইদানীং আশেপাশে ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতির কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তাই বিচ্ছিন্নভাবে শিকার করলেও দু'জনেই দু'জনার রাইফেলের আওয়াজের রেঞ্জের মধ্যে থাকে। মাঝে মধ্যে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় দিগন্তে।

'এই সময়টায় কোমানচিরা সাধারণত দক্ষিণ বা ধারেকাছের শহরে হামলা চালাতে ব্যস্ত থাকে বলে এতদিন ওদের দেখিনি,' মন্তব্য করল উইলিস। 'কিন্তু শীত এগিয়ে আসছে, মনে হয় ওরাও ফিরে আসবে শিগ্‌গিরই।'

একদিন শিকার শেষে স্কিনারদের কাজে লাগিয়ে উইলিস যেদিকে শিকার করছে, সেদিকে এগোল জিম। তারও সেদিনকার মত শিকার করা শেষ। বসে বসে নিজের স্কিনারদের কাজ দেখছে সে। কাছে গিয়ে বলল গ্যারি, 'মোষ মনে হয় দক্ষিণেই বেশি। ক্যাম্প ওদিকে সরিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। চলো, খুঁজে দেখি ওদিকে ভাল জায়গা পাওয়া যায় কি না।'

দক্ষিণ দিকে চলল দু'জনে। দশ-বারো মাইল এগিয়ে ক্রীকের উৎসস্থলে পৌঁছে গেল। পাথরের ফাটল দিয়ে তীব্র গতিতে স্বচ্ছ, ঠাণ্ডা পানি বেরিয়ে ঝরনার সৃষ্টি করেছে। ওটারই ধারা বয়ে গিয়ে মিশেছে ক্রীকে। আশেপাশে প্রচুর গাছপালা আর প্রশস্ত উঁচু জায়গা দেখে পছন্দ হলো ওদের। এদিকে মোষের সংখ্যাও বেশি। তবে উত্তরেরগুলোর মত বোকা-সোকা মনে হলো না এগুলোকে।

'দেখেছ, কেমন চালাক এগুলো?' বলল উইলিস। 'কাছে যাবার চেষ্টা করলেই পালিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় রাইডারদের ধাওয়া খাবার অভিজ্ঞতা হয়েছে এগুলোর।'

'তার মানে ইন্ডিয়ানরা আশেপাশেই আছে,' চিন্তিত মুখে বলল

জিম। 'আমার ধারণা ওদের এ অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন। চলো, আরেকটু খুঁজে দেখি।'

চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল ওরা। কিছুদূর গিয়ে ইঙ্গিতে বৃদ্ধকে থামতে বলল জিম। 'কিছু শুনতে পেয়েছ?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'রাইফেলের শব্দে কানের যে অবস্থা, তাতে ঘাড়ের ওপর বাজ পড়লেও শুনতে পাব কি না সন্দেহ। কিসের কথা বলছ?'

'মনে হলো রাইফেলের।' দু'জনেই এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। হঠাৎ দূরের দিগন্তে কিছু চোখে পড়ল জিমের। 'দক্ষিণে তাকাও।'

তাকিয়েই আঁতকে উঠল বৃদ্ধ। 'স্ট্যাম্পেড!' দক্ষিণের দিগন্তরেখার নিচ থেকে মনে হয় কালো কালো কি যেন শুধু উঠছে আর ছুটে আসছে। 'দশ হাজারের কম হবে না, জিম। মনে হয় মোষগুলোর ওপর কেউ হামলা চালিয়েছে। আমাদের এখনই সরে পড়া উচিত, নইলে হয়তো সময় পাব না। ওই পাহাড়ের দিকে ছোটো, জিম!'

ঘোড়া দুটো যেন মুখিয়েই ছিল, স্পার দাবাতেই প্রাণভয়ে পশ্চিমের পাহাড় লক্ষ্য করে তীরবেগে ছুটতে শুরু করল। পাহাড়ে চড়তে চড়তে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল জিম। আধামাইলেরও বেশি চওড়া লাইন ধরে ছুটছে পশুগুলো। খুবই কাছে এসে পড়েছে। ওদের কালো চোখ, মুখ থেকে গড়িয়ে পড়া ফেনা দেখতে পাচ্ছে গ্যারি। ওদের নিচে দিয়ে ছুটে উত্তর-পুবদিকে চলে গেল ভীত মোষের পাল। ভূমিকম্পের মত দুলে উঠল ঘোড়ার পায়ের নিচের মাটি, স্যাডলে বসেও টের পেল দু'জনে।

মেঘ গর্জনের মত মোষের খুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল একসময়। নিচে নেমে বলল জিম, 'চলো, দেখে আসি স্ট্যাম্পেডের কারণটা।' সামনে এগিয়ে চলল দু'জনে। মাইল দুই এগিয়ে

বাঁদিকের পাহাড়ের আড়ালে ঘোড়া থেকে নামল। তারপর ঘোড়া নিচে রেখে উঁচুতে উঠতে শুরু করল। কিছুটা উঠে সামনের খোলা জায়গার দিকে তাকিয়ে চোখ বড় হয়ে গেল জিমের। কোমানচি!

সতেজ সবল অনেকগুলো ঘোড়ায় চেপে একদল কোমানচি শ'খানেক মোষ ঘেরাও করে রেখেছে। কোন মোষ ঘেরাও ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ওরা গুলি চালাচ্ছে। ঘেরাওর মধ্যে তীর ধনুকে সজ্জিত কোমানচিরা তীর আর বল্লম ছুঁড়ে মহা উল্লাসে হত্যা করে চলেছে ওগুলোকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হত্যাকাণ্ড শেষ হয়ে গেল। ওগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে মাংস কেটে কেটে চামড়ায় বেঁধে ঘোড়ার পিঠে চাপাল ইন্ডিয়ানরা, তারপর ফিরে চলল।

'এমন ঘটনা আগে কখনও দেখিনি,' বিস্মিত কণ্ঠে বলল জিম গ্যারি। 'এতগুলো মোষ মারল ওরা অথচ দেখো তেমন কিছুই নষ্ট করেনি!'

'শীত সামনে, তাই যত পারে খাদ্য মজুত করছে ওরা। এখন চলো, ফেরা যাক। স্কিনাররা চিন্তায় পড়বে।'

'না, ক্যাপ। আমি দেখতে চাই ওদের ক্যাম্প কতদূরে।'

'শোনো, ছোকরা। এত সাহস দেখানোর প্রয়োজন নেই। আমি অবশ্য আমার জন্য ভাবি না, যথেষ্ট বেঁচেছি। কিন্তু তোমার জীবন এখনও শুরুই হয়নি। কি দরকার অযথা ঝুঁকি নেয়ার? কেউ দেখে ফেললে ছেড়ে দেবে ভাবছ?'

'ঝুঁকি আছে স্বীকার করছি, তবু দেখতে চাই আমি। ওদের সম্বন্ধে সব জানা থাকা প্রয়োজন। ঘাবড়িয়ো না, আমার সাথে গ্লাস আছে, ওদের বেশি কাছে যেতে হবে না। চলো, যাই।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ উইলিস, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'এখন তুমিই বস্, যা হুকুম করবে সবাইকে তা মানতে হবে। ঠিক আছে, চলো। তবে যদি কারও চোখে ধরা পড়ে যাই আমরা, তাহলে এই দর্শকবিহীন প্রান্তরেই আজ সর্বকালের

সেরা ঘোড়দৌড় হবে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমি।'

কোমানচিদের অনুসরণ করতে বেগ পেতে হচ্ছে না ওদের। কারণ নিজেদের দেশের এত গভীরে কেউ ওদের অনুসরণ করতে পারে—তাও আবার সাদা মানুষ, এতটা কল্পনাও করে না ওরা। তাই পথ চলার সবরকম চিহ্ন রেখেই নিশ্চিন্তে এগোচ্ছে।

দু'জনের কেউই কথা বলছে না। চুপচাপ দেখতে দেখতে এগোচ্ছে। গ্যারি উত্তেজনায় ঘামছে। কাজটা বোকামি হলো কি না ভাবছে। এরমধ্যেই ছয়-সাত মাইল চলে এসেছে ওরা। সামনে ঘন ঝোপের দীর্ঘ সারি দেখে কিছুটা দ্রুত এগোল। ফাঁক দিয়ে সাবধানে মাথা বের করে সামনেই একটা ক্রীক দেখতে পেল সে। ওদের ক্যাম্পের পাশের ক্রীকটার মতই প্রায়। ক্রীকের ওপাড়েও ঝোপ, তাই সরাসরি সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ঝোপের পেছনে কিছুটা দূরে ধোঁয়া উড়ছে। সতর্ক হলো ওরা, কোমানচি ক্যাম্প নিশ্চই সামনে। ঘোড়া রেখে ডানদিকে শ'তিনেক গজ এগোল ওরা, ওপারের ঝোপহীন জায়গা দেখে বিনকিউলার চোখে লাগাল জিম।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের খাটো চুল সব যেন খাড়া হয়ে উঠল। গলা শুকিয়ে আসছে, বার কয়েক জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল ও। চোখের ওপরই যেন আছড়ে পড়ল কোমানচি ক্যাম্প। ক্রীক থেকে দু'তিনশো গজ দূরে মোষের চামড়ার ছাউনি আর বেড়ার চল্লিশ পঞ্চাশটা কুটির সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। নারী-পুরুষ সবাই ভীষণ ব্যস্ত। এইমাত্র আনা মোষের মাংস সংরক্ষণ করছে ওরা। অবশ্য এসবের বেশিরভাগই মেয়েদের কাজ। শিকার করে মাংস আর চামড়া ঘর পর্যন্ত এনে দিয়ে পুরুষদের দায়িত্ব শেষ। এখন খোশগল্পে মেতে উঠেছে তারা। উচ্ছিষ্টের আশায় একপাল কুকুর কাজের জায়গার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। পাথরের টুকরো ছুঁড়ে বাচ্চারা ওগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে।

ক্যাম্পের ব্যস্ততা দেখতে দেখতে একসময় জিমের উত্তেজনা

কমে এল। এখন আর আগের মত ভয় ভয় লাগছে না। বিনাকুলার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ক্যাম্পের চারদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ ওর মনে হলো, এমন কিছু ও দেখেছে, যা এখানে দেখতে পাবার কথা নয়। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আরও ভাল করে দেখল ও। তারপর বিনকিউলারটা বাড়িয়ে ধরল উৎসুক উইলিসের দিকে। 'সাদা মেয়ে দেখলাম মনে হচ্ছে, ওই ওপাশে চামড়া পরিষ্কার করছে। ভাল করে দেখো তো!'

দ্রুত ওটা চোখে লাগিয়ে তাকাল বৃদ্ধ। খুঁজতে থাকল সাদা মেয়ে। আচমকা একজায়গায় দৃষ্টি স্থির হলো তার। কয়েকমুহূর্তেই চেহারার রঙ পাল্টে গেল। 'ঠিকই দেখেছ তুমি, জিম। ও সাদা মেয়েই। ওদের হাতে বন্দী। এইমাত্র এক স্কুআ লাথি মারল ওকে।'

ফিল্ড গ্লাস ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল জিম। হরিণের চামড়ার পোশাক পরে আছে মেয়েটা, কোন স্কুআর কাছ থেকে ধার করা হয়তো। পাতলা, রোগাটে শরীর মেয়েটার, পিঠের মাঝ পর্যন্ত ঝুলছে সোনালী চুল। গায়ের রঙ অনেকটাই রোদে ঝলসে গেছে। চেহারা দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই।

এক যুবক যোদ্ধাকে দেখল জিম, মেয়েটার পেছনে এসে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে খপ্ করে চুলের গোছা ধরে টেনে তার মাথা কাছে টেনে নিয়ে এল। অন্যহাত দিয়ে এমন ভঙ্গি করল যেন ওর মাথার চামড়া খুলে নিচ্ছে। তারপর আবার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল মেয়েটাকে।

রাগে ফিল্ডগ্লাসের ওপর জিমের আঙুল শক্ত হয়ে চেপে বসল। মুখ থেকে গালাগালি বেরিয়ে এল কোমানচি যুবকের উদ্দেশে। তখনই আবার চোখ পড়ল এক বৃদ্ধের ওপর। শরীরের উল্কি আর মাথার পালক গোঁজা রিবন দেখে লোকটাকে সর্দার মনে হলো জিমের। এগিয়ে এসে যুবককে ধমকাল সে চড়া গলায়, হাত নাচিয়ে কি সব বলল। অসন্তুষ্ট মনে সরে গেল যুবক। মেয়েটা আবার

নিজের কাজে হাত লাগাল। পেছন থেকে তার উদ্দেশে কিছু বলল সর্দার। দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে গেল।

বিনকিউলার নামিয়ে নিল জিম। 'ক্যাপ, কাজটা কিভাবে করব জানি না, কিন্তু মেয়েটাকে উদ্ধার করবই আমরা।'

নয়

কথাটা শোনামাত্র উড়িয়ে দিতে চাইল টেট রিলিঙ, কিন্তু জিম গ্যারির দৃঢ়তা দেখে ঘাবড়ে গেল। ওকে ফেরানোর চেষ্টা করতে থাকল মরিয়া হয়ে। ক্যাম্পের তাঁবুর সামনে সবাই আছে। চিন্তিত মুখে দু'চার পা হাঁটছে রিলিঙ, থেমে জিমের দিকে ফিরে আবার কথা বলছে, 'তোমার কথাতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার, গ্যারি, ও মেয়েকে উদ্ধারের সম্ভাবনা খুবই কম। তাছাড়া ও হয়তো দীর্ঘদিন ওদের হাতে বন্দী, এখন নিজেই মুক্ত জীবনে ফিরে আসতে চাইবে না। এরকম অনিশ্চিত অবস্থায় কেন তুমি আমাদের সবাইকে বিপদের দিকে ঠেলে দিতে চাইছ?

'আমাদের ওয়াগন এখনও অর্ধেক খালি, লাভের মুখ দেখতে আরও অনেকদিন শিকার চালিয়ে যেতে হবে। কোমানচিরা এখনও আমাদের দেখেনি, এ অবস্থায় আমাদের ক্যাম্প পঁচিশ-ত্রিশ মাইল উত্তর অথবা পশ্চিমে সরিয়ে নিলে আমরা ওদের আওতামুক্ত থাকতে পারব বলে মনে হয়।'

জিমের চোখের দিকে তাকাল রিলিঙ। 'এ অবস্থায় ওদের সাথে সাধ করে যুদ্ধ ডেকে এনে আমরা আমাদের টাকা-পয়সা এমনকি

জীবন পর্যন্ত হারানোর ঝুঁকি কেন নেব, গ্যারি? আমার ধারণা ও কোন ডান্সহলের মেয়ে, উঁচু ঘরের হলে এতদিনে নিশ্চই ওকে উদ্ধার করা হত। ওরকম একটা ফালতু মেয়ের জন্য আমরা এতগুলো লোক কেন বিপন্ন হতে যাব? ঈশ্বরের দোহাই, গ্যারি, মাথা ঠাণ্ডা করো। সবদিক ভেবে দেখো। আমি কাপুরুষ নই, কিন্তু যেখানে সচ্ছল সুন্দর জীবন আমাদের সামনে, সেখানে সব হারানোর ঝুঁকি নিতে কেন যাব আমরা?'

লোকটার কথায় যুক্তি আছে, জানে গ্যারি। কিন্তু জীবনের সবকিছু যুক্তি মেনে চলে না। তাই নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইল। 'টক্সানরা কেন ওকে উদ্ধার করেনি আমি জানি না। তোমার কথামত ও যদি কোন নর্তকীও হয়, তবু যে ও এক সাদা মেয়ে, সেই বাস্তবতা বদলে যাবে না। আমরা এতগুলো সাদা মানুষ থাকতে মেয়েটা ওই নরপশু কোমানচিদের হাতে বন্দী থেকে শেষ হয়ে যাবে, এটা কোন কাজের কথা নয়, টেট।

'তোমাকে দোষ দিচ্ছি না বা কাপুরুষও ভাবছি না আমি, তবে তোমার যুক্তিও মেনে নিতে পারছি না। মানুষের জীবনে টাকার প্রয়োজন আছে, কিন্তু মানুষ হিসাবে মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়ানো আমার বিবেচনায় কম বড় বিষয় নয়। আমার আশা ছিল তুমি এক কথাতেই রাজি হবে, তা যখন হলো না, তখন একা হলেও আমিই যাব মেয়েটাকে উদ্ধার করতে।'

ক্রুদের দিকে তাকাল জিম। আগুনের হাল্কা আলোয় লোকগুলোর চেহারা ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। 'কাজটা করতে বিপদের সম্ভাবনার কথা টেট রিলিঙ যা বলেছে, সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। সবকিছু জেনেই আমি যেতে চাচ্ছি কোমানচিদের পল্লীতে। একটা বিপন্ন সাদা মেয়ের জীবন বাঁচাতে স্বেচ্ছায় তোমরা কেউ যদি আমার সঙ্গী হতে চাও, তাহলে আসতে পারো। এ ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।'

উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জিম গ্যারি। ধীরে ধীরে ওর পাশে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধ উইলিস। বাসন-কোসন ধোয়ার কাজ ফেলে হাত মুছতে মুছতে এরপর এল টম রিওরডান। তার পেছনে ফার্গ ড্যানি। ব্যস, আর কেউ নয়! নিজেকে নিয়ে মাত্র চারজন! সবার দিকে আবার তাকাল জিম। কয়েকমুহূর্ত পর একপাশে একাকী দাঁড়িয়ে থাকা অ্যানসে বারডেনও যোগ দিল এসে ওর দলে।

মাত্র পাঁচজন! মনে মনে হতাশ হলো জিম। আর তখনই টেট রিলিঙ কথা বলে উঠল, 'আর নাটক করতে হবে না, গ্যারি। আমরা সবাই যাব। তোমাকে ছাড়া আমরা যে অচল হয়ে পড়ব, সে জ্ঞান আমাদের আছে। কাজেই তোমাকে হারানোর ঝুঁকি নিতে পারি না আমি।'

নিজের টেন্টের দিকে পা বাড়াল সে। 'ঘুমাতে যাচ্ছি আমি। যখন রওনা হবে, আমাকে ডেকে নিয়ো।'

কাছে গিয়ে ওর হাত ঝাঁকিয়ে দিল জিম। 'আমি জানতাম, তুমি না গিয়ে পারো না। তোমাকে ধন্যবাদ, টেট।'

সবাই যে যার মত বিশ্রাম নিতে গেল। জিমের ঘুম এল না, খোলা আকাশের নিচে শুয়ে উদ্ধার অভিযানের খুঁটি-নাটি নিয়ে ভাবতে থাকল। একসময় উঠে কফিপট আগুনে চাপাতে গেল ও, এই সময় চাকওয়াগনের তলা থেকে বেডরোল ছেড়ে উঠে এল কুক, টম রিওরডান। 'ওটা আমার কাজ। কফিপটটা দাও আমাকে, মিস্টার গ্যারি।'

চুলোর ওপর কফিপট চাপিয়ে আগুন উসকে দিয়ে বসল সে। উল্টোদিকে বসে জিম তাকিয়ে দেখল ছোটখাট, দুর্বল স্বাস্থ্যের টেক্সান লোকটাকে। তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠল ওর মনে, আসলে সময়ের আগে মানুষের আসল চেহারা চেনা যায় না। গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'নিজের কাজের দোহাই দিয়ে তুমি না গেলেও পারতে, টম।'

'বলো কি! আমার দেশের একটা মেয়েকে বিনাস্বার্থে উদ্ধার করতে যাচ্ছ তুমি, আর আমি যাব না? সবার আগে আমারই তো যাবার কথা!'

শেষরাতে বেরিয়ে পড়ল ওরা। কিছু ক্রু ক্যাম্পে রয়ে গেল ওয়াগন পাহারা দিতে। দরকার হলে পালাতে তৈরি হয়ে থাকবে ওরা। জো শটেনও থেকে গেল ওয়াগন মাস্টারের সতর্কবাণী মনে রেখে।

পথ দেখিয়ে আগে আগে চলেছে জিম গ্যারি। রিলিঙ ওর পাশে—গম্ভীর। ঘোড়া অপর্যাপ্ত, তাই অনেককে খচ্চরের পিঠে স্যাডল ছাড়াই বসতে হলো। রাত শেষ হয়ে আসছে বলে ঠাণ্ডাও বাড়ছে। ফিকে হয়ে আসা চাঁদের আলোয় সামনে যতদূর দেখা যায়, মনে হয় যেন রূপালী চাদর গায়ে জড়িয়ে আছে ধরণী।

একসময় কোমানচি পল্লীর কাছে পৌঁছে গেল ওরা। নিঃশব্দে ক্রীক পার হয়ে পল্লীর পেছনদিকে এগোল। সারিবাঁধা লজগুলোর পশ্চিমে, বৃষ্টির পানি ক্রীকে নামিয়ে দেয়ার যে নালা, তার ওপাশে থামল গ্যারি। এদিকটায় গাছপালা আর যথেষ্ট ঝোপঝাপ থাকায় চট্ করে কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই। কোন সাড়াশব্দ নেই পল্লীর কোথাও, এমনকি কুকুরগুলোও নীরব। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে সব। কালকের শিকার করা মোষের প্রচুর তাজা মাংস আর ঘরে তৈরি মদে গলা পর্যন্ত ভরে নিশ্চই অনেক রাত পর্যন্ত হৈ হল্লা করেছে ব্যাটারা, ভাবল সে।

অন্ধকার কেটে দিনের আলোর আভাস ফুটছে। লজগুলোর আকৃতি আকাশের পটভূমিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এমাথা-ওমাথা তাকাল গ্যারি, মনে হলো কাল ও বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় লজে মেয়েটাকে ঢুকতে দেখেছে। কয়েকটা ঘোড়া দেখতে পেল লজগুলোর সামনে বাঁধা। দক্ষিণের ফাঁকা বিশাল জায়গা দড়ি দিয়ে ঘিরে শ'দুই ঘোড়া ছেড়ে রাখা হয়েছে। একজন লোককে দেখা

গেল বসে বসে ওগুলোকে পাহারা দিচ্ছে। দেখেই বুঝতে পারল সে, ব্যাটা আসলে বসে বসে ঘুমাচ্ছে। এইই হয়। সাদা মানুষরাও যখন নিরাপদবোধ করে, তখন সতর্কতায় ঢিলেমী এসে যায়। আর এরা তো আপন ভূমিতে নিরাপদ অবস্থানেই আছে।

'ওই ঘোড়ার পাল দখল করতে হবে আমাদের, ক্যাপ,' ফিসফিসিয়ে বলল জিম।

মুখে পোরা টোব্যাকো জোরে জোরে চিবাতে শুরু করল বৃদ্ধ। ভুরু কুঁচকে পল্লীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। 'অসুবিধা নেই, নিয়ে নিচ্ছি ওগুলো।' লালচে দাড়িওয়ালা থুতনি তুলে বলল, 'ওই দ্বিতীয় লজেই দেখেছিলাম না আমরা মেয়েটাকে?'

'হ্যাঁ।' ক্যাপের সাথে নিজের ধারণা মিলে যাওয়ায় নিশ্চিত হলো ও।

'ওরা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য টের পাওয়ামাত্র খুন করবে মেয়েটাকে,' চিন্তিতভাবে বলল লোকটা।

'আমারও তাই মনে হয়। চেষ্টা করতে হবে যাতে সহজে ওরা আমাদের দেখতে না পায়, ক্যাপ, তুমি আর টেট রিলিঙ লোকজন নিয়ে ঘোড়াগুলো ভাগিয়ে নিয়ে যাবে। খুব বেশি হৈ হল্লা, চিৎকার করতে করতে ক্রীক পার হয়ে চলে যাবে। থামবে না কোথাও। কোমানচিরা বুঝতে পারার সাথে সাথেই কিন্তু মৌমাছির মত তাড়া করবে তোমাদের। তাই যতটা সম্ভব প্রথম সুযোগেই দূরত্ব তৈরি করে নেবে।

'ড্যানি, টম আর বারডেনসহ তোমাদের পেছন পেছন মেয়েটাকে নিয়ে আসছি আমি।' একটু থেমে যোগ করল গ্যারি, 'যদি ভাগ্য সহায় হয়। তবে আমাদের ভাগ্যে যা-ই ঘটুক, তোমরা থামবে না বা আমাদের সাহায্য করতে পিছিয়ে আসার চেষ্টাও করবে না। এটা আমার নির্দেশ।'

লোকজন নিয়ে গাছ আর ঝোপের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে

এগিয়ে চলল বৃদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যে ওদিক থেকে একটা কুকুর ডাকতে শুরু করল। একটু পর ওটার সাথে যোগ দিল আরও কয়েকটা। এখনই জেগে উঠবে ঘুমন্ত পল্লী। স্যাডলবিহীন রাইডার ক্রুদের জন্য চিন্তিত হলো জিম। ওদের অনেকে এমনকি স্যাডলে বসেও জোরে ছুটতে অভ্যস্ত নয়। কোমানচিদের তাড়া খেলে ওরাই বিপদে পড়বে আগে। ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে বসে থাকার কসরতে ব্যস্ত থেকে রাইফেল তুলে গুলি করারও সময় পাবে না সময়মত। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও।

কিন্তু এখন আর ভাবার সময় নেই, তিনজনকে নিয়ে একসারিতে এগোল সে। সবকটা কুকুর এখন একসাথে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, উইলিসদের দেখতে পেয়েছে ওরা। দূর থেকে ঘোড়ার পাহারায় থাকা লোকটাকে উঠে দাঁড়াতে দেখল গ্যারি, ঝুঁকে রাইফেল তুলতে গেল লোকটা। পরমুহূর্তে ক্রুদের বুলেট ঝাঁঝরা করে দিল তাকে। ভোরের কন্‌কনে ঠাণ্ডা নিশ্চল বাতাসে রক্ত হিম করা বজ্রপাতের শব্দ তুলল রাইফেলের হুঙ্কার।

ক্রুদের কয়েকজন একই সময়ে ঘোড়াগুলোর পেছনদিক থেকে নতুন করে ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। আচমকা গুলির শব্দে ঘুমন্ত পশুগুলো প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট্ লাগাল ক্রীকের দিকে। পেছন পেছন আকাশের দিকে ক্রমাগত গুলি আর গলা ফাটানো চিৎকার করতে করতে ছুটে চলল ক্রুর দল। বেঁধে রাখা কয়েকটা ঘোড়া স্বেচ্ছায় দড়ি ছিঁড়ে ওদের সঙ্গী হলো, সম্ভবত মজবুত ছিল না বাঁধন।

মহা হুলস্থুল অবস্থা পল্লীর। ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা কোমানচিরা কি ঘটেছে না বুঝে প্রথমে খানিক উল্টোপাল্টা ছোটাছুটি করল, তারপর ঘোড়ার পালের পেছন পেছন একযোগে ক্রীকের দিকে ছুটল। তাড়াহুড়ায় অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়ার কথা ভুলে খালিপায়েই দৌড়াল। শিশু আর স্কুআরা লজের বাইরে জট্‌লা করছে আর বিভ্রান্ত

চেহারায় ক্রীকের দিকে তাকাচ্ছে।

প্রয়োজনে ইন্ডিয়ান স্কুঅরা যে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে জিম তা জানে। তাই সন্তর্পণে এগোচ্ছে সে। ইন্ডিয়ানদের কেউ পেছনে তাকাচ্ছে না বলে তাদের অনেক কাছে চলে আসতে পেরেছে ওরা এরমধ্যে। দ্বিতীয় লজের ঝাঁপ খুলে তখনই বেরিয়ে এল মেয়েটা। স্কুঅদের জটলার দিকে এগোতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কি ঘটছে। কয়েক পা এগিয়ে পেছনে তাকাতেই ওদের দেখে ফেলল মেয়েটা। চোখ বড় হয়ে উঠল। ব্যাপারটা মুহূর্তে বুঝে নিল সে। চোখের পলকে ঘুরেই ছুট লাগাল জিমের দিকে। সে-ও এগোচ্ছে।

মাঝের দূরত্ব দুশো গজের মত হবে। স্কুঅদের মধ্যে একজন খেয়াল করল ব্যাপারটা, সাথে সাথে ছোরা নিয়ে ধাওয়া করল মেয়েটিকে। দু'জনের ব্যবধান কমে আসছে। ততক্ষণে আরও কয়েকজন স্কুঅ তাড়া করেছে মেয়েটাকে। পাগলের মত স্পার দাবাতে শুরু করল গ্যারি। কিন্তু শেষরক্ষা বোধহয় হলো না, প্রথম স্কুঅ প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে মেয়েটার। হাত উঁচু করছে ছোরা গেঁথে দেবে বলে। অথচ গ্যারি গুলি ছুঁড়তে পারছে না মেয়েটার সাথে সে-ও এক লাইনে ছুটছে বলে। অন্য স্কুঅ আর বাচ্চারা মিলে চেঁচিয়ে পুরুষদের ডাকতে শুরু করেছে।

আতঙ্কে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে সাদা মেয়েটার। তখনই গুলির শব্দ শুনল সে। হুড়মুড় করে উল্টে পড়ল স্কুঅটা। চোখের কোণা দিয়ে দেখল, কখন যেন ডানদিকে প্রায় একশো ফুট দূরে সরে গেছে টম রিওরডান। গুলিটা ওই করেছে।

মেয়েটার কাছে পৌঁছে গেছে গ্যারি। বাঁ পা উঁচু করে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকল সময়মত। প্রভুর ইশারায় মুহূর্তের জন্য গতি কমিয়েই আবার লম্বা পায়ে ছুটতে থাকল ওর বে। এই ফাঁকে বাঁদিকের স্টিরাপে পা ঢুকিয়ে ওর হাত ধরে ঝুলে পড়ল মেয়েটা। এক ঝট্‌কায়

তাকে পেছনে তুলে নিল গ্যারি। সাথে সাথে পেছন থেকে ওকে দু'হাত আঁকড়ে ধরল মেয়েটা। ঘোড়ার মুখ ততক্ষণে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ঘুরে গেছে।

ওদিকে পুরুষদের কয়েকজন ফিরে এসে স্কুদের সাথে যোগ দিয়েছে, তীর ছোঁড়ার উদ্যোগ নিচ্ছে। ওদের ভয় দেখাতে দু'পাশ থেকে টম, ড্যানি আর বারডেন ফাঁকা গুলি করতে করতে ছুটছে। তারমধ্যেও তীর ছুঁড়তে শুরু করেছে ইন্ডিয়ানরা, কিন্তু ততক্ষণে পাল্লার বাইরে পৌঁছে গেছে ওরা।

একছুটে ক্রীক পেরিয়ে এল দলটা। আড়চোখে সবাইকে দেখে নিল গ্যারি, কেউ আহত হয়নি দেখে আশ্বস্ত হলো। সামনে দেখতে পেল ঝোপঝাড় পেরিয়ে ভ্যালির ওপর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে ইন্ডিয়ানদের ঘোড়াগুলো। ক্যাপ উইলিস আর টেট রিলিঙ লোকজনসহ তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওগুলোকে।

দশ

গুলির শব্দে পেছনে তাকাতেই লাফিয়ে উঠল গ্যারির হৃৎপিণ্ড। যে ক'টা ঘোড়া শেষ পর্যন্ত বাঁধন ছিঁড়ে পালাতে পারেনি, সেগুলোর পিঠে চেপে ছুটে আসছে পঁচিশ-ত্রিশজন কোমানচি। কয়েকজন গুলি করছে, বাকিদের হাতে তৈরি আছে তীর ধনুক। ওদের শক্তিশালী তেজী ঘোড়াগুলো ছুটছে অনেক জোরে। বেশিদূর যাওয়ার আগেই ধরা পড়ে যাবে ওরা। পেছনে সাক্ষাৎ মৃত্যু দেখতে পেয়ে ক্রুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। খোলা প্রান্তরে আড়াল পাবার

কিছু নেই।

কিছু দূরে একটা রাফেলো ওয়ালো দেখতে পেয়ে সেদিকে ঘোড়া ছোটাল গ্যারি, চিৎকার করে উইলিসদেরও সেদিকে ডাকল। ঘোড়া আর খচ্চর নিয়ে ক্রুরা লাফিয়ে নামল ওয়ালোর মধ্যে। ওটার কিনারা ঘেঁষে অস্ত্র তাক করে তৈরি হয়ে বসল সবাই। যে যার ঘোড়া আর খচ্চরের লাগাম হয় হাতে পেঁচিয়ে নয়তো পা দিয়ে মাড়িয়ে ধরে রেখেছে।

কলজে কাঁপানো চিৎকার করতে করতে তীরবেগে ছুটে আসছে কোমানচিরা। 'ওদের একটা ঘোড়াও যেন না বাঁচে,' সবাইকে সতর্ক করল সে। 'কাছে না আসা পর্যন্ত মাথা নিচু রেখো, তারপর...'

রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়েছে ইন্ডিয়ানরা। গুলির সাথে সমানে তীরও ছুঁড়ছে ওরা। সামনের রাইডারের ঘোড়াকে লক্ষ্য বানাল জিম। গতকালের দেখা বুড়ো সর্দার বসে আছে ওটার স্যাডলবিহীন পিঠে। হাতে রাইফেল। আরও কাছে আসতে দিল সে ওদের, তারপরই গুলি চালাল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সর্দারের ঘোড়া, সে নিজেও ছিট্‌কে মাটিতে পড়ল। পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়াল ডিগ্‌বাজি দিয়ে, এবং জিমের দ্বিতীয় বুলেটটা খেলো ঠিক কপালে। উইলিস, রিলিঙ আর ক্রুরাও এক মুহূর্তও বিরতি না দিয়ে গুলি চালাচ্ছে অনবরত।

ইন্ডিয়ানদের ঘোড়াগুলো একে একে ঘায়েল হচ্ছে, সেই সাথে নিজেরাও। তবুও হিংস্র আক্রোশে গুলি আর তীর ছোঁড়া কমছে না ওদের। জিমের ক্রুদের কয়েকটা ঘোড়া, খচ্চর আঘাত পেয়েছে, আর কয়েকটা আতঙ্কে লাগাম ছুটিয়ে পালিয়ে গেছে। ঘোড়া থেকে ছিট্‌কে পড়ল এক কোমানচি, কয়েকমুহূর্ত নিশ্চল পড়ে থাকল মাটিতে, তারপর বুকে হেঁটে ওয়ালোর অনেক কাছে এসে পড়ল।

ক্রুদের একজন গলা বাড়িয়ে লোকটাকে দেখেই গুলি করতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চিৎকার দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। মাথার খুলি উড়ে গেছে তার ইন্ডিয়ানটার গুলিতে। পরক্ষণে সে-ও অবশ্য খুন হয়ে গেল, ক্রুরা সবাই সঙ্গীর মৃত্যুতে বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

কোমানচিদের সবকটা ঘোড়াই হয় মারা পড়েছে নয়তো আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে। ওদেরকে ঢাল বানিয়ে আড়াল থেকে গুলি আর তীর ছুঁড়ছিল ইন্ডিয়ানরা। কিন্তু সঙ্গীদের অর্ধেকেরও বেশি মারা পড়ায় জীবিতরা রণেভঙ্গ দিয়ে পালাতে শুরু করল। বাহন নেই, পায়ে হেঁটে পিছু হঠতে গিয়ে আরও কয়েকজন হতাহত হলো ওদের। বাকিরা কোনমতে রেঞ্জের বাইরে পৌঁছে পল্লীর দিকে দৌড়াতে শুরু করল।

আপাতত হাঁপ ছাড়ল জিম, কিন্তু আশঙ্কা আছে পল্লী থেকে পায়ে হেঁটে কোমানচি যোদ্ধারা যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় ওদের পল্লী। একনজরে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি দেখে নিল ও। মারা গেছে একজন, টমসহ তিনজন সামান্য আহত। তীরের আঘাত লেগেছে। আহতদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জিম। এগিয়ে এসে শীর্ণ হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। বাকিরা ওয়ালোর কিনারার দিকে আলগা বালি সরিয়ে কোনমতে নিহত লোকটাকে শুইয়ে চাপা দিয়ে দিল। এর বেশি করা সম্ভব নয় এখানে, কারণ কবর খোঁড়ার কিছু নেই ওদের সাথে।

পকেট থেকে ছোট বাইবেলটা বের করে কিছু অংশ পাঠ করল জিম, তারপর ফিরে চলল সবাই। 'যাদের ঘোড়া বা খচ্চর নেই তারা অন্যদের সাথে বোসো,' বলল জিম। 'তারপর যত জোরে পারা যায় ছোটো। বলা যায় না, পায়ে হেঁটে আবার চলে আসতে পারে ওরা। ক্যাপ, তুমি কয়েকজনকে নিয়ে যাও, ওদের আর আমাদের পালিয়ে যাওয়া পশুগুলোকে ধরে ফেলো।'

জিমের ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ছেঁড়া মলিন ডিয়ারস্কিন ছাড়া পরনে আর কিছু নেই। শীতে কাঁপছে একটু একটু। শীর্ণ শরীর। ওর হাতে, পিঠের খোলা অংশে চাবুকের বসে যাওয়া দাগ দেখতে পাচ্ছে জিম। দ্রুত নিজের কোট খুলে বাড়িয়ে ধরল ও। 'পরে নাও, শীত কম লাগবে। তোমার নাম?'

'ক্যারল ওয়েবস্টার।' সঙ্কোচের সাথে কোটটা নিল সে। 'তোমার শীত লাগবে না?'

'অসুবিধা হবে না, রোদ উঠে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। শীত কেটে যাবে তখন। ঘোড়ায় ওঠো।'

মেয়েটাকে স্যাডলে বসিয়ে নিজে পিছিয়ে বসল ও। এগিয়ে চলতে শুরু করল ঘোড়া। কিছু সময় চুপচাপ চলার পর প্রশ্ন করল জিম, 'কোমানচিরা তোমাকে পেল কোথায়?'

'সান সাবায়, সেপ্টেম্বরের শুরুতে।'

দু'মাসেরও বেশি! মেয়েটা এখনও বেঁচে আছে কি করে? ভাবল সে।

'তোমার নামটা কিন্তু বলোনি আমাকে।'

'জিম গ্যারি।'

সামনে দেখা গেল ক্যাপ উইলিস লোকজন নিয়ে নিজেদের আর ইন্ডিয়ানদের পল্লী থেকে উদ্ধার করা পশুগুলো জড়ো করে ফেলেছে। বাফেলো ওয়ালোতে মারা পড়া অথবা আহত হওয়া নিজেদের পশুগুলোর বদলে ওর মধ্যে থেকে কয়েকটা মোটা তাজা ঘোড়া বাছাই করল জিম।

'সবগুলো চুরি করে এনেছে ব্যাটারা,' বলল বৃদ্ধ। 'কয়েকটা টেক্সান ব্র্যান্ড।'

চক্‌চক্ করছে টেট রিলিঙের চোখ। 'কতগুলো হবে, উইলিস?' বলল সে।

'দুশো তো হবেই!'

শুনেই বলে উঠল রিলিঙ, 'ডজ সিটিতে বেচলে ভাল দাম পাওয়া যাবে।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল গ্যারি। 'ওগুলো নিয়ে যাচ্ছি না আমরা। এখানেই মেরে রেখে যাব।'

রেগে উঠল সে। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, গ্যারি। ভেবে দেখেছ ডজ সিটিতে কিরকম চাহিদা হবে ঘোড়াগুলোর?'

দৃঢ়ভাবে বলল জিম, 'সব চোরাই ঘোড়া, ওগুলো বিক্রির অধিকার আমাদের নেই, টেট।'

'কে আসছে এগুলোর দাবি জানাতে? কোমানচিদের হাতে পড়ার পর ওগুলোর হিসাব মুছে গেছে মালিকের খাতা থেকে। এগুলো এখন শুধুই স্যালভেজ, গ্যারি। সমুদ্রের ডুবে যাওয়া জাহাজের মত, যে উদ্ধার করে, তার প্রাপ্য।'

'স্যালভেজ আইন জানা নেই আমার। আমি কেবল জানি এগুলো চোরাই ঘোড়া। বিক্রি করার অধিকার ন্যায্যত নেই আমাদের।'

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল রিলিঙ। প্রচুর টাকা, সহজ টাকা, অথচ হাত ফস্‌কে যাচ্ছে, কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না সে। 'তাহলে কোন অধিকারে ওগুলোকে গুলি করে মারতে চাইছ তুমি?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

'পায়ে হাঁটা কোমানচিরা এখন আমাদের জন্যে কোন হুমকি নয়। ঘোড়াগুলো নিয়ে আসার পরিকল্পনা তাই শুরুতেই করে রেখেছি আমি। তাছাড়া বেঁচে থাকা অতিরিক্ত ঘোড়া আমাদের বিপদের মাত্রা বাড়িয়ে তুলবেই, টেট। দয়া করে বুঝতে চেষ্টা করো।'

'তোমার যুক্তির ধার ধারি না আমি, গ্যারি,' ঘোষণা করল রিলিঙ। 'তুমি যদি ঘোড়াগুলোকে মারতে চাও, তাহলে আমি দাবি জানাচ্ছি ওগুলো আমার। আমাকে দিয়ে দাও সব।'

এবার রেগে উঠল ও। 'ঠিক আছে, নিয়ে নাও। সেই সাথে তোমার ওয়াগন নিয়ে আমার পথ থেকে সরে যাও। আর আমার সাথে থাকা চলবে না তোমার।'

সাথে সাথে চুপসে গেল রিলিঙ। হার হয়েছে বুঝতে পেরে রাগ দমন করার কসরত করছে। ওর ওয়াগনগুলো এখনও অর্ধেক খালি, আর চামড়ার জন্যই তার আসা। তাছাড়া নিজের সামান্য কয়েকজন ক্রু নিয়ে এতগুলো ঘোড়া সামলে রাখতেও পারবে না সে। সুযোগ পেলে নিজেরা তো ছুটে পালাবেই, সাথে রিলিঙেরগুলোও নিয়ে যাবে। এতবড় ঝুঁকি সে নিতে পারে না।

শ্রাগ করল সে। চেহারা লাল হয়ে আছে, কিন্তু তবু পরিস্থিতি মেনে নিতেই হলো নিরুপায় হয়ে। 'ঠিক আছে, তুমি ওয়াগন মাস্টার, যা ইচ্ছা করতে পারো।'

সরতে গিয়ে ওর নজর পড়ল ক্যারল ওয়েবস্টারের দিকে, সাথে সাথে জ্বলে উঠল চোখজোড়া। হূল ফোটানোর মত বলল, 'ওর ব্যাপারে কি করবে, গ্যারি? ও তো ওই ঘোড়াগুলোর মতই, গুলি করে রেখে যাবে, নাকি গলায় ঝুলিয়ে রাখবে?'

চট্ করে ক্যারলের দিকে তাকাল ও, মেয়েটার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠতে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কঠিন আঘাত করেছে টেট রিলিঙ, বিব্রত অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে দু'জনকেই। মেয়েটাকে শুধু মুক্ত করার কথাই ভেবেছে ও, তারপর কি করবে তা ভাবেনি একবারও। ঠিকই তো, কি করবে ও ক্যারলকে নিয়ে?

পরিস্থিতি সামাল দিতে উইলিসের দিকে তাকাল। 'চলো, অপ্রিয় শূটিঙের কাজটা সেরে ফেলি গিয়ে,' অসহায়ের মত বলল ও।

এগারো

পাশাপাশি চলছে ক্যারল ওয়েবস্টার আর জিম গ্যারি। ঘোড়ার বধ্যভূমি থেকে দ্রুত সরে যেতে চাইছে সে। তার চেহারায় বেদনা ফুটে আছে দেখল মেয়েটা। 'এ নিয়ে বেশি দুর্ভাবনা করার কারণ নেই মনে হয়,' বলল ও।

'ব্যাপারটা ভুলে থাকা খুব কষ্টকর। আমরা সাধারণত ঘোড়া হত্যা করি না। এতগুলোকে ঠাণ্ডামাথায় খুন করে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে, নিজেকে গণহত্যাকারী মনে হচ্ছে আমার। অন্যপথ থাকলে কিছুতেই এ কাজ করতাম না আমি।'

দলটা এখন পশ্চিমমুখী চলছে। সবার থেকে একটু পিছিয়ে আছে ওরা দু'জন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার কথা বলল ক্যারল, 'তোমাকে ধন্যবাদ জানানোর মত যথেষ্ট শক্তিশালী শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না আমি।'

মেয়েটার কথা বলার ধরনটা সুন্দর। এমন স্পষ্ট অথচ মৃদুভাষায় কোন মেয়েকে কথা বলতে শোনেনি ও দীর্ঘদিন। এতক্ষণে কিছুটা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল ও।

'আমার মত অচেনা এক মেয়েকে উদ্ধারের জন্য এতবড় ঝুঁকি কেন নিতে গেলে তুমি?'

'মেয়ে বলে। বিশেষ করে সাদা মেয়ে বলেই।'

'ঝুঁকির তুলনায় কারণটা খুব জোরাল মনে হয় না আমার।'

একটু আনমনা হয়ে পড়ল জিম গ্যারি। 'আমাদের জীবনে

অনেক সময় আমরা অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেয়ে যাই, কিন্তু প্রতিদান দিতে সাহায্যকারীকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন অন্যের বিপদে সাহায্য করে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। তোমার পরিবারের কাছে তোমার ফিরে যাওয়াটা কিন্তু অকল্পনীয় ব্যাপার হবে। বিয়ে করেছ?'

মাথা নাড়ল ক্যারল। 'না।'

'বাবা মা?'

'বাবা আর দুই ভাই আছে। এক ভাই যুদ্ধের সময় মারা গেছে।' জিমের দিকে তাকাল সে। কিছুটা দ্বিধার সাথে বলল, 'তোমাদেরকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আমি। রেঞ্জার নও, কোমানচিও নও। কারা তোমরা?'

'মোষ শিকারি। আরকানসর ডজ সিটি থেকে আসছি।'

'আ-র-কা-ন-স...'

তার চেহারায় ফুটে ওঠা হতাশা জিমের দৃষ্টি এড়াল না। বোধহয় আশা ছিল ওরা টেক্সাসেরই কোন জায়গার হবে। ক্যারলকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তাড়াতাড়ি আশ্বাস দিয়ে বলল ও, 'ভেব না, তোমার বাড়ি ফিরে যাবার একটা ব্যবস্থা করে দেব।'

গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াগনগুলো যাত্রার জন্য তৈরি। শুধু ঘোড়া আর খচ্চর জুড়ে দিলেই চলবে। কিন্তু সবার খাওয়া আর বিশ্রামের কথা ভেবে কিছুক্ষণ দেরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্যারি। আহত তিনজনের মধ্যে টম রিওরডানের আঘাতই বেশি। তার ডান হাতের কিছুটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে কোমানচিদের তীর। কয়েকদিন সময় লাগবে ভালভাবে সুস্থ হয়ে কাজে নামতে। অথচ খাওয়া দাওয়া বন্ধ রাখার উপায় নেই।

উইলিসকে ডাকল জিম। 'তোমার কফি তৈরির হাত মন্দ নয়। কষ্ট করে সবার জন্য কফির ব্যবস্থা করো, আমি দেখছি খাবার কি

ব্যবস্থা করা যায়।'

চাক ওয়াগনের ছায়ায় শুইয়ে রাখা টম রিওরডানের ক্ষতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্যারল। উইলিসের উদ্দেশে বলল ও, 'আমি সাহায্য করছি তোমাকে।'

ইতস্তত করে বলল জিম, 'কি দরকার! এমনিতেই অসম্ভব ধকল গেছে তোমার ওপর দিয়ে। বরং বিশ্রাম নাও তুমি।'

মাথা নাড়ল ক্যারল। 'না, কাজ করার অভ্যাস আছে আমার।' নিজের শীর্ণ হাত দুটো দেখল। 'বিশ্রামের চিন্তা করলে এতদিন বাঁচতাম না। নিজেকে স্বাভাবিক করতে হলে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে।'

নড করল জিম। 'ঠিক বলেছ তুমি। কিন্তু এত লোকের রান্না করা তোমার পক্ষে সহজ হবে না।'

'ক্যাট্‌ল র‍্যাঞ্চে বড় হয়েছি আমি। প্রায়ই ক্রুদের জন্য রান্না করতে হয়েছে, কাজেই পারব। আমাকে বরং জিনিসপত্র খুঁজে বের করতে সাহায্য করো একটু।'

আগুন জ্বেলে কফিপট চাপিয়ে দিল উইলিস। গ্যারি চাক ওয়াগন থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে দিল। মেয়েটার কাজ দেখতে দেখতে ব্যথা ভুলে গেল টম। সত্যিই কাজে দক্ষতা আছে ওর। নিবিষ্ট মনে ফ্রাইং প্যানে মাংসের স্টেক ভাজছে সে, আভেনে রুটি সেঁকছে। হঠাৎ ওর খেয়াল হলো ক্যাম্পের সবাই তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে।

গ্যারিকে ডাকল টম। 'আমার কাপড় বোধহয় পরনে হবে মেয়েটার। তুমি ওকে বলো আমার ব্যাগ থেকে ধোয়া কাপড় বের করে নিতে, যেটা পছন্দ হয়। প্রয়োজন হলে আমার বেল্টও ব্যবহার করতে পারে। ওর এভাবে থাকা ভাল দেখাচ্ছে না।'

হাসল যুবক। ক্যারলও শুনতে পেয়েছে ওর কথা। জিম বলতে আর দেরি করল না, টমের একটা সাদা প্যান্ট আর শার্ট পরে নিল।

কোমর ঢিলা হওয়ায় টমের অতিরিক্ত বেল্ট বেঁধে নিল। কাপড় পাল্টে এসে টমের পাশে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি দিল সে। 'ধন্যবাদ। অনেক করলে তোমরা আমার জন্য। প্রার্থনা করি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। কিছু দরকার হলে আমাকে জানাতে দ্বিধা কোরো না।'

রান্না হতে সময় লাগবে। বসে থাকা ছাড়া কারও কোন কাজ নেই। গাছের ছায়ায় বসে পরিস্থিতি নিয়ে ভাবছে গ্যারি, মাঝে মধ্যে চোখ বোলাচ্ছে দিগন্তে। যদিও পায়ে হেঁটে এতদূর এসে হামলা করতে পারবে না ইন্ডিয়ানরা, তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে যেতে পারলে ভাল হয়। ও জানে ঘোড়া জোগাড় করতে বেশি সময় নষ্ট করবে না কোমানচিরা।

মাঝে মাঝে ক্যারল ওয়েবস্টারের ওপর চোখ পড়ছে। নিপুণ হাতে কাজ করে চলেছে মেয়েটা। কিন্তু চেহারায় ভাবনার ছাপ ফুটে আছে। কাজ করতে করতে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। কিছু প্রয়োজন হয়েছে ভেবে এগিয়ে গেল সে। 'বাফেলো ওয়ালোতে যে লোকটা মারা গেছে, তার কথা মনে পড়ছে আমার,' বলল ক্যারল। 'কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না, আমার জন্যই মারা গেল মানুষটা।'

'এরকম ঘটতে পারে জেনেই আমরা ওখানে গিয়েছিলাম।'

'আমি উদ্ধার পেলাম ঠিকই, অথচ সে মারা গেল। কি নাম ছিল মানুষটার?'

'হুইটাল। গাই হুইটাল।'

'কি করত?'

'স্কিনার,' বলল জিম। আর কিছু বলার প্রয়োজনবোধ করল না, কারণ সবকিছুর ঊর্ধ্বে চলে গেছে লোকটা। তার চরিত্রের দোষ যদি কিছু থেকে থাকে, এই একটা মহান কাজে তা চিরদিনের জন্য চাপা পড়ে গেছে।

একটুপর আবার বলল মেয়েটা, 'মানুষটা ওখানে পরিচয়হীন হয়ে পড়ে থাকবে ভেবে শান্তি পাচ্ছি না।'

'কারও কিছু করার ছিল না এ ব্যাপারে। ওখানে দেরি করলে কোমানচিরা নতুন বিপদে ফেলে দিত হয়তো আমাদের।'

'তা ঠিক। তবে তাকে ভুলব না আমি। সুযোগ পেলে তার নামে কোন কবরস্থানে একটা পাথর বসিয়ে দেব। কোন কাজে জীবন দিয়েছে সে, সে কথাও লিখে দেব পাথরে। মানুষ তার নাম পড়বে, তার কীর্তি জানবে, মনে রাখবে তাকে। এভাবে আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখব চিরকাল।'

মুগ্ধ হলো গ্যারি। দীর্ঘদিন কোমানচিদের হাতে বন্দী থেকে অত্যাচারিত হয়েছে, তারপরও কত উদার ওর মন, ভাবল সে। 'তোমার ঘটনা, মানে, কিভাবে ওদের হাতে পড়লে, বলবে আমাকে? তোমার মন হাল্কা হবে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল ক্যারল। বিষাদে ভরে উঠল চেহারা। একসঙ্গে সব স্মৃতি ভর করল যেন মনে। আভেনের রুটিগুলো উল্টে দিয়ে আবেগ সামলে নিল সে, তারপর বলতে শুরু করল, 'কয়েকবছর ধরে টেক্সাসের অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। সরকার আমাদের র‍্যাঞ্চ নিয়ে নিল। আমি লেখাপড়া জানি, তাই স্কুলে শিক্ষকতার একটা চাকরি জুটিয়ে নিলাম। সান সাবা শহরের একপাশে স্কুলটা। অনেকদিন কোমানচিদের কোন উৎপাত ছিল না ওই অঞ্চলে, ওদের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা।

'একদিন স্কুল ছুটির পর বাড়ি যাব, এমন সময় শুরু হলো ঝড় আর বজ্রপাত। বাচ্চারা দৌড়ে যে যার বাড়ির পথে চলে গেছে। বাড়ি কিছুটা দূরে বলে ছোট দুই ভাই বোন আটকে গেল। বাধ্য হয়ে ওদের নিয়ে স্কুলেই থাকলাম আমি। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি নামল। হঠাৎ খেয়াল করলাম কোমানচিরা ঢুকে পড়েছে স্কুল বিল্ডিঙে। আমাদের কাছে একটা বন্দুকও ছিল না।

'দলের মধ্যে যুবকমত একজনের নাম "শত্রু নিধনকারী", আমার চুলের দিকে লোভীর দৃষ্টিতে তাকাতে দেখলাম তাকে। হাতের টাঙ্গি উঁচিয়ে আমাকে খুন করতে আসছিল সে, এমন সময় আরেকজন ঢুকল, তার নাম "মোষ সন্ধানকারী"। লোকটা আমাকে খুন করতে নিষেধ করল, বলল সে বিয়ে করবে আমাকে। পরে বাচ্চা দুটো আর আমাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলল।

'বিরাট দল ছিল। কোন মেয়ে বা বাচ্চা ছিল না ওদের সাথে। বিভিন্ন র‍্যাঞ্চ থেকে শ'চারেক ঘোড়া ছিনিয়ে এনেছে। সাদা লোকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে দ্রুত ছুটল ওরা। স্যাডলবিহীন ঘোড়ায় চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল আমাদের, বিশেষ করে ছোট ছেলেটার।

'এমনিতেই দুর্বল শরীর ছিল ওর, তার ওপর চলতে চলতে বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল। আমি যে একটু সাহায্য করব ওকে, সে সুযোগও ওরা দিল না। উল্টে শত্রু নিধনকারী কাঁটাওয়ালা মেসকিটের একটা টুকরো দিয়ে অনবরত পিটিয়ে রক্তাক্ত করছিল বাচ্চাটাকে। একসময় নির্জীব হয়ে পড়ে গেল ও। মারা যায়নি তখনও। দুই যোদ্ধা ওর ছোট্ট শরীরটা উঁচুতে ছুঁড়ে মারল, তারপর শত্রু নিধনকারী খোলা সড়কি দিয়ে মাছের মত গেঁথে ফেলল।

চোখ বুজল ক্যারল। গাল বেয়ে পানি নামছে। 'ও একটা আস্ত পিশাচ,' ঘৃণায় চেহারা বিকৃত করে ফেলল মেয়েটা। 'নরক থেকে বেরিয়ে আসা সাক্ষাৎ শয়তান।

'তিনদিন পর ক্যাপ রকের কোন একখানে রেখে যাওয়া নিজেদের পরিবারের সাথে যোগ দিল দলটা। এরপর এক প্রকাণ্ড ক্যানিয়নে ঢুকলাম আমরা। অতবড় ক্যানিয়ন দেখা দূরে থাক, কল্পনাও করতে পারিনি কখনও। মাঝখান দিয়ে একটা ক্রীক বেরিয়ে গেছে জায়গায় জায়গায় একশো ফুট পর্যন্ত খাড়া হয়ে

আসমানে উঠে গেছে দেয়াল। কিছু সময়ের জন্য ওখানে ক্যাম্প করলাম আমরা। মেক্সিকান কোমানচেরো ব্যবসায়ীরা (COMANC-HERO) এসে অর্ধেকের মত ঘোড়া বিনিময় করে নিয়ে গেল ওখান থেকে।

'ওদের একজন প্রচুর জিনিসের বিনিময়ে আমাকে নিতে চাইল, বলল সে আমাকে সান সাবায় ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু তার চোখ দেখে বুঝেছি মিথ্যা বলছে লোকটা। যাই হোক, মোষ সন্ধানকারী কিছুতেই রাজি হলো না আমাকে বিনিময় করতে। এরপর কিছুটা বয়স্ক এক লোক এল, নাম ফেলিক্স আলভারেজ। আমাকে আর বাচ্চা মেয়েটাকে দেখে লোকটার খুব মায়া হলো, আমার বয়সী তার এক মেয়ে নাকি হারিয়ে গেছে। ছোট মেয়েটাকে নিয়ে নিল সে, হয়তো সে বাড়ি পৌঁছেও গেছে।

'এরপর আমার বিনিময়ে সে তার সবকিছু দেয়ার প্রস্তাব করল। কাজ হলো না। মোষ সন্ধানকারী আমাকে বিয়ে করবে, আর শত্রু নিধনকারী চুলের জন্য আমার খুলি কেটে নেবে। যখন বুঝল বেশি চাপাচাপি করলে বিপদ ঘটবে, তখন আমাকে উদ্ধার করার আশা সে ছেড়ে দিল। যাবার সময় আলভারেজের চোখ ভেজা দেখেছি আমি।

'মেয়েটাকে নিয়ে যেদিন আলভারেজ চলে গেল, সেদিন একটা ছুরি চুরি করি আমি। ক্রীকের কাছে যেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করি, কিন্তু পারিনি। তখন মনে হলো ফেলিক্স আলভারেজ হয়তো আবার আসবে, আমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করবে। যদিও জানতাম সে চেষ্টা তার জন্য আত্মহত্যারই শামিল হবে।

'কেন জানি না, জোর না খাটিয়ে সর্দার বিয়ের জন্য আমার মত আদায়ের চেষ্টা করতে থাকল। মুক্তি পাবার আশা জেগে ছিল বলে তাকে ঠেকিয়ে রাখার কৌশল নিলাম আমি। শত্রু নিধনকারীও তার ওপর চাপ দিয়ে চলল যাতে সর্দার আমাকে তার হাতে তুলে দেয়।

'মাত্র কিছুদিন হয় আমরা এখানে এসে ক্যাম্প করেছি,

শীতকালটা এখানেই কাটানোর ইচ্ছা ওদের। আমি জানতাম দিন শেষ হয়ে আসছে। আমাকে হয় সর্দারের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নইলে মাথার খুলির আশা ছেড়ে দিতে হবে।

'আজ সকালে তোমার গুলিতে মোষ সন্ধানকারী খুন হয়েছে। শত্রু নিধনকারী এবার সর্দার হয়ে বসবে। যেভাবে পারে ঘোড়া জোগাড় করে তোমার পেছনে লাগবে সে। এই অঞ্চলের যেখানেই থাকো তুমি, ও তোমাকে খুঁজে বের করবেই। এটাই ওর স্বভাব। মানুষ নয় ও।'

ক্যারলের মানসিক অবস্থা চিন্তা করে মনস্থির করতে চেষ্টা করল জিম। 'কাছাকাছি টেক্সাসের কোন শহর এখন থেকে কত দূরে বলতে পারো?'

মাথা নাড়ল ক্যারল। 'আমি জানি না। হয়তো দুশো মাইলের কম হবে না। তবে পথ ভীষণ দুর্গম, বিপজ্জনক। শুনেছি কোন সাদা মানুষ আজ পর্যন্ত ও পথ মাড়াবার চেষ্টাও করেনি। ইন্ডিয়ানরাই শুধু ব্যবহার করে ও পথ।'

'তোমার আসার ট্রেইল দেখলে চিনতে পারবে না তুমি?'

'বেশিরভাগ সময় এত দ্রুত চলেছি আমরা যে কোনকিছু ঠিক ঠিক দেখে রাখার সুযোগই পাইনি।'

চিন্তিত হয়ে পড়ল গ্যারি। 'তাহলে তো কানসাস যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ডজ সিটি থেকে ট্রেনে পুবে যাবে তুমি। তারপর কোন ট্রেইল শহরে নেমে গরু বিক্রি করতে আসা কাউবয়দের আউটফিটের সাথে ফিরতে পারবে।'

ওয়াগনগুলোর দিকে একনজর তাকাল ক্যারল। 'কানসাসের পথও নিশ্চই অনেক দূর হবে। তোমার ওয়াগন অর্ধেক খালি এখনও। এ অবস্থায় আমার জন্য ফিরে গেলে তোমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে, তাই না?'

শুধু ক্ষতি নয়, গ্যারি জানে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু সে কথা

বলা যায় না মেয়েটাকে—ওর মন ভেঙে যাবে হয়তো। তাই ঘুরিয়ে বলল, 'তোমাকে বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা তো করতে হবে আমাদেরকে।'

আবার মাথা নাড়ল মেয়েটা। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'দেরি এমনিতেই অনেক হয়ে গেছে, আরও কিছুদিন হলে বড় কোন ক্ষতি হবে না আমার। কিন্তু তোমাদের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে এ অবস্থায় ফিরে গেলে, সেটা বুঝতে পারছি আমি।'

'হাইড ক্যাম্প কোন মেয়ের উপযুক্ত জায়গা নয়।' চারদিক থেকে তাকিয়ে থাকা ক্রুদের দেখল জিম।

'আমি জানি তুমি কি ভাবছ,' বলল ক্যারল। 'নিশ্চিন্ত থাকো তুমি, মিস্টার গ্যারি। কোন ঝামেলা সৃষ্টি হতে দেব না আমি। তুমি বুঝতেও পারবে না আমি এখানে আছি।' উঠে গিয়ে আভেনের ঢাকনি খুলে বাদামী হয়ে আসা রুটি আর স্টেক প্লেটে বাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

সেদিকে তাকিয়ে ভাবল গ্যারি, ভুল বলেছে মেয়েটা। ও এখানে আছে, কথাটা মুহূর্তের জন্যও কেউ ভুলবে না।

বারো

পশ্চিম দিকে একটানা পাঁচদিন এগিয়ে ক্যাম্প করল জিম গ্যারি। এরমধ্যে বেশ কয়েকটা ক্রীক আর স্ট্রীম পেরিয়ে এসেছে ওরা, সবই ক্যানাডিয়ানে গিয়ে মিশেছে। পথে সব জায়গাতেই যথেষ্ট মোষের চিহ্ন দেখা গেছে।

প্রায় সুস্থ এখন টম রিওরডান, কিন্তু ক্যারল ওকে সব কাজ করতে দেয় না, নিজেই সেরে ফেলে বেশিরভাগ। এমনকি টমের পাশে বসে চাক ওয়াগন চালানোর কাজটাও। সাহায্য করার জন্য আর কাউকে সাথে দেয়ার প্রস্তাব করতে একগাল হেসে গ্যারিকে বলল টম, 'কি দরকার, আসল কাজের ক্ষতি হবে তাতে। ভালই তো চালাচ্ছে ক্যারল। আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।'

ওর অসুবিধা হবার প্রশ্নই ওঠে না, তা সে বোঝে। ব্যাটা বরং মহা সুখে আছে। ওর ধারণা, ক্যারলকে সরিয়ে অন্য কাউকে তার সাহায্যকারী হিসেবে দিলেই বরং সে বেঁকে বসবে। লোকটার কথা বলার ধরন পাল্টে গেছে এরমধ্যে। সেভ করে প্রতিদিন, যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শুধু সে কেন, দিন যত যাচ্ছে ক্যাম্পের লোকগুলোর মধ্যে ততই এক ধরনের পরিবর্তন আসছে। এমনকি বুড়ো উইলিস পর্যন্ত আজকাল নিজের ভাঙা আয়নায় চোখ বুলিয়ে নেয় ফাঁক পেলেই। মাথায় চিরুনিও চালায়।

পুবের তুলনায় এখানকার অবস্থা মন্দ নয়, শিকার ভালই মেলে। প্রায় সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়েই গ্যারি বিশ-ত্রিশটা করে মোষ শিকার করতে পারছে। উইলিসকে নিয়ে একদিন বড়সড় একটা পাল দেখে শিকারে মেতে উঠল সে। তেপ্পান্নটা মারল জায়গায় দাঁড়িয়ে। এরপর জায়গা ছেড়ে কিছুটা সরতে হলো ওদের আবার শুরু করার জন্য। ঝোড়ো আবহাওয়ার জন্য একদিন শুধু শিকার বন্ধ রাখতে হয়েছিল ওদের। তারপর থেকে পরিস্থিতির আরও উন্নতি হলো।

তবু কেন যেন অধৈর্য হয়ে উঠছে ও। আর কোথাও যাবার, আর কোন কাজ করার দাবি উঠছে ভেতর থেকে। কিন্তু কারণটা ঠিক পরিষ্কার বুঝতে পারছে না ও। শুধু বুঝতে পারছে—মোষ শিকার আর ভাল লাগছে না।

একদিন শিকার শেষে স্কিনারদের কাজ দেখছে জিম। উইলিস

এসে ঘোড়া থেকে নামল, আড়মোড়া ভেঙে অবসাদ দূর করে ওর পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। 'কি ব্যাপার, জিম, তোমাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কেন?'

'স্কিনারগুলোর কাণ্ড দেখো, কেমন ঢিলে দিয়ে কাজ করছে হতচ্ছাড়াগুলো!'

মন দিয়ে কিছুক্ষণ লোকগুলোর কাজ দেখল উইলিস। তারপর ওর দিকে ফিরে বলল, 'ঠিকই তো করছে ওরা। আমার মনে হয় তুমিই বরং অধৈর্য হয়ে পড়েছ, তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফিরতে চাইছ। আর সেটা খিদে পেয়েছে বলে নয়, টমের মত তুমিও ওই টেক্সান ছুকরিটার চরকিতে পাক্ খেতে শুরু করেছ বলে।'

চেহারার রঙ পাল্টে যেতে টের পেল গ্যারি, বুড়ো জায়গামতই খোঁচা মেরে বসেছে। বুড়ো জানে না, তাকে আড়াল করে আজকাল তার ভাঙা আয়নায় ও নিজেও চেহারা দেখে। সুযোগমত মেয়েটাকেও দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। ওর মৃদুস্বরে সুন্দর করে বলা কথা শুনতে ভাল লাগে জিমের।

দিন যাবার সাথে সাথে আসল চেহারা ফিরে পাচ্ছে মেয়েটা। বয়সও যেন অনেক কমে গেছে, গায়ের রঙ, কমনীয়তা, চঞ্চলতাও ফিরে আসছে ওরমধ্যে। কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে মিষ্টি সুরে গুন গুন করে গানের সুর ভাঁজে।

উইলিসকে একদিন বলল গ্যারি, 'শুরুতে ভেবেছিলাম মেয়েটা ঝামেলা পাকিয়ে তুলবে ক্যাম্পে। এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল ছিল।'

শুকনো গলায় বলল বৃদ্ধ, 'কাজ শেষ করে ডজে ফিরতে এখনও দেরি আছে আমাদের, তাই এখনই নিশ্চিত হওয়া যায় না। সবার চোখ আছে মেয়েটার ওপর। বিশেষ করে তোমার বন্ধু টেট রিলিঙ যখন ওর দিকে তাকায়, তখন খেয়াল করে দেখো। সে দৃষ্টি কোন সভ্য লোকের নয়।'

দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, মোষের চামড়ার বান্ডিলও বাড়ছে চক্‌চকে চামড়ায় খালি ওয়াগন ভর্তি হতে দেখে জিম খুশি। আরও একটা ওয়াগন ভরে গেল। 'দূরে যাবার দরকার হবে না আমাদের, ক্যাপ,' একদিন বলল ও। 'দু'চারদিনের মধ্যে এখান থেকে ক্যাম্প গুটিয়ে আমরা বরং উত্তরে এগিয়ে যাব। ক্যানাডিয়ানের আশেপাশেই শিকারের বাকি কাজ সেরে নিতে পারব। দক্ষিণে থাকার আর দরকার নেই, কি বলো?'

খুশি হয়ে নড করল বৃদ্ধ। তার মনের খবর বুঝতে ভুল হলো না জিমের। পুরনো অভ্যাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে উইলিসের। একই ঘটনা ঘটাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে লোকটা।

আরও একটা ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও, সাধারণত ফিরে যাবার সময় ঘনিয়ে এলে ক্রুর দল উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। শহরে ফিরে মজুরি পাবে, তারপর আনন্দ ফুর্তিতে মেতে উঠবে তারা, ইত্যাদি কল্পনা করে বাতাসের মত হালকা হয়ে যায় সবার মন। ভাল শিকারের শেষ দিনগুলোয় সবাইকে খুব খুশিমনে কাজ করতে দেখা যায়। অথচ এবার পরিস্থিতি আলাদা মনে হচ্ছে। ক্রুদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা, দু'একবার ঝগড়াঝাঁটি বেধে ওঠার মুহূর্তে জিমকে হস্তক্ষেপ করতে হলো।

'মনে হয় ইন্ডিয়ানদের আসর পড়েছে সবার ওপর,' মন্তব্য করল রিওরডান। 'যদিও কেউ দেখেনি ওদের, কিন্তু বাতাসে নাক পাতলে ওদের গন্ধ টের পাই আমি।'

পরিস্থিতি জটিলতর করে তুলল জো শটেন। জিমের সতর্ক করে দেবার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে নতুন করে পোকার খেলা চালু করেছে লোকটা। বেপরোয়া হাত সাফাই করে প্রতিদিন জিতে চলেছে সে। ক্রুদের অনেকেই এরমধ্যে তার কামাইয়ের চাইতেও বেশি ধার করে ফেলেছে ওর কাছে। প্রচুর হেরে শাইলো প্লাটেরও মাথা খারাপ। ওর মত ষাঁড়ের আচরণের জন্য ধারে কাছে ঘেঁষে না

কেউ। তবুও খেলা চলছেই, যেন এ নেশার হাত হতে মুক্তি নেই ওদের।

দুশ্চিন্তায় সারাক্ষণ তটস্থ থাকে জিম। রাতে ভাল ঘুমাতেও পারে না। সেদিন শেষরাতের দিকে কখন যেন চোখ লেগে এসেছে ওর, হঠাৎ কারও চিৎকার শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। ভোর হয়ে গেছে এরমধ্যে। ঘোড়া আর খচ্চরগুলোর জন্য ছোট ছোট কটনউড গাছ কেটে তৈরি করা কোরালের দিক থেকে শোরগোল আসছে। জায়গাটা ওর তাঁবুর কাছাকাছি। দ্রুত ছুটল ও।

ক্রুদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে দেখল এক পুকুর রক্তে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জো শটেন। হাঁ হয়ে থাকা পেটের নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। তার খুলিও গায়েব। গ্যারিকে দেখে একসাথে হড়বড় করে উঠল ক্রুর দল, 'ইন্ডিয়ান! নিশ্চই হারামজাদা কোমানচিদের কাজ। দেখেছ, কিভাবে কেটে নিয়েছে ওর খুলি?'

ভাল করে মৃতদেহটা দেখল গ্যারি, তারপর সবার দিকে তাকাল। শাইলো প্লাটকে দেখতে পেল একটু দূরে সবার থেকে আলাদা বসে আছে একটা ওয়াগনের চাকায় হেলান দিয়ে। তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, দৃষ্টিতে কোন বিকার নেই। 'কেটে নয়,' গম্ভীর গলায় বলল ও। 'বলা যায় উপড়ে নিয়েছে। ইন্ডিয়ানদের এমন কাঁচা কাজ দেখেছ কেউ কখনও?'

চুপ করে গেল সবাই। হতভম্ব হয়ে গেছে। একজন এগিয়ে এসে বলল, 'শেষরাতে আমার আগে ও পাহারায় ছিল। আমাকে ডাকেনি বলে উঠতে পারিনি। এখন দেখছি এই অবস্থা, ইন্ডিয়ান না হলে কে করল এমন জঘন্য কাজ?'

'যে কেউই করতে পারে,' বলল ও। সবার দিকে তাকাল আবার। 'পোকার খেলে তোমরা প্রায় সবাই দেনা হয়েছ ওর কাছে। ইদানীং তোমাদের মধ্যে একজন বন্ধুও ছিল না লোকটার। তোমাদের ধারের স্লিপগুলো সবসময় ও পকেটে পুরে রাখত।

ক্যাপ, দেখো তো ওর পকেটগুলো!'

একের পর এক পকেটগুলো উল্টাল উইলিস। সব পকেট ফাঁকা, কোন স্লিপ নেই। কঠিন দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকাল গ্যারি। 'দেখলে তো? এখন কারও কোন দেনা নেই শটেনের কাছে। তাহলে?'

কথা বলল না কেউ। জিমের কথার অর্থ বুঝতে পারছে সবাই। একজন অপরজনের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন তাকেই খুনী ঠাওরাচ্ছে। একটুপর গর্ত করে হতভাগ্য লোকটাকে কবর দিল ওরা। কি করুণ পরিণতি, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবল জিম।

একদিন সকালে ওর তাঁবুতে এল ক্যারল। 'আগামীকাল কি বার, জানো তুমি, মিস্টার গ্যারি?'

'কি জানি, বৃহস্পতি বা শুক্রবার হবে হয়তো, ঠিক মনে নেই।'

'বৃহস্পতিবার, থ্যাঙ্কসগিভিং ডে। আমার ইচ্ছা রাতে কিছু ভাল খাবারের ব্যবস্থা করি। মানুষগুলো গত কয়দিনে মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভাল খাওয়া দাওয়া পেলে মনে হয় আবার চাঙা হবে ওরা।'

বিস্মিত হলো গ্যারি, জীবনে কত থ্যাঙ্কসগিভিং পার হয়ে গেছে, খেয়ালই করেনি কোনদিন। উৎসাহী হয়ে বলল, 'ক্রীকের উজানে চায়নাবেরির ঝোপে প্রচুর টার্কি দেখেছি গতকাল, মনে হয় সেক্ষেত্রে ওগুলোর সদ্গতি করতে পারবে তুমি।'

পরদিন সকালে মোষ মারার শার্পস বিগ ফিফটির বদলে শটগান বের করল ও। উইলিসকে একাই মোষ শিকারে পাঠিয়ে দিল। 'ক্যারলের ইচ্ছা রাতে থ্যাঙ্কসগিভিং ডিনারের ব্যবস্থা করবে, আমি দেখি কয়েকটা টার্কি মেরে আনতে পারি কি না।'

কৌতুক ফুটল বৃদ্ধের চোখে। 'এতদিনে ছোকরার ঘিলু পরিষ্কার হচ্ছে। আমার অবশ্য কারও জন্য টার্কি মারার সুযোগ হয়নি

কোনদিন। যাও যাও, এসব ব্যাপারে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।' চোখ মট্‌কে বেরিয়ে পড়ল ক্যাপ উইলিস।

শটগান হাতে থাকলেও স্যাড়ল গান স্ক্যাবার্ডে রাখতে ভুলল না জিম। বলা যায় না, পাহাড়ের ওপাশ থেকে শত্রু হঠাৎ এসে পড়তে পারে। গ্যারির স্যাডল রেডি দেখে এগিয়ে এল ক্যারল। 'তোমার সাথে আমিও যেতে চাই। কিছুটা বেড়ানো হবে, আর দরকার মত তোমাকে সাহায্যও করতে পারব। একঘেয়ে লাগছে ক্যাম্পে।'

সঙ্গ ভাল লাগবে জেনেও মেয়েটিকে নিরুৎসাহিত করতে চেষ্টা করল গ্যারি। 'তোমাকে নিতে আপত্তি নেই, কিন্তু ইনযুনদের হুমকি আছে যে?'

হাসল মেয়েটা। 'থাকলেই বা কি, তুমি আছ না? তাছাড়া রাইফেল আমিও চালাতে জানি, একটা নিয়ে নেব সাথে। প্লীজ! আপত্তি কোরো না।'

আর আপত্তি করল না ও। ক্যারল রাইফেল চালাতে পারে শুনে নিশ্চিন্ত। 'বেশ, চলো তাহলে।'

টেট রিলিঙের ওয়াগন আর চামড়া শুকানোর জায়গার পাশ দিয়ে এগোল ওরা দু'জন। জিমকে নড করে ক্যারলের দিকে তাকাল সে। লোকটার ব্যাপারে ভাল ঠেকল না ওর, ক্যাপ উইলিসের মন্তব্য মনে পড়ে গেল।

বেশ কিছুদূর গিয়ে পেছনে তাকাল ক্যারল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'তোমার বন্ধুকে ঠিক পছন্দ হয় না আমার।'

'মানুষটা মন্দ নয়,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল গ্যারি। 'একটু গায়ে পড়া ভাব আছে এই যা। কিছুটা স্বার্থপর হলেও মানুষ ভালই। প্রয়োজনে স্বার্থপর হতে না জানলে ফ্রন্টিয়ারে টিকে থাকা অসম্ভব। ও কিছুটা ভাবপ্রবণও, এই দেখবে প্রাণ খুলে হাসছে, পরক্ষণেই আবার কঠোর। আর পরোপকারের ব্যাপারে যথেষ্ট উদার ও। আমার জান বাঁচিয়েছে ডজ সিটিতে এই সেদিনও। ওর ওপর আমার

আস্থা আছে, ক্যারল।'

পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যারল। 'আমি জেনেছি, তুমি না হয়ে যদি টেট রিলিঙ ওয়াগন মাস্টার হত, তাহলে কোনদিনই উদ্ধার পেতাম না আমি।'

সারাক্ষণ বক্‌বক্ করতে থাকা কুকের কথা মনে হলো জিমের, এখবর নিশ্চই সে ফাঁস করেছে মেয়েটার কাছে। 'কে বলেছে এসব? একদম বাজে কথা।'

'কেউ বলেনি, এমনিতেই জেনেছি। তুমি না হলে আজও বন্দী থাকতে হত আমাকে। কি জানি, হয়তোবা খুনও হয়ে যেতাম ইন্ডিয়ানদের হাতে। তোমার কাছে এক জীবনের ঋণ হয়ে গেল আমার, গ্যারি।'

'আমার কাছে কারও কোন ঋণ নেই, ক্যারল। তোমারও না। বরং তোমার কাছেই আমি ঋণী হচ্ছি প্রতিদিন। তুমি জানো না, ক্যাম্পে এখন কত প্রয়োজনীয় তুমি। তোমার দেশে ফিরে যাবে তুমি, একথা আমি ভাবতেও পারছি না।' আবেগে ক্যারলের ঘনিষ্ঠ হতে মন চাইল ওর।

'আমারও যেতে ইচ্ছে করছে না, এখানে খুব ভাল লাগছে। যদি এখানেই থেকে যেতে পারতাম চিরকাল, মনে হয় ভাল হত।'

'তুমি বিয়ে করোনি বলেছিলে,' বলল গ্যারি। 'কাউকে কথা দিয়েছ?'

মাটিতে নিজের ছায়ার দিকে তাকাল ক্যারল। কিছুটা যেন আনমনা হয়ে পড়ল। 'একজন আছে ওখানে—আমরা একসাথে বড় হয়েছি। কিছু কিছু কথা হয়েছে আমাদের এ ব্যাপারে। তবে…'

নিজেকে গুটিয়ে নিল জিম গ্যারি। আর এগোনো ঠিক হবে না।

তেরো

ওদের দু'জনকে ঘোড়ার দুদিকে অনেকগুলো টার্কি ঝুলিয়ে ফিরতে দেখে পানি গরম করতে লেগে গেল কুক। পাখিগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে রোস্ট করতে লেগে গেল। ক্যারল সাহায্য করল তাকে। শেষ হয়ে আসছে আরও একটা দিন। চামড়া শুকানোর ইয়ার্ডে হাইড হ্যান্ডলাররা ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে। ভালভাবে শুকিয়ে যাওয়া চামড়াগুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে জড়ো করছে, বান্ডিল বানিয়ে ওয়াগনে তুলবে। স্কিনারদের ফিরে আসার সময় হয়েছে। ওরা সাথে করে নিয়ে আসবে আজকের শিকার করা মোষের কাঁচা চামড়া। ইয়ার্ডের খালি জায়গায় বিছানো হবে ওগুলো।

দূরে গাছের ছায়ায় বসে ওদের কাজ দেখছে জিম। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে টম আর ক্যারলের রান্না। ওদের সাহায্য করা দরকার বোধ হলেও উঠল না, বসেই থাকল। নানারকম ভাবনা এসে জড়ো হচ্ছে মনে।

একটুপর ফিরল উইলিস আর স্কিনারের দল। নতুন আনা চামড়া গুণে বুঝিয়ে দিল হ্যান্ডলারদের, তারপর হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসল জিমের পাশে। শিকার ভাল হওয়ায় বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। রাইফেল পরিষ্কার করতে করতে হালকা মেজাজে বলল সে, 'কি হে ছোকরা, গোমড়ামুখে বসে আছ যে একা একা! টার্কি মেলেনি? নাকি জমেনি ক্যারলের সাথে?'

মাথা দোলাল জিম। 'টার্কি পেয়েছি।'

'চমৎকার দেশ!' বলল উইলিস। 'একটু লবণ, দেশলাই, গান পাউডার আর সীসা থাকলে এখানে কারও না খেয়ে মরার কারণ নেই। আদিকালের মানুষের মত নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকতে পারবে।' অতীত দিনের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বৃদ্ধ। 'অন্য সব জায়গাও একদিন এমনই ছিল। সহজ সুন্দর জীবন ছিল মানুষের। সেসব আমরা ধ্বংস করে ফেলেছি।'

'আমিও এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম, ক্যাপ। যতদিন যাচ্ছে ততই এসব জায়গা ভাল লাগছে আমার। মনে হচ্ছে সারাজীবন এরকম জায়গার কথাই ভেবেছি। সূর্য ডোবার সময় চারদিকে তাকিয়ে দেখেছ? প্রকৃতির শোভার আসল রূপ দেখার সেটাই সঠিক সময়। আমার মন চায় যেন এই শোভা চিরকাল এমনই থাকে, এরই মাঝে যেন আমি আমার জীবন কাটাতে পারি।'

মলিন হয়ে উঠল বৃদ্ধের চেহারা। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু তিন-চার বছরের মধ্যে এ অঞ্চলের মোষও শেষ হয়ে যাবে আরকানসর মত, তখন বাঁচবে কি করে?'

'জানি না। তবে টমের মুখে টেক্সাসের গরু ব্যবসার কথা শোনার পর থেকে ওটা নিয়ে ভেবেছি। মনে হয় কাজটা এখানে জমবে ভাল। অঞ্চলটা মোষের জন্য যেমন উপযোগী, গরুর জন্যও তেমনি হবে বলে আমার ধারণা। এদিককার ঘাস লক্ষ্য করেছ? আরকানসর মত নয় কিন্তু, এ ঘাস শীতেও মরে না বা শুকিয়েও যায় না। গরুর খাবারের কোন অভাব হবে না এখানে।'

'কোমানচিদের কথা ভেবেছ? তোমার ভাবনার কথা ওরা পছন্দ করবে বলে মনে হয় না।'

'মোষ শেষ হয়ে গেলে কোমানচিদের নিয়ে সমস্যাও আশাকরি থাকবে না। খাবারের প্রয়োজনে ওরা হয় অন্য কোথাও সরে যাবে, আর নয় তো আমাদের সাথে মিলে মিশে থাকতে চেষ্টা করবে।'

নড করল উইলিস। 'সে কথা অবশ্য ঠিক। তবে তোমার তো গরু পালনের অভিজ্ঞতা নেই, জিম। গরুর র‍্যাঞ্চ চালাতে হলে অভিজ্ঞতার দরকার হবে।'

'মানুষ চাইলে সব শিখে নিতে পারে।' মৃদু হাসল ও। 'তুমি আর আমিও শিখে নেব সে সব। ফ্রন্টিয়ারে আশা করার মত কিছু দেখি না। কিন্তু এখানেই কোথাও তুমি আমি মিলে বেঁচে থাকার সম্মানজনক একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করে নিতে পারব।'

খুশি হতে গিয়েও মলিন হয়ে উঠল বৃদ্ধের চেহারা। 'আমার দ্বারা আর কিছু হবে বলে মনে হয় না। বুড়ো হয়ে গেছি। নতুন জীবন শুরু করার সময় নেই, তাই এখানেই কোথাও বয়ে চলা বাতাসের শব্দ, নেকড়ের ডাক শুনতে শুনতে যদি মরতে পারতাম, বোধহয় শান্তি পেতাম।' জিমের পেটে তর্জনীর গুঁতো মেরে বলল, 'তবে তোমার কিন্তু শুরু করা উচিত।

'খানিকটা জমি নিয়ে গরু জোগাড় করে কোথাও বসে পড়ো তাড়াতাড়ি। তারপর একটা বউ জোগাড় করে নাও। আমার মত একা জীবন কাটাতে গেলে পরে কষ্ট পাবে, জীবন অর্থহীন মনে হবে একসময়। কাজটা এখনই সেরে ফেলো। ক্যারলের মত একটা ভাল মেয়েকে বিয়ে করে সংসার শুরু করে দাও। তোমার জায়গায় আমি হলে ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবার চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিতাম অনেক আগে।'

অস্বীকার করার উপায় নেই বৃদ্ধ ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু সে জানে না ক্যারলকে পাবার আগেই হারিয়েছে গ্যারি। আগে থেকেই অন্য কারও হয়ে আছে সে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও, তাকাল চারদিকে।

অন্ধকার নেমে এসেছে। কাজ শেষ করে ক্রুরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ছোট ছোট দলে জটলা করছে। কেউ কেউ রান্নার জায়গার আশপাশ দিয়ে অকারণে ঘুরঘুর করছে।

রান্না শেষ, খাবার রেডি। রোস্টের গন্ধে ধৈর্য ধরতে না পেরে এক ক্রু তার টার্কির বড় এক টুকরো খসিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি মুখে পুরে দিল, বার দুয়েক চিবাল, তারপরই হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল। 'ওয়াক থুঃ!' করে ফেলে দিল সে রোস্ট, চেহারা বিকৃত করে থু থু ফেলছে আর অনবরত কাশছে। বুঝতে না পেরে আরেকজন নিজের রোস্টের ছোট এক টুকরো মুখের কাছে তুলে চেখে দেখল, পরক্ষণে প্লেটসুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'তেতো!' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'মা গো! বিষ তেতো!'

ওদের পাত্তা না দিয়ে নিজের টার্কিতে বড় করে এক কামড় বসিয়ে দিল প্লাট, পরক্ষণেই চেহারা বিগড়ে গেল, দশ ফুট দূরে ছুঁড়ে ফেলল সে টুকরোটা। হাতের প্লেট কোনদিকে গেল কেউ বুঝতে পারল না। চোখ মুখ বিকৃত করে ঘুসি পাকিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে তেড়ে গেল সে কুকের দিকে। 'শালা, বজ্জাত কোথাকার! আমাদেরকে বিষ খাইয়ে মারার মতলব করেছ! আজ তোমার বাবুর্চিগিরির বারোটা বাজিয়ে দেব!'

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে টমের, মাথায় কিছু ঢুকছে না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ক্যারলও তাকিয়ে আছে মহা শোরগোল করতে থাকা ক্রুদের দিকে। এত যত্নে তৈরি করা খাবার নিয়ে লোকগুলো এমন করছে কেন ভেবে পাচ্ছে না। টমের বুকের কাছে শার্ট মুঠো করে ধরে তার ছোট্ট শরীরটা শূন্যে তুলে ফেলল প্লাট, জোর ঝাঁকির সাথে অন্যহাতে তার দু'গালে চড়াতে থাকল। ব্যথা পেয়ে পানি এসে গেল কুকের চোখে। হতভম্ব হয়ে দুর্বল ভাষায় প্রতিবাদ করতে চাইল সে, কিন্তু কাজ হলো না।

দ্রুত ছুটে এসে ওকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল গ্যারি, সুযোগ পেয়ে ঝট্‌কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল টম। প্লাটের আক্রোশ এসে পড়ল জিমের ওপর। 'তোমাকেই এর জবাব দিতে হবে, গ্যারি। তোমার লাই না পেলে হারামজাদার সাহস হত না এই

অপকর্ম করার।' এগিয়ে এসেই হাত চালিয়ে বসল ও জিমের মাথা লক্ষ্য করে।

চট্ করে মাথা নিচু করে নিল ও, লোকটার পেটের ওপর সজোরে মারল হাঁটু দিয়ে। হুঁক! করে শব্দ বেরোল প্লাটের মুখ দিয়ে। একই সময়ে তার বিশাল পাঁজরে পরপর কয়েকটা শক্তিশালী ঘুসি চালাল ও। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল প্লাট, সে চিন্তাই করেনি এভাবে পাল্টা আক্রান্ত হতে হবে। দ্রুত সামলে নেবার চেষ্টায় জিমকে বুকের সাথে দুই হাতে চেপে ধরতে গেল সে।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে সময় লাগল না ওর, বসে পড়ে সরে আসতে চাইল লোকটার হাতের বেড় থেকে। হাত চালাল প্লাট। পুরোপুরি লাগল না, কিন্তু যতটুকু লাগল, তাতেই পেছন দিকে উড়ে গিয়ে চিত হয়ে পড়ল গ্যারি। শক্ত কিছুতে আঘাত লেগে কেটে গেল মাথার চামড়া, ব্যথাও পেল খুব। এগিয়ে আসছে প্লাট গোঁয়ারের মত, চোখে রক্তের নেশা। লোকটাকে আরও কাছে আসতে সুযোগ দিল ও। ঝুঁকে যেই ওকে তুলতে গেল প্লাট, অমনি দু'পায়ের জোড়া লাথি কষে দিল ও তার বুকে। তৈরি না থাকায় উল্টে পড়ল লোকটা। অবশ্য পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ব্যাটাকে সামলে নেবার সময় দিল না গ্যারি, ছুটে গিয়ে মাথা নিচু করে তার শক্ত পেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চিত হয়ে পড়তে পড়তেও হাত চালাল প্লাট, তার বিশাল থাবার বাড়ি খেয়ে ওর ঠোঁট কেটে গেল। পড়েই ফের উঠে পড়ল লোকটা।

চাক ওয়াগনের চাকা ধরে নিজেকে খাড়া করল। মুখে ক্রুর হাসি। 'তোমার মাতব্বরি অনেক সহ্য করেছি, গ্যারি, আজ তার হিসাব বুঝে নেব আমি।' তার হাতে সিক্সগান দেখে থমকে গেল ও, ছুটে যেতে গিয়েও থেমে পড়ল। তখনই 'ঠকাশ্!' করে প্লাটের মাথায় শক্ত কিছুর বাড়ি পড়ল। আগুন উস্কে দেবার লোহার হাতা দিয়ে পেছন থেকে গায়ের শক্তিতে মেরেছে টম রিওরডান।

ওয়াগনের চাকা ধরে টলতে টলতে বসে পড়ল প্লাট। ততক্ষণে দৌড়ে এসে ওকে ধরে ফেলেছে টেট রিলিঙ। ওদিকে ক্যাপ উইলিসের হাতে সিক্সগান উঠে এসেছে, ওটা সোজা তাক করে ধরে আছে সে প্লাটের দিকে। ক্রুরা সবাই যে যার জায়গায় জমে গেছে ঘটনার আকস্মিকতায়।

নিজের এক ক্রুর সাহায্য নিয়ে প্লাটকে ধরাধরি করে তাঁবুর দিকে নিয়ে যেতে গিয়ে অনেকটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল রিলিঙ, 'আমি দুঃখিত, গ্যারি। আহাম্মকটার কাছে একটা বোতল ছিল, কোন ফাঁকে যেন সেটা সাবাড় করে বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। আমি ওয়াদা করছি, এরকম কাজ আর করবে না ও কখনও।'

কিছু বলতে গেল গ্যারি, কিন্তু শুকনো গলা দিয়ে শব্দ বের করতে পারল না। বুক হাপরের মত উঠছে-নামছে ওর। শ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। ঠোঁটের কোণা থেকে চিকণ রক্তের ধারা গড়িয়ে নামছে। ক্যারল চাকবক্স হাতড়ে দ্রুত পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো আর আয়োডফর্ম নিয়ে এল, টমের হাতে গরম পানির পাত্র। জিমের মাথার কেটে যাওয়া জায়গাটা পরিষ্কার করে আয়োডফর্ম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল মেয়েটা। তারপর ঠোঁট আর মুখের কাটা জায়গাগুলোও ধুয়ে পরিষ্কার করে দিল।

'আর কোথাও লেগেছে, জিম?' বলল ক্যারল।

'তেমন নয়। কিন্তু ঘটনাটা ঘটল কি নিয়ে?' ওদের দু'জনের দিকে তাকাল গ্যারি।

'কিছুই বুঝতে পারছি না, জিম,' বলল কুক। 'রান্নায় কোন ভুল হয়নি আমাদের সে কথা হলপ করে বলতে পারি। তবু এমন তেতো হলো কি করে টার্কিগুলো, মাথায় ঢুকছে না আমার।'

হঠাৎ করেই ব্যাপারটা জিমের মাথায় ঢুকল। 'তাই তো! আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল আমার। টার্কিগুলো চায়নাবেরি

জঙ্গল থেকে মেরেছি। তার মানে ওই ফলই খেত ওরা। তাই ওদের মাংস তেতো। এমন একটা ভুল করলাম কি করে আমি?'

'এখন আর ভেবে কি করবে, ছোকরা,' ক্যারলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল ক্যাপ উইলিস। 'শিকারে বেরিয়ে তোমার মাথা হারিয়ে বসেছিলে বোধহয়।'

তাড়াতাড়ি সরে গেল ক্যারল কিচেন টেন্টের দিকে। যেতে যেতে ডাকল, 'টম, এসো, নতুন করে খাবার ব্যবস্থা করতে হবে, জলদি!'

'জাহান্নামে যাক থ্যাঙ্কসগিভিং ডিনার। শালাদের কপালে আছে শুকনো রুটি আর বাফেলো স্টেক, আমি তা খণ্ডাব কি করে!' উঠে গেল টম।

চোদ্দ

'ওইদিকে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে,' আকাশে ঘন কালো মেঘের ছোটাছুটি দেখে বলল উইলিস। 'মনে হয় এদিকেও নামবে।'

তার পাশাপাশি এগোচ্ছে জিম গ্যারি। ও নিজেও জানে বৃষ্টির সময় এসে গেছে, যে কোনদিন শুরু হবে। 'আর তিন-চারটে দিন সময় পেলে এখান থেকেই ঠাসাঠাসি করে ভরে ফেলতে পারব সব ওয়াগন। তাহলে কোথাও না থেমে সোজা ডজে ফিরে যেতে পারব,' ও বলল।

'ইয়ার্ডে যেগুলো শুকানো হচ্ছে, সেসব তোলা হলে আর জায়গা থাকবে না ওয়াগনে। প্রেইরির বৃষ্টি একবার শুরু হলে কিন্তু

সহজে থামতে চায় না। সেই সাথে টর্নেডো এসে পড়লে তো আরও বিপদ। জিম, আমাদের বোধহয় রওনা হওয়া উচিত।' দিগন্তে চোখ ঘুরিয়ে আনল বৃদ্ধ। 'বাতাসে ইনযুনদের গন্ধও পাচ্ছি আমি। মনে হয় ওদের নিঃশ্বাস পড়ছে আমার ঘাড়ে।'

জিমকে হাসতে দেখে খেপে উঠল লোকটা। 'হেসো না! একেবারেই সব মোষ শিকার করার নেশা চেপেছে তোমার মাথায়, তাই বুঝতে পারছ না। আমার মত অভিজ্ঞ হলে তুমিও বুঝতে পারবে আশেপাশে ওরা আছে কি নেই। চোখে দেখার দরকার হবে না।'

পেছনে তাকাল জিম। ওয়াগন দুটো নিয়ে স্কিনাররা অনেক পিছিয়ে আছে দেখে ঘোড়ার গতি কমাল। আসলে বৃদ্ধের মত ও নিজেও ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে। তবে এখনকার মোষগুলোর পশম অনেক লম্বা। ঘন, কালো আর লম্বা পশমের এই চামড়ার আলাদা কদর, রোব হিসাবে ব্যবহার করে ধনীরা। দাম অনেক বেশি পাওয়া যায় এগুলোর। মোষও প্রচুর, ক্যাম্প থেকে বেশিদূর যেতে হচ্ছে না শিকার করতে।

এতসব সুবিধার কারণেই কয়েকদিন বেশি থাকা হলো এখানে, নইলে আরও আগে ফিরতি পথ ধরত সে। পথে কিছু জুটে গেলে তুলে নিত সম্ভব হলে। ঈশ্বরের দয়ায় এমনিতেই তার লক্ষ্যমাত্রা পুরে গেছে, যথেষ্ট চামড়া হয়ে গেছে। 'ঠিক আছে, ক্যাপ, এখানকার শিকার আজই শেষ। আমি একটা ওয়াগন নিয়ে ওদিকে যাচ্ছি। অন্যটা নিয়ে তুমি ওদিকে...' শেষ করতে পারল না জিম, দক্ষিণ পুবের টিলা পেরিয়ে জনা দশেক রাইডার ছুটে আসছে দেখে থেমে গেল। ততক্ষণে উইলিসও শক্ত হয়ে গেছে।

ইন্ডিয়ান! কোমানচি ইন্ডিয়ান! 'আমরা ওয়াগন পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না, তার আগেই ওরা এসে পড়বে।' মরিয়া হয়ে আড়াল পাবার জন্য কোন পাহাড় অথবা বাফেলো ওয়ালো খুঁজল জিম।

কিন্তু কাছাকাছি কোনটাই নেই।

স্যাডল থেকে নেমে মাটিতে প্রায় শুয়ে পড়ল উইলিস। পকেট হাতড়াচ্ছে। 'জিনিসগুলো পরীক্ষা করার সুযোগ এসেছে,' বলল সে। কোন অস্থিরতা নেই তার মধ্যে। বৃদ্ধের পাশে শুয়ে নিজের রাইফেলে বুলেট ভরে তৈরি হয়ে নিল জিম। উইলিসের ফুটো করা বুলেটগুলোর কথা এতদিনে ভুলেই গিয়েছিল ও, এখন দেখতেই মনে পড়ল। রাইফেলে সেই বুলেট ভরছে সে।

অনেক কাছে এসে পড়েছে কোমানচিদের দল। রাইফেল তাক করল বৃদ্ধ, ট্রিগার টিপে দিল। কানের কাছে এত ভয়ঙ্কর শব্দে বিস্ফোরিত হলো প্রথম বুলেট যে গ্যারির নিজেরই কলজে কেঁপে গেল। এমন বিকট শব্দ কোনদিন শোনেনি ও। শোনেনি কোমানচিরাও। আরেকটা গুলি করল উইলিস। দাঁড়িয়ে পড়ল কোমানচিরা। বোঝার চেষ্টা করছে। তৃতীয় বুলেট ছুঁড়ল বৃদ্ধ। আর সাহসে কুলাল না ওদের, দুর্বোধ্য চিৎকার করতে করতে পেছন ফিরে ছুটতে শুরু করল।

আরও দুটো গুলি করল উইলিস, এ দুটোর শব্দ যেন আগেরগুলোকেও ছাড়িয়ে গেল। পালাবার প্রতিযোগিতা করছে যেন কোমানচিরা নিজেদের মধ্যে। 'ভালই বুদ্ধি বের করেছ, ক্যাপ,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল গ্যারি। 'আমাকে একটা বুলেটও ছুঁড়তে হলো না, ওদেরও কেউ খুন জখম হলো না, তবু এমনভাবে ছুটে পালাল যেন ভূতের আস্তানায় ঢুকে পড়েছিল।'

গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ। 'বেশিক্ষণ বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না ওদের। ঠিকই আমাদের চালাকি ধরে ফেলবে ব্যাটারা। এরপর এই নিয়ে ধোঁকাবাজির চেষ্টায় আর কোন কাজ হবে না।

ঘোড়ায় চড়ল ও। কোমানচিদের পালিয়ে যাওয়ার পথের দিকে তাকাল। 'ওদের সাথে আবার দেখা হবার আগেই চলো, বাড়ির পথে রওনা হই আমরা।'

লাফিয়ে স্যাডলে চড়ে বসল ডহালস। 'এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের মত কথা বললে তুমি।'

স্কিনারদের ওয়াগন দুটো পৌঁছে গেল। লম্বা পাতলা মানুষ ফার্গ ড্যানি লাফিয়ে নামল ওয়াগন থেকে। 'ধরেই নিয়েছিলাম তোমরা খুন হতে যাচ্ছ ওদের হাতে। কি ফুটিয়েছিলে তোমরা, কামান? বারার জন্মেও এমন ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিনি আমি। ভয়ে আমার খচ্চরগুলো পর্যন্ত হার্নেস ছুটিয়ে পালাতে চেষ্টা করছিল।'

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল ক্যাপ। 'তবে বুদ্ধিটা দ্বিতীয়বার কাজে দেবে বলে মনে হয় না। কোমানচিরা একেবারে বোকা নয়।'

'ওয়াগন ঘোরাও,' গম্ভীর গলায় বলল জিম গ্যারি। 'পরেরবার ওরা কি করবে তা দেখার অপেক্ষায় থাকতে চাই না আমি। ক্যাম্প গোটাও, আজই চলো।'

এমন সময় দূর থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল। অনেকগুলো শব্দ একসাথে। কান খাড়া করল ও। 'টেট রিলিঙের রাইফেলের আওয়াজ ছাড়া আরও শব্দ শুনতে পাচ্ছি! নিশ্চই বিপদে পড়েছে ও। সবাই ছোটো, সাহায্য করতে হবে!'

দু'মাইল পেরিয়ে এসেছে ওরা আগে আগে। সারাক্ষণই গুলির শব্দ শুনেছে, কখনও একটানা, কখনও বা থেমে থেমে। স্কিনারদের নিয়ে ওয়াগন দুটোও ছুটছে যত তাড়াতাড়ি ছোটা যায়। গুলির আওয়াজ এখন খুব কাছে, সম্ভবত সামনের রিজের ওপাশ থেকে আসছে।

রিজের ওপর দিয়ে তাকাতেই নিচে যুদ্ধক্ষেত্র চোখে পড়ল গ্যারির। উল্টে থাকা একটা ওয়াগনের আড়াল নিয়ে বসে আছে রিলিঙ, প্লাট আর দু'জন স্কিনার। ওদের সামনেই এদিকু ওদিক মরে পড়ে আছে চারটে খচ্চর আর রিলিঙের সয়েল।

সামনে থেকে ওদের ঘিরে তীর আর বন্দুকের গুলি ছুঁড়ছে

পনেরো থেকে আঠারোজন কোমানচি যোদ্ধা। রেঞ্জের বাইরে থাকায়, দূরে দূরে পড়া আর শব্দ করা ছাড়া ওতে কোন কাজ হচ্ছে না যদিও। ওদের তিন সঙ্গী আর তাদের ঘোড়াগুলো মরে পড়ে আছে কাছাকাছি। রিলিঙের এক ক্রুও মারা পড়েছে।

ড্যানিসহ বাকি স্কিনাররা গ্যারির ইশারা পেয়ে রাইফেল উঁচিয়ে নেমে এল ওয়াগন থেকে। ওয়াগন আর খচ্চরের দায়িত্বে একজনকে রেখে সবাই রিজের আড়ালে আড়ালে দৌড়ে দক্ষিণে এগোল। উপযুক্ত জায়গা দেখে পজিশন নিল। কোমানচিদের প্রায় সবাইকে এখান থেকে রাইফেলের রেঞ্জে পাওয়া যাবে। 'আগে ঘোড়া, তারপর মানুষ,' বলল জিম দাঁতের ফাঁক দিয়ে।

মাটিতে শুয়ে রেস্ট স্টিকের ওপর বিগ ফিফটির ব্যারেল রেখে সাইট ঠিক করল সে। প্রথম গুলিতেই কোমানচিদের একটা ঘোড়া ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। দু'পাশ থেকে ছোঁড়া অন্যদের গুলিতে আরও দুটো ঘোড়া ঘায়েল হলো।

উল্লাস আর নাচানাচি বন্ধ করে হতভম্ব কোমানচিরা দাঁড়িয়ে পড়ল। বিস্মিত হয়ে গুলির নতুন উৎস খুঁজতে লাগল। এই সুযোগে ওদের আরও দু'জন খর্তম হলো। হঠাৎ ওদের একজন হাত তুলে সঙ্কেত দিয়েই ছুট্ লাগাল, বাকিরা অনুসরণ করল তাকে। সাথে সাথে জিমের যত্নের সাথে ছোঁড়া বুলেট ধরাশায়ী করল প্রথমটিকে। পরের গুলিতে লোকটার ঘোড়া ঘায়েল হলো। সঙ্গীরা কেউ থামল না, ছুটতেই থাকল। তবে গুলির রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাবার আগে জীবিত ইন্ডিয়ানের সংখ্যা আরও তিনজন কমে গেল। পালিয়ে যাচ্ছে নেতৃত্বহীন বিভ্রান্ত কোমানচিরা।

উঠে দাঁড়াল গ্যারি। হ্যাটের ওপর পানির ফোঁটা পড়ছে টের পেয়ে মুখ তুলতেই দু'ফোটা বৃষ্টি পড়ল ওর গালে। 'মনে হচ্ছে যুদ্ধ শেষ।'

'নাকি শুরু!' বলল উইলিস। 'চলো দেখি, ওদের বোধহয়

সাহায্য দরকার। ঘোড়া, খচ্চর সবই তো দেখছি মারা পড়েছে।'

ওদের সাড়া পেয়ে ঘুরল রিলিঙ। গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে পড়ল। 'প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছ আমাদের তুমি, গ্যারি,' বলে উঠল সে। 'একেবারে ঠিক সময়ে এসেছিলে।'

মাথা দোলাল ও। 'সমান সমান হয়ে গেল। ডজে আমাকে একবার বাঁচিয়েছিলে তুমি।'

'কোন দরকার ছিল না ওর বীরত্ব দেখানোর,' খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে উঠল প্লাট। 'শয়তানের বাচ্চাদের আমরাই খতম করে দিতে পারতাম, টেট।' জিমের প্রতি তীব্র ঘৃণা আর আক্রোশে জ্বলছে চোখ। ধুপ্ ধাপ্ পা ফেলে মৃত ইন্ডিয়ানদের দিকে চলে গেল অকৃতজ্ঞ লোকটা।

টেট রিলিঙের দিকে তাকাল গ্যারি। মৃত ক্রুকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'এখানে থাকলে এরকম মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে, একসময় হয়তো ওয়াগন চালিয়ে নেবার যথেষ্ট লোকও থাকবে না আমাদের। আমার যথেষ্ট শিকার হয়ে গেছে, তোমার?'

'আমারও। তুমি চাইলে আমিও ফিরতে রাজি আছি।'

কাছাকাছি মাটিতে পড়ে থাকা তিন ইন্ডিয়ানের দেহের ওপর ঝুঁকে কি-যেন করছে প্লাট, পেছন ফিরে থাকায় তার নড়াচড়া ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছে না গ্যারি। ফার্গ ড্যানি পলকহীন চোখে দূর থেকে তার কাজ দেখছে। একটু পর প্লাট অন্যদিকে সরে গেলে ড্যানি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। জিমও এগোল পেছন পেছন। ও কাছে পৌঁছতে চোখ ইশারায় লাশগুলো দেখাল ড্যানি। 'ভাল করে দেখো তো, কিছু মনে পড়ে?' চাপা গলায় বলল।

শিউরে উঠল ও। বুঝতে পারল একটু আগে প্লাট এদের স্কাল্প কেটে নিচ্ছিল। একজনের গলা দু'ফাঁক, তার মানে স্কাল্প কাটার সময় লোকটা বেঁচে ছিল। জবাই করেছে প্লাট আহত লোকটাকে। চেহারা কুঁচকে উঠল জিমের, শেষ ইন্ডিয়ানটার ওপর ঝুঁকে ছুরি

চালাচ্ছে তখন লোকটা।

'মিল খুঁজে পাচ্ছ, গ্যারি?'

'মনে হয় পাচ্ছি,' গম্ভীর হয়ে উঠল ও।

মাথা দোলাল ড্যানি। দৃঢ় কণ্ঠে যোগ করল, 'আরেকটু অতীতে তাকাও, মনে করে দেখো আমার বোনের স্বামী আর তার সঙ্গী দু'জনকে কি অবস্থায় পেয়েছিলাম আমরা।'

ভাল করে লাশগুলো আবার দেখল জিম। 'সাদাদের সাথেও এরকম আচরণ? ঠিক বিশ্বাস···' বাধা পেয়ে থেমে গেল ও।

দৃঢ়স্বরে বলে উঠল ড্যানি, 'জো শটেনের লাশ দেখামাত্র আমার সন্দেহ হয়েছে। আর এখন তো নিজের চোখেই দেখলাম। তুমিও দেখেছ।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ও রিলিঙের সাথে কাজ করে, ড্যানি,' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল জিম। 'সাদা মানুষের স্কাল্প কাটার সুযোগ কোথায় ওর?'

'সব সময় করে না। আমি খবর নিয়েছি, যখন রিলিঙের কাজ থাকে না, তখন একাই বেরোয় হারামীর বাচ্চা। সে সময় ও কোথায় কি করে বেড়ায় জানবে কি করে রিলিঙ?'

'আমাদের নিশ্চিত হতে হবে।'

'ওর হাতের ছুরিটা—ঈশ্বরের শপথ করে বলতে পারি, ওটা হোবার্টের। নিজেই ছুরি বানাতো সে। ওরকম জিনিস বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না।'

ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত নামল জিমের মেরুদণ্ড বেয়ে। স্কিনার হয়তো ঠিকই বলছে। শাইলো ঠিক স্বাভাবিক মানুষ নয়, ওর চোখ খুনীর চোখ, কোন সন্দেহ নেই। 'কিছু করতে হলে আগে প্রমাণ জোগাড় করতে হবে, ড্যানি,' বলল চিন্তিত গ্যারি।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল স্কিনারের চোখ, দৃঢ় হয়ে চেপে বসছে চোয়াল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'প্রমাণ আমি জোগাড় করে দেব।

ওই ছুরিটা, ওটাই ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ। আমি ওটা উদ্ধার করবই। যদি ওটা হোবার্টের হয়, তাহলে ছুরি দিয়ে যেভাবে মোষের চামড়া ছাড়াই, এই হাতে ওই ছুরি ধরে ওর চামড়া ঠিক সেইভাবে ছাড়িয়ে নেব। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, জিম।'

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তার আগেই হাইড হ্যান্ডলাররা শুকোতে দেয়া সব চামড়া রোল করে খালি ওয়াগন দুটোয় তুলে ঢেকে দিয়েছে। পুরোপুরি শুকনো চামড়ায় বোঝাই অন্য ওয়াগনগুলোও টার্পুলিন দিয়ে ঢাকা। তাঁবু গোটানোর কাজ চলছে। ক্রীকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে গ্যারি। এর মধ্যেই ফুলে উঠেছে ক্রীক। উজান থেকে নেমে আসা কাদা-বালি মেশানো ঘোলা পানি পাক্ খেতে খেতে সবেগে ছুটছে ভাটির দিকে। দ্রুত আরও স্ফীত হচ্ছে। বৃষ্টি বন্ধ না হলে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হয়তো দুই তীর ছাপিয়ে উঠে আসবে পানি, নিচু জায়গাগুলো তলিয়ে যাবে।

পাশে এসে দাঁড়াল ক্যাপ উইলিস। 'চিন্তা করে কি করবে আর, বরং পেটে কিছু দিয়ে নাও এইবেলা, তারপর চলো রওনা হয়ে পড়ি।'

'একটু দাঁড়াও, ক্যাপ,' পানির দিকে তাকিয়ে বলল চিন্তামগ্ন জিম। 'চেষ্টা করলে বোধহয় এখান দিয়ে ক্রীক পার হতে পারব আমরা এখনও।'

'এখনও পারব কি না জানি না। তবে আর ঘণ্টাখানেক পর থেকে পানি না কমা পর্যন্ত কিছুই যে এই ক্রীক পার হতে পারবে না, তা হলফ করে বলতে পারি।'

'আমারও তাই ধারণা। এখনই যদি এটা পার হতে পারি, তাহলে কোমানচিদের হাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারব। পানি না কমা পর্যন্ত ওরা আমাদের পিছু নিতে পারবে না, সেই ফাঁকে অনেকখানি উত্তরে সরে যেতে পারব আমরা।'

আনমনে গাল চুলকাল বুড়ো। 'মস্তবড় ঝুঁকি আছে এতে, জিম। ওয়াগন, চামড়া, সব ভেসে যেতে পারে।'

'কোমানচিদের সাথে যুদ্ধ করেই যে এসব রক্ষা করা যাবে, তা কি নিশ্চিত করে বলতে পারো? একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই আমি।'

দ্রুত ক্যাম্পে ফিরে সবচাইতে কম বোঝাই একটা ওয়াগনে দুইজোড়া খচ্চর জুড়ে নিল জিম। ক্রুরা সাহায্য করল ওকে। ওয়াগনটাকে ক্রীকের পাড়ে নিয়ে এল। সবাই বুঝতে পারছে, কোমানচিদের সাথে যুদ্ধ না করে সরে পড়ার এটাই শেষ সুযোগ।

কোট, বুট, হ্যাট খুলে ফেলল জিম। ওয়াগনের সীটে চড়ে বসতে গেলে এগিয়ে এসে ওর বাহু চেপে ধরল ক্যারল। ভয়ে ওর নীল চোখ দুটো বড় হয়ে আছে। 'জিম, আ-আমি...'

ওর হাতে মৃদু চাপ দিল সে। দুটো আঙুল ক্রস করে ধরে বলল, 'এ দুটো এভাবে ধরে রাখো, আমার কোন বিপদ হবে না।' জোরে হাঁক ছেড়ে লাগাম ধরে ঝাঁকি দিল। হাঁটতে শুরু করল খচ্চরগুলো, কিন্তু তীরের কাদামাটির ঢালু জায়গা পার হয়ে হাঁটু পানি পর্যন্ত নেমেই বেঁকে বসল। পানির তীব্র স্রোত আর ঘূর্ণি দেখে ঘাবড়ে গেছে।

লাফিয়ে উঠল জিমের হাতে ধরা র হাইডের পাকানো লম্বা চাবুক। সপাং করে আছড়ে পড়ল বাতাসে। ভয়ে আবার চলতে শুরু করল ওরা। স্রোতের বিরুদ্ধে কিছুটা কোনাকুনি এগোচ্ছে। মুহূর্তের জন্য আশা বেড়ে গেল জিমের, মনে হলো ক্রীক পেরিয়ে যেতে পারবে। ততক্ষণে খচ্চরগুলোর পেট পর্যন্ত উঠে এসেছে পানি। তীব্র স্রোত নাগাল পেয়ে গেছে ওয়াগন বেডের।

পানির চাপে কাত হয়ে গেল ওয়াগন। মাটি থেকে আলগা হয়ে গেল ডানদিকের চাকা। স্রোতের সাথে একটু একটু করে ছেচড়ে নামতে শুরু করেছে ওটা। পেছনে টান বাড়ায় পা হড়কে যাচ্ছে

খচ্চরগুলোর, এগোতে পারছে না। মুহূর্তের জন্য জিমের মনে হলো মস্তবড় ভুল করে ফেলেছে সে, খচ্চরের চাইতে এ অবস্থায় ঘোড়া বেশি কাজে দিত। কিন্তু এখন আর ভুল শোধরানোর সুযোগ নেই। ওয়াগনের ওপর পানির চাপ আরও বেড়ে গেছে, উল্টেই যাবে বুঝি।

ঠিক তখনই সামনের জোড়ার একটা খচ্চর ভেসে গেল। বাকি তিনটা প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছে। ওরাও ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে সঙ্গীর অবস্থা দেখে। দ্বিতীয় খচ্চরটার পা-ও টলে উঠল, নাকানিচুবানি শুরু করল ওটা। সব আশা শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পারছে গ্যারি, কানে পানি ঢুকলে খচ্চর বাঁচে না। বাকি খচ্চর দুটো টানতে পারছে না ওয়াগন, সাথে আবার যোগ হয়েছে দুটো অকেজো খচ্চরের ওজন।

খাপ্ থেকে ছুরি বের করল গ্যারি ওদের বাঁধন কেটে দিতে তৈরি হলো, এই সময় উল্টে গেল ওয়াগন, প্রবল ঘূর্ণির টানে পাক্ খেল বার দুই, তারপর খচ্চরগুলোকে টেনে নিয়ে তীব্র স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। তীরে দাঁড়ানো ক্রুর দল একযোগে 'গেল'! 'গেল'? করে উঠল। জিমের দেখা নেই। ঘুরপাক্ খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে ওয়াগন। জীবিত খচ্চর দুটো তখনও প্রাণপণে পা ছুঁড়ছে।

ওয়াগন উল্টে যাবার সময় কিছু একটায় পা আটকে গিয়েছিল গ্যারির। বহুকষ্টে সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে যখন ভেসে উঠল, তখন জীবনীশক্তি প্রায় শেষ। প্রচুর ঘোলাপানি ঢুকেছে পেটে। হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে। দৃষ্টি ঘোলা। অসহায়ভাবে স্রোতের সাথে ভেসে যাচ্ছে তীব্র গতিতে।

তার মধ্যে নজরে পড়ল ওর বিশাল বের পিঠে চেপে তীর ধরে ছুটে আসছে কেউ। ওকে অতিক্রম করে সামনের বাঁকের কাছে হাঁটু পানিতে নেমে পড়ল রাইডার, কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধা দড়ির অন্য মাথা ছুঁড়ে দেবার জন্য ফাঁস বানিয়ে মাথার ওপর ঘোরাচ্ছে। আশা

জাগল ওর বুকে, দাঁতে দাঁত চেপে দড়ি ধরার জন্য তৈরি হলো।

দ্বিতীয় চেষ্টায় দড়ি ধরে ফাঁসের মধ্যে মাথা আর ডান বাহু গলিয়ে দিল ও, ভেসে থাকার চেষ্টা করতে থাকল। ঘোড়া পেছনে হটিয়ে নিতে লাগল রাইডার, টান পড়ল দড়িতে। একটু একটু করে তীরের দিকে এগোল সে। দড়ির টানে ঢালু তীর বেয়ে পানি থেকে কয়েকহাত ওপরে উঠে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে বসল। প্রচণ্ড শীত আর পরিশ্রমে কাহিল হয়ে কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। দ্রুত কাছে এসে নিজের কোট ওর পিঠের ওপর চাপাল রাইডার। টম রিওরডান!

ছোটখাট দেহের টেক্সান কুকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় গ্যারির অন্তর ভরে গেল। 'ধন্যবাদ, টম,' কোনমতে উচ্চারণ করতে পারল ও।

'সে সব পরে হবে। আগে বমি করে ভেতরের কাদা-পানি বের করো, দরকার হলে গলায় আঙুল ঢুকিয়ে দাও। দেরি করলে কষ্ট বাড়বে, জোরে জোরে কাশি দাও।'

অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে মাথায়। মাটিতে ঝুঁকে কেশে চলেছে জিম। খানিকপর একটু সুস্থ হলো। 'কতদূর এসেছি আমি?'

'প্রায় আধা মাইল,' পেছনদিক দেখে নিয়ে বলল লোকটা।

'ধন্যবাদ তোমাকে, টম!' তার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল ও। দড়ি গোটাতে শুরু করল টেক্সান। মৃদু হেসে বলল, 'ইয়াংকি হলেও তুমি আসলেই ভাল লোক, গ্যারি। আর ভাল মানুষের খুব দরকার পৃথিবীর। দুঃখের বিষয় সংখ্যায় তোমরা খুবই কম।'

হাসি দেয়ার চেষ্টা করল সে। 'রওনা হওয়া উচিত, টম। আমার শর্ট কাটে যাওয়ার চেষ্টা তো কাজে লাগল না, এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটতে হবে। চলো।'

পনেরো

চেষ্টা করেও স্যাডলে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না জিম গ্যারি। মাথা ঘুরছে, ভীষণ অসুস্থ লাগছে ঝাঁকুনিতে। ওকে চাক ওয়াগনে নিজের পাশে বসাল ক্যারল। শুকনো কাপড়ে মুড়ে দিল যত্ন করে। চলতে চলতে পেছনে তাকিয়ে ওয়াগনের লাইন দেখতে থাকল ও। বাতাসের ঝাপ্টা কমে এলেও বৃষ্টি একনাগাড়ে পড়েই চলেছে। ঠাসা চামড়ায় বোঝাই ওয়াগনের লোহার রিম পরানো চাকা নরম মাটিতে গভীর দাগ কেটে এগিয়ে চলেছে। একজন অন্ধ ইন্ডিয়ানও খুব সহজে এই ট্রেইল ধরে ওদের খুঁজে বের করতে পারবে, ভাবছে চিন্তিত মুখে।

ওর বাহুতে চাপ দিল ক্যারল। 'ওদিকে তাকাও, জিম।' তাকাল সে। ক্রীকের কাদা পানির কারণে চোখ এখনও জ্বালা করছে, তবুও দেখতে পেল ওদের আওতার বাইরে থেকে কম্বল মুড়ি দিয়ে অলসভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে আট দশজন কোমানচি রাইডার। স্কাউট ওরা। দৃষ্টি ওয়াগনের ওপর।

'ওদের ফাঁকি দিতে পারব না আমরা,' বলল ক্যারল। 'ওরা ছাড়বে না আমাদের!'

সারাদিন সাথে লেগে থাকল ইন্ডিয়ানরা। অন্ধকার হয়ে যাবার পরও চলা থামাল না গ্যারি। ঘোড়া নিয়ে আগে আগে চলছে ক্যাপ উইলিস ও টম রিওরডান। নরম বালি আর জমে থাকা পানির নিচের কাদায় যেন ওয়াগনের চাকা বসে না পড়ে, সেজন্য সতর্কতার সাথে

পথ নির্দেশ করছে। আরও ঘণ্টা তিনেক চলার পর থামল সে। বৃষ্টি থেমে গেছে। তবে এখনই কিছু ঘটার আশঙ্কা নেই। দিনের আলো ফোটার আগে কোমানচিরা আক্রমণ চালাবে না, ভাবনাটা খানিক স্বস্তি দিল জিমকে।

টমকে কাছে ডেকে তার ঘোড়ায় চড়ল ও। ব্যাপার টের পেয়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল ক্যারল। 'ঘোড়ায় চড়ার ধকল সইতে পারবে না তুমি, জিম।'

'চিন্তা কোরো না। আমি এখন অনেক সুস্থ,' বলল ও। 'তাছাড়া বেশিক্ষণ লাগবে না আমার।'

বৃদ্ধের সাথে ক্রীকের পাড় ঘেঁষে এগোল ও। ক্যাম্প করার উপযুক্ত জায়গা খুঁজছে, যেখান থেকে কোমানচিদের হামলা ঠেকানো সম্ভব হবে। বৃষ্টির কারণে আজ বেঁচে গেলেও গ্যারি জানে, কাল যদি বৃষ্টি না থাকে, তাহলে হামলা করবেই ওরা।

কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে সগর্জনে ছুটছে ক্রীক। সকালের থেকে স্রোতের গতি এখন আরও তীব্র। ঘাবড়ে গেল উইলিস। 'পার হবার চিন্তা করছ নাকি আবারও, গ্যারি?'

মাথা নাড়ল ও। 'পাগল নাকি! সকালে একবার মরতে মরতে বেঁচে গেছি, আর নয়।'

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতেই পছন্দমত জায়গা পেয়ে গেল সে। এক জায়গায় ক্রীকের তীর ভেঙে আধখানা চাঁদের মত বাঁক খেয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে অনেকখানি জায়গা নিয়ে। পুরো জায়গাটা জুড়ে বালুচর সৃষ্টি হয়েছে ধীরে ধীরে। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত জায়গাটা লম্বায় পাঁচ কি ছয়শো ফুট হবে। পেটের কাছে সত্তর-আশি ফুট মত চওড়া। খাড়া তীর থেকে চরটা প্রায় পাঁচ ফুট নিচু। নিজেদের পশুগুলো চরে নামিয়ে অর্ধচন্দ্র তীরের দু'প্রান্ত আটকে দিলে ইন্ডিয়ান আক্রমণের হাত থেকে বাঁচা সহজ হবে। অবশ্য ওখান থেকে পালানোও একইরকম কঠিন হবে।

গ্যারির নির্দেশে অর্ধচন্দ্রের কিনারা বরাবর সবগুলো ওয়াগন গায়ে গায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। ঘোড়া আর খচ্চরগুলো তাড়িয়ে নামানো হলো বালুচরে। ছোট ছোট গাছ কেটে কয়েকটা খুটি পুঁতে দু'প্রান্তে বেড়া তুলে দিল ক্রুরা। সবাই মিলে মাটি কেটে ওয়াগনগুলোর নিচে ব্যারিকেড তৈরি করল রাতভর, যেন কোমানচিদের তীর বা বন্দুকের গুলি গায়ে না লাগে কারও।

কাজের ফাঁকে কফি তৈরি করল টম। ভোর হয়ে আসছে তখন। গরম কফি আর ঠাণ্ডা বাফেলো স্টেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোনমতে খেয়ে নিল সবাই। সারাদিন সারারাত একটানা পরিশ্রমের পর গরম কফি খেয়ে কিছুটা চাঙা হলো। রিলিঙ প্রশ্ন করল, 'এরার কি, গ্যারি?'

'কিছুই না। স্রেফ অপেক্ষা করব। আক্রমণ ঠেকানোর জন্য বরাতজোরে খুব ভাল জায়গা পেয়ে গেছি আমরা, যুদ্ধের শেষ না দেখে এখান থেকে নড়ছি না।'

সবাই ব্যারিকেডের পেছনে অবস্থান নিল। বসে বসে কার্ট্রিজ পরীক্ষা করে সামনে সাজিয়ে রাখছে গ্যারি।

পাশ থেকে বলে উঠল ক্যারল. এ সবের জন্যে আমিই দায়ী। আমি না থাকলে তোমাকে এ বিপদে পড়তে হত না।

মাথা নাড়ল ও। 'ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করেই এখান থেকে চামড়া নিয়ে যেতে হবে, আমরা সবাই তা জানতাম। আর তাই প্রস্তুতিও নিয়ে এসেছি। তোমাকে উদ্ধার না করলেও কোন না কোনভাবে ওদের সাথে আমাদের লড়াই বাধতই। কাজেই নিজেকে অপরাধী ভেবে শুধু শুধু মন খারাপ কোরো না।'

'ওদের বিরুদ্ধে লড়াইতে আমাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা কতখানি মনে করো তুমি?'

শ্রাগ করল জিম গ্যারি। 'আক্রমণ ঠেকানোর খুব ভাল জায়গা পেয়েছি আমরা। আমাদের বাফেলো রাইফেলের শক্তি অনেক

বেশি; ওগুলোর সাথে পাল্লা দেবার মত উপযুক্ত অস্ত্র ওদের নেই গান পাউডার, সীসা, খাবার আর পানির কোন অভাব নেই আমাদের। নিশ্চিন্ত থাকো তুমি, আমরাই জিতব।'

ওর হাতে হাত রাখল ক্যারল, কাছে সরে এল কিছুটা। 'জিম!' বলল মৃদু স্বরে। 'তোমার জন্য কোন মেয়ে কি অপেক্ষায় আছে কোথাও?'

'না। ছিল না কোনকালেও।'

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল মেয়েটি। 'একবার বলেছিলাম দেশে কেউ একজন আমার অপেক্ষায় আছে···তখন আমার তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন আমি জানি, এমন কোন সম্পর্ক আমাদের মধ্যে নেই যে জন্য কেউ আমার অপেক্ষায় থাকবে।'

মুখ খানিক উঁচু করল ক্যারল। অন্ধকারে ওর চেহারা দেখা না গেলেও তাকিয়ে আছে প্যারি। 'আমাদের ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে জানি না, তাই তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই···আমি তোমাকেই ভালবাসি।'

দু'হাত বাড়িয়ে ওকে নিজের দিকে ফেরাল যুবক।

রোদ উঠেছে অনেকক্ষণ। মাটির ব্যারিকেডের আশপাশ দিয়ে সামনের খোলা প্রান্তরে উদ্বিগ্ন চোখ বোলাচ্ছে ক্লান্ত-শ্রান্ত ক্রুর দল। খুঁজছে কোমানচিদের।

'ব্যাপার কি, কোন শালার টিকিও দেখছি না যে!' মন্তব্য করল বিস্মিত ক্যাপ উইলিস।

'সরে পড়েছে হয়তো সুবিধা হবে না ভেবে,' গ্যারি বলল। 'আমরা চলতে শুরু করলে পেছন থেকে সুযোগমত ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার কথা ভাবছে কোথাও বসে। কিন্তু তা হবে না। নড়ছি না আমি এখান থেকে।'

হঠাৎ খেয়াল হলো ফার্গ ড্যানিকে দেখেনি ও সকাল থেকে

একবারও। দাঁড়িয়ে চারদিক তাকাল ও, কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না স্কিনারকে। 'ফার্গ ড্যানিকে কেউ দেখেছ তোমরা?' চেঁচিয়ে বলল।

উত্তর দিল না কেউ। তবে অনেকেই আশেপাশে খোঁজা শুরু করল তাকে। গলা চড়িয়ে অনেকক্ষণ এপ্রান্ত ওপ্রান্ত থেকে ডাকাডাকি করল টম, লাভ হলো না। হদিস মিলল না ঢ্যাঙা লোকটার। অদৃশ্য কোমানচিদের খানিক বাপান্ত করল টেক্সান কুক। 'নিশ্চই ভূতের বাচ্চারা রাতে ওকে ধরে নিয়ে গেছে,' হতাশ হয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছল সে।

হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল জিম গ্যারি। অবচেতন ভাবেই সবার ওপর দিয়ে ঘুরে শাইলো প্লাটের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো। অবাক চোখে দেখল, লোকটার বেল্টের খাপের প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী সেই ছুরিটা নেই। কোমানচিরা নয়, বিদ্যুৎচমকের মত বুঝে ফেলল ও, রাতে কোন এক ফাঁকে ছুরিটা হাতিয়ে নিয়েছিল সে প্লাটের কাছ থেকে। তারপর হয়তো উত্তেজনাবশে কোন ভুল করে বসেছে, এবং ধরা পড়ে মরে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে মানুষটাকে।

ক্রীকের বয়ে চলা তীব্র স্রোতের দিকে তাকাল গ্যারি, যেন ড্যানি কোথায় আছে বুঝতে পেরেছে। তীব্র আক্রোশ জেগে উঠছে ওর ভেতর থেকে। মনে মনে শপথ নিল, এখান থেকে উদ্ধার পাবার সাথে সাথে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে হবে। দীর্ঘদিন একসাথে কাজ করে আত্মার সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল জিম আর ড্যানির মধ্যে। ভীষণ মন খারাপ করে নিজের জায়গায় ফিরে এল ও। টম, ক্যারলের শত অনুরোধেও খেতে পারল না কিছুই।

কতক্ষণ পর কে জানে, হঠাৎ 'ওই যে আসছে!' বলে চেঁচিয়ে উঠল উইলিস। সচকিত হয়ে ব্যারিকেডের ওপর দিয়ে তাকাল সে। ওয়াগনের নিচে হুড়োহুড়ি করে যে যার জায়গা নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। মাটিতে কম্বল বিছিয়ে তার ওপর আগে থেকেই

অ্যামুনিশন সাজিয়ে রেখেছে ওরা।

ইন্ডিয়ানদের বিরাট একটা দল আসছে। আকাশের মেঘ পাতলা হয়ে গেছে, ফাঁকে ফাঁকে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। সে আলোয় চক্‌চক্ করছে ওদের উল্‌কি আঁকা সুঠাম দেহগুলো। ঘোড়ার লাফিয়ে চলার তালে তাল মিলিয়ে ওদের হাতে ধরে রাখা তীর-ধনুক, বল্লম-সড়কি, রাইফেল-বন্দুক আর ষাঁড়ের মাথা আকৃতির ভারী ঢালগুলো একসাথে উঠছে নামছে। প্রত্যেকের শরীরে ধাতুর তৈরি বিভিন্ন আকৃতির অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে। মাঝে মাঝে রোদ লেগে ঝিকিয়ে উঠছে তার কোন কোনটা।

ঘোড়াগুলোকেও নিজেদের মত লাল হলুদ রঙে রাঙিয়েছে ওরা। ওগুলোর কেশর আর লেজে রঙিন কাপড়ের ঝালর ঝুলিয়েছে। কয়েকজনের হাতে উঁচু করে ধরে রাখা যুদ্ধের পতাকা উড়ছে পত্ পত্ করে।

সম্মোহিতের মত অগ্রসরমাণ কোমানচি যোদ্ধাদলের ভয়ঙ্কর শোভা দেখছে জিম গ্যারি। জগতের কোন কিছুর সাথে এ দৃশ্যের তুলনা চলে না। অনেক কাছে এসে পড়েছে ওরা, নেতার দু'পাশে দু'দল যোদ্ধা সারি তৈরি করছে এগোতে এগোতে। হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এল জিম। চোখ না সরিয়েই চেঁচিয়ে বলল, 'চরে নেমে পড়ো, ক্যারল। নিচে বসে থাকো।'

আপত্তি জানাল ও। 'আমি তোমার সাথেই থাকব। গুলি ভরে দেব রাইফেলে।'

তর্ক করার সময় নেই, তাড়াতাড়ি বলল গ্যারি, 'তাহলে থাকো। কিন্তু খবরদার, মাথা উঁচু কোরো না।' চিৎকার করে সবাইকে নির্দেশ দিল ও, 'রেঞ্জের মধ্যে এলে প্রথমে ঘোড়ার গায়ে গুলি করবে, যেন একটাও বেঁচে যেতে না পারে। দেখো, ওদের বেশি কাছে আসতে দিয়ো না। সাবধান!'

শুয়ে ওয়াগনের চাকার স্পোকের ফাঁকে শার্পস বিগ ফিফটির

ব্যারেল রাখল ও। সামনে তাকিয়ে লক্ষ্যস্থির করছে। স্যাডলে রাখা হালকা রাইফেলটাও গুলি ভরে রাখা আছে পাশে। দু'শো গজের মধ্যে এসে পড়েছে ইন্ডিয়ানদের দল। সবার সামনে এগিয়ে আসা লোকটাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিল ও, বাফেলো রাইফেলের বুলেটের ধাক্কায় ঘোড়ার পিঠে অর্ধেকটা পাক্ খেয়েই পড়ে গেল রাইডার। পরের গুলিতে তার ঘোড়াটাও হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অন্য রাইফেলগুলোও প্রায় সাথে সাথে গর্জে উঠল। টপাটপ্ পড়ছে ইন্ডিয়ানরা, ধরাশায়ী হচ্ছে ঘোড়া। সেগুলোয় বাধা পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে পেছনেরগুলো। ক্রুদের রাইফেলের সহজ নিশানা হয়ে মাটিতেই পড়ে থাকছে বেশিরভাগ।

বেপরোয়া গুলির সামনে অল্প সময়েই পাতলা হয়ে এল দলটা। ওদের ছোঁড়া গুলি আর তীর চলে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে, নয়তো বিঁধছে মাটির ব্যারিকেড আর ওয়াগনে।

দুই ইন্ডিয়ানকে দেখল জিম ঘোড়া হারিয়ে মাটিতে গড়াতে গড়াতে এগোচ্ছে। কাছাকাছি এসে দুই ওয়াগনের মাঝের ফাঁক দিয়ে এপাশে লাফিয়ে পড়ার জন্য যেই উঠেছে, অমনি ক্রুদের গুলিতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল ওদের বুক-পেট।

পিছু হঠতে শুরু করল কোমানচিরা। বেঁচে যাওয়া ঘোড়ার বেশিরভাগের পিঠেই দু'জন বসে পালাচ্ছে। অনেকে সে সুযোগ না পেয়ে দৌড়েই ভাগছে প্রাণ নিয়ে।

যুদ্ধের প্রথম রাউন্ড শেষ হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যে। জিম জানে দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে আবার আসবে ওরা। কারণ মাত্র দু'একবার চেষ্টা চালিয়েই হার স্বীকার করা ইন্ডিয়ান চরিত্র বিরোধী। অতএব ওদের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। সামনে আহত পশু এখনও যেগুলো যন্ত্রণায় কাতরে চলেছে, জিমের নির্দেশে দুই ক্রু গিয়ে সেগুলোর যন্ত্রণা লাঘব করে এল। আহত কোমানচিদের পালাবার সময় সাথে করে নিয়ে গেছে জীবিতরা।

যুদ্ধক্ষেত্রে এখন পড়ে আছে শুধু মৃত ইন্ডিয়ান আর তাদের ঘোড়া।

নিজের লোকদের অবস্থা দেখার জন্য উঠল জিম। চিৎকার করে বলল, 'আমাদের কেউ জখম হয়েছে?' দু'জনের কাছ থেকে জবাব এল। এগিয়ে চলল জিম তাদের দেখার জন্য। তীর বিঁধে একজনের হাতের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে গেছে, পাশের লোক তার ক্ষত ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে। জিমকে দেখে আহত লোকটা বলল, 'মশার কামড়েও এর থেকে বেশি রক্ত বেরিয়ে যায়। চিন্তা কোরো না, গ্যারি। আমি ঠিকই আছি।'

লোকটার কাঁধ চাপড়ে দ্বিতীয় ক্রুর জখম দেখতে গেল জিম। একজন উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। টম রিওরডান তার পাঁজরে পট্টি বাঁধছে, বন্দুকের ছররা বিঁধে আহত হয়েছে লোকটা। কাজের সাথে সমানে মুখ চলছে কুকের। হাসি চেপে জানতে চাইল জিম, 'গুলি চালাতে পারবে তুমি ওরা আবার হামলা করলে?'

'নিশ্চই পারব,' জবাব দিল আহত লোকটা।

নিজের জায়গায় ফিরে এল ও। কেউ মনোবল হারায়নি দেখে সন্তুষ্ট। ক্যারল ওর রাইফেলের ব্যারেল পরিষ্কার করে নতুন করে বুলেট ভরে রেখে দিয়েছে। সামনে তাকাল গ্যারি, দেখতে পেল আবার আসছে ওরা। সংখ্যায় আগের থেকেও বেশি। 'তৈরি হও! আসছে ওরা!' চিৎকার করে সবাইকে সতর্ক করল ও।

আগের মতই বিপুল বিক্রমে ছুটে আসছে ইন্ডিয়ানরা। এদিকে তৈরি সবাই। তবে এবার আরও আগে আক্রমণ চালিয়ে বসল গ্যারি। দলটা চারশো গজ আন্দাজ দূরে থাকতে ওর বিগ ফিফ্‌টি গর্জে উঠল। ডিগ্‌বাজি খেলো একটা ঘোড়া। পরমুহূর্তে একযোগে হুঙ্কার ছাড়ল সঙ্গীদের অস্ত্রগুলো। আবারও অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যা অনেক কমে গেল ওদের।

এবারে বেশি সময় নষ্ট করল না ওরা। বেশ আগেভাগেই ফিরে চলল জীবন নিয়ে। আহত-নিহতদের যতজনকে পারল নিয়ে গেল

সাথে করে।

একটু পর উঠে দাঁড়াল জিম গ্যারি। পালিয়ে যাওয়া ইন্ডিয়ানদের দেখছে। ক্যারলও উঠে এল। 'কি মনে হয়, ওরা আবার আসবে?'

চিন্তিত মনে মাথা দোলাল ও। 'আমার বিশ্বাস আসবে ওরা, তবে দেরি হতে পারে এবার।' সবার খোঁজ নিয়ে জানা গেল এবার কেউ আহতও হয়নি। ক্যাপ উইলিসের কালো কুকুরটাকে দেখা গেল চরে নেমে ভীত সন্ত্রস্ত ঘোড়া আর খচ্চরগুলোর ওপর হম্বিতম্বি করছে।

ক্যারল আবার রাইফেল পরিষ্কার করে গুলি ভরে জায়গামত রাখল। তার পাশে বসে পড়ল গ্যারি। 'ভেবেছিলাম এখানেই কোথাও একদিন ঘাঁটি গাড়ব, গরুর ফার্ম করব। কিন্তু এই অসভ্যদের জন্য বোধহয় তা আর হয়ে উঠবে না।'

'চিরদিন এরকম থাকবে না। কয়েকবছরের মধ্যেই দেখবে সব সাদা মানুষ ভরে যাবে। র‍্যাঞ্চ হবে, ফার্ম হবে। কোন কোমানচি পাওয়া যাবে না তখন এখানে,' আস্থার সাথে বলল ক্যারল।

'তুমি তখন কি করবে? আমি এখানে এলে তুমিও আসবে আমার সাথে?'

চোখ তুলে তাকাল মেয়েটি। আবেগের সাথে বলল, 'আসব, জিম।'

'অনেক ভেবে দেখেছি আমি, আর বারদুয়েক এরকম শিকার করতে পারলেই ভাল কোন ব্যবসা শুরুর জন্য যথেষ্ট পুঁজি জোগাড় হয়ে যাবে আমার। যে মুহূর্তে এসব অঞ্চল সাদাদের বসবাসের জন্য খুলে যাবে, তখনই এখানে কোথাও র‍্যাঞ্চ গড়ব আমি। ক্যাপ উইলিস থাকবে আমার সাথে, টম রিওরডানও। গরু ব্যবসা সম্বন্ধে ভাল জানা আছে ওর।'

ক্যারলের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল ও। 'আজকাল ভবিষ্যতের যত ছবি দেখি আমি, তাতে আমার পাশে তোমাকেও

দেখতে পাই, ক্যারল। আমার মনে হয় তোমাকে ছাড়া আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

ওর বুকে মাথা রাখল ক্যারল। 'তোমাকে ছাড়া আমিও কিছু ভাবতে পারি না, জিম।'

তখনই চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপ উইলিস, 'শয়তানের বাচ্চারা আসছে আবার!'

ক্যারলকে ছেড়ে তাকাল জিম। আসছে ঠিকই কোমানচিরা, তবে এবার যেন কোন ব্যস্ততা নেই ওদের। ধীরে ধীরে এসে ওদের রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনভাগে ভাগ হয়ে গেল পুরো দলটা। একভাগ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল, বাকি দু'দল উত্তর আর দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল।

'কি করছে পাজীর দল?' চেঁচিয়ে উঠল উইলিস।

গ্যারির ভেতরে বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল। 'ওরা আমাদের দু'প্রান্ত থেকে চেপে মারার বুদ্ধি করেছে, ক্যাপ!'

উদ্বিগ্ন হলো বৃদ্ধ। 'দাঁড়িয়ে থাকা দলটা আগের মতই সামনে থেকে আক্রমণ করবে, তাই না?'

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল গ্যারি। মাঝখানের কয়েকজনকে উঠিয়ে দু'প্রান্ত মজবুত করতে পাঠিয়ে দিল। চেঁচিয়ে সবাইকে জানাল, 'গুলির কোন অভাব নেই আমাদের। এক মুহূর্তের জন্য থামবে না কেউ। চেষ্টা করবে যত অল্পসময়ে ওদের সংখ্যা কমিয়ে দেয়া যায়।'

ঘামছে ও দরদর করে। কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে পোড়া বারুদের জ্বলুনি টের পেল। সাথে সাথে একটা সম্ভাবনার কথা উঁকি দিল মনে। ঝট্‌পট্ মাটি সরিয়ে গান পাউডারের ক্যান বের করল ও। বেখেয়ালে বিস্ফোরিত হবার হাত থেকে রক্ষা করতে কাল রাতেই পুঁতে রাখা হয়েছিল গান পাউডারের সব ক্যান। টম রিওরডানের হাতে দুটো ক্যান ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'ওইদিকে অন্তত দু'শো ফুট দূরে ফেলে এসো এ দুটো। ইন্ডিয়ানরা কাছাকাছি এলে গুলি করে

ফাটিয়ে দিয়ো। সাবধানে যাও!'

বাকি দুটো ক্যান নিয়ে আরেক প্রান্তে নিজেই ছুটে গেল সে। প্রান্তরের ওপর দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে ত্রিশ ফুট দূরে দূরে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে দিল ক্যান দুটো। কাজ শেষ হতে না হতে তেড়ে আসতে শুরু করল ইন্ডিয়ানরা ঘুরেই ছুটল জিম। কোনমতে অ্যানসে বারডেনের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এসে নামল ক্রীকের চরে। 'ওগুলোর ওপর এসে পড়ার সাথে সাথে একটা করে ফাটিয়ে দিয়ো, অ্যানসে!' নিজের অবস্থানের দিকে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে বলল ও।

ততক্ষণে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে ক্রুর দল। সামনের আগুয়ান দলটাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল জিম। একটা ঘোড়া আছড়ে পড়ল, কিন্তু থামল না কোমানচিরা। 'মনে হচ্ছে এবার শেষ দেখে ছাড়বে ওরা,' ক্যারলকে বলল ও।

দুই প্রান্ত লক্ষ্য করে সমানে গুলি আর তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোচ্ছে ইন্ডিয়ানদের দুটো দল। মনে মনে হিসাব করল জিম, প্রতিদলে কম করেও ত্রিশজন করে হবে ওরা। ক্রুরা যত তাড়াতাড়ি পারছে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। মারা পড়ছে ইন্ডিয়ান যোদ্ধারা, তারপরও কমছে না ওদের এগিয়ে আসার গতি। ওদের উন্মত্ত হিংস্র রণহুঙ্কার, আহত যোদ্ধা আর পশুর চিৎকার, সেই সাথে রাইফেল্ বন্দুকের গর্জন মিলে এক নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে।

ওদিকে দু'প্রান্তের কোমানচিরা অনেক কাছে এসে পড়েছে। দুই পক্ষের মাঝের দূরত্ব এখন দু'শো গজেরও কম। রাইফেল, বন্দুকের গুলির সাথে ওদের ছোঁড়া তীরও লক্ষ্যে এসে পড়ছে এখন। হয় ওয়াগন, নয়তো মাটির ব্যারিকেডে বাধা পাচ্ছে এসে। ওপরের-গুলো উড়ে যাচ্ছে বাতাসে শিস কেটে। ওদের ঠেকিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ক্রুরা, কিন্তু জিমের ভয় হচ্ছে বাধা অতিক্রম

করে যে কোন মুহূর্তে কাছে চলে আসবে ওরা, ঝাঁপিয়ে পড়বে মত্ত আক্রোশে।

টম রিওয়ডানের প্রান্তের যোদ্ধারা প্রায় ওয়াগনের ওপর এসে পড়েছে, এমন সময় আচমকা গান পাউডারের একটা ক্যান ফুটল। ছয়-সাত যোদ্ধা উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে। ওদের ঘোড়াগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে ধোঁয়া আর ধুলোর মধ্যে। কাছাকাছি অক্ষত ঘোড়াগুলো ঘাবড়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা লাফালাফি শুরু করে দিল, শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গেছে। সেই মুহূর্তে দ্বিতীয় ক্যানটাও বিস্ফোরিত হলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আক্রমণকারীরা। ভীত-সন্ত্রস্ত ঘোড়া পিঠ থেকে রাইডারদের ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে শুরু করল। পড়ে যাওয়া অক্ষত ইন্ডিয়ানরা ওয়াগনের দিকে ছুটে আসতে গিয়ে টমের দলের সহজ নিশানায় পরিণত হলো।

ওর মধ্যেও এক যোদ্ধা প্রায় উড়ে এসে পড়ল ওয়াগনে, ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল চামড়ার ওপর। ওখান থেকে ছোরা হাতে এক গড়ান দিয়ে ঝাঁপ দিল এক স্কিনারকে লক্ষ্য করে। ঝট্ করে ওপরে উঠে গেল টমের রাইফেলের নল। ট্রিগার টিপে দিল সে।

ওদিকে উত্তর প্রান্তের কোমানচিরাও কাছে চলে এসেছে অনেক, যদিও এর মধ্যেই দল হালকা হয়ে গেছে। তবু বেপরোয়া গতিতে এগিয়ে আসছে ওরা। সময়ের আগেই কেউ একজন গুলি করে একটা ক্যান ফাটিয়ে দিল। একজোড়া ঘোড়া ভয় পেয়ে লাফালাফি শুরু করে দিল, আর কোন ক্ষতি হলো না এতে। অন্য যোদ্ধারা আরও তেজের সাথে এগোতে থাকল।

একমুহূর্ত ভাবল অ্যানসে বারডেন। নিশ্চিত বিপদ সামনে থাকতেও উঠে দাঁড়াল। লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টিপে দিল। দলটার ঠিক মাঝখানে বিস্ফোরিত হলো শেষ ক্যান। তারপরও দুই রাইডার ঘোড়া নিয়ে ওয়াগনের ওপর এসে পড়ল। দুটো ওয়াগনের ফাঁক

গলে দু'দিক থেকে লাফ দিল দু'জনেই। শূন্যে থাকতেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল এক ইন্ডিয়ান। দ্বিতীয় যোদ্ধা মাথা নিচু করে লাফ দেবার সময় হাতের বল্লম ছুঁড়ে দিল। চোখের পলকে অ্যানসে বারডেনের ফুসফুস ভেদ করে ঢুকে গেল অস্ত্রটা। ইন্ডিয়ানটাও সঙ্গে সঙ্গে মরল অবশ্য বারডেনের সঙ্গীদের গুলিতে।

মাঝের দলটাকে বাধা দিয়ে চলেছে জিম গ্যারি। ক্যাপ উইলিস আর টেট রিলিঙও আছে ওর কাছাকাছি। তবু পরোয়া নেই, সোজা এগিয়ে আসছে কোমানচিরা। রাইফেলের ব্যারেল ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, তবু থামতে পারছে না জিম মুহূর্তের জন্য। এত করেও ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না দলটাকে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ও বিপদ দেখে। 'সরে যাও, ক্যারল! ওরা এসে পড়েছে!'

ঘোড়া নিয়েই এক যোদ্ধা দুই ওয়াগনের মাঝের সামান্য ফাঁক গলে লাফ দিতে চাইল, কিন্তু ঘোড়া আটকে গেল। ঘুরেই গুলি করল জিম তাকে লক্ষ্য করে। ওয়াগন আর মাটির ব্যারিকেডের ফাঁক গলে আসার চেষ্টা করতে দেখা গেল আরেক যোদ্ধাকে, রিলিঙের বুলেট তার মাথা গুঁড়ো করে দিল পলকে।

কাছাকাছি জায়গা থেকে কয়েকবার ক্রুদের আর্তনাদ শুনতে পেল জিম, কিন্তু সামনে ব্যস্ত থাকায় সেদিকে তাকিয়ে দেখারও সুযোগ পেল না। পেছনের চর থেকে কয়েকটা খচ্চরের আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে। এরমধ্যে দু'পাশের চাপ কমে আসায় কয়েকজন ক্রু এসে যোগ দিল ওদের সাথে। বিপক্ষের আক্রমণের তোড় বেড়ে যাওয়ায় পিছু হঠতে বাধ্য হলো ইন্ডিয়ানরা।

এক যোদ্ধাকে গুলি করতে কিছুটা উঁচু হলো জিম, সাথে সাথে মনে হলো যেন বাঁ কাঁধে স্লেজ হ্যামারের বাড়ি খেয়েছে ও। একটা বুলেট ঢুকে গেছে ওখানে। রাইফেল ফেলে দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে পড়ে গেল জিম। পাশ থেকে আর্ত চিৎকার করে ওকে জড়িয়ে ধরল ক্যারল। পাগলের মত ক্ষতটা দেখার চেষ্টা করছে।

এর মধ্যেও চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ওদিকে দেখো! আরেক কোমানচি!'

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে গেল ক্যারল, জিমের হাত থেকে খসে পড়া রাইফেল তুলে নিয়ে তাকাল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল লোকটাকে দেখে। 'ওটা সেই "শত্রু নিধনকারী"!' চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকল ও। দ্রুত ছুটে আসছে যোদ্ধা। তার রিবন বাঁধা চুল উড়ছে বাতাসে। ক্যারলকে তাক্ করে মহা আক্রোশে বল্লম তুলল সে।

একই মুহূর্তে ঝল্‌সে উঠল ওর রাইফেল। লোকটার তামাটে বুকের মাঝ বরাবর ফুটো হয়ে গেল, রক্তের ধারা নামল সেখান থেকে তার বুক পেট বেয়ে। আছড়ে পড়ল লোকটা ঘোড়ার পিঠ থেকে।

ধীরে ধীরে কমে এল গুলির শব্দ। পালিয়ে যাচ্ছে কোমানচিরা সাথে আহতদের নিয়ে। পেছনে পড়ে রইল প্রচুর ঘোড়া আর সহযোদ্ধাদের মৃতদেহ। ওদের ঘরে ঘরে আজ মাতম উঠবে, নিজের ক্ষতস্থান চেপে ধরে ভাবল বিমর্ষ জিম গ্যারি।

ওর শার্টের বাঁদিক ছিঁড়ে ফেলল ক্যারল। ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে গ্যারি। ক্ষত দেখে বলল ক্যারল, 'ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট।' টমের কাছ থেকে ধার নিয়ে পরা শার্টের নিচের দিকের বড় একটা টুকরো ছিঁড়ে তা দিয়ে চেপে ধরে জিমের রক্ত পড়া বন্ধ করল ও। শুয়ে থেকে নিজেকে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে জিম। মন অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে। 'আর সবার খবর কি?'

টম আর উইলিস ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। 'অ্যানসেকে নিয়ে তিনজন মারা গেছে,' বলল উইলিস। 'কয়েকজন আহত, একজন বোধহয় বাঁচবে না বেশিক্ষণ। তীর বিঁধে ঘায়েল হয়েছে ছয়-সাতটা ঘোড়া আর খচ্চর, ওগুলোকে মেরে ফেলতে

হবে।'

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'তাড়াতাড়ি রওনা হবার ব্যবস্থা করো।'

ক্রীকের তীরের কাছাকাছি মৃত ক্রুদের কবর দিল ওরা, তারপর ঝোপঝাড় কেটে এনে কবরগুলো ঢেকে দিল যাতে ইন্ডিয়ানদের নজরে না পড়ে। একপাশে বসে নিজের ব্যথা ভুলে বাইবেলের কিছু অংশ পাঠ করল গ্যারি। লোকগুলোর জন্য কষ্ট হচ্ছে ওর। বিশেষ করে চুপচাপ অ্যানসে বারডেনের কথা বেশি মনে পড়ছে। কাজের সময় লোকটা সত্যিই দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে।

ওর কাঁধে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল ক্যারল। ক্রুরা ব্যস্ত হাতে খচ্চরগুলোকে জুড়ে দিল ওয়াগনের সাথে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল ওরা।

চাক ওয়াগনের গায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল জিম। ক্যারল ওর বাহু ধরে রেখেছে। 'চলতে শুরু করো, ক্যাপ।'

সরে গেল উইলিস। দেখা গেল টেট রিলিঙ দাঁড়িয়ে আছে। শাইলো প্লাটও। জিমেরই শটগান তার হাতে। হঠাৎ গ্যারির খেয়াল হলো, ওর নির্দেশ পেয়েও বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ নড়েনি নিজেদের জায়গা থেকে। সবাই দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। প্লাট তাকাল রিলিঙের দিকে। 'কথাটা তুমি বলবে ওকে, না আমাকেই বলতে হবে?' বলল সে।

জবাবে রিলিঙকে বলতে শুনল জিম, 'এখনও সময় হয়নি।'

'কিসের কথা বলছ তুমি, টেট? কিসের সময় হয়নি?' প্রশ্ন করল জিম।

'এখানেই থেকে যাচ্ছ তুমি, সে কথা বলার উপযুক্ত সময়ের কথা বলছে ও,' বলে উঠল প্লাট। 'তোমার হাইড ট্রেন আমরা নিয়ে চলে যাচ্ছি।'

ষোলো

লোকটার বক্তব্যের অর্থ বোঝার সাথে সাথে শক্ত করে ওয়াগন চেপে ধরে নিজেকে ঠেকাল জিম। হাঁটু ভাঁজ হয়ে আসছে ওর, দেহের ভার ধরে রাখতে পারছে না। পৃথিবী দুলছে যেন।

নিজেকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টার ফাঁকে কোনমতে বলল, 'কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার, টেট।'

গম্ভীর কণ্ঠে বলল প্লাট, 'বিশ্বাস করাই ভাল, গ্যারি। কারণ কথাটা মিথ্যা নয়। ডজ ছেড়ে আসার আগে থেকেই এই পরিকল্পনা ছিল আমাদের। গতকাল তুমি আমাদের সাহায্য করার পর ও অবশ্য পিছিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি বাদ সেধেছি তাতে।'

'দুঃখিত গ্যারি,' রিলিঙ বলল এবার। 'এই চামড়া, ওয়াগন আউটফিট বেচে প্রচুর পয়সা পাওয়া যাবে। শরীর থেকে চিরদিনের জন্য মোষের গন্ধ মুছে ফেলে এদেশ ছেড়ে চলে যাব আমি।'

ঠোঁট চাটল ও। বুক কাঁপছে আশঙ্কায়। 'ডজে পা রাখামাত্র ধরা পড়ে যাবে তুমি, সবাই চিনবে এগুলো কার ওয়াগন।'

'ওখানেই ফিরে যেতে হবে এমন তো কথা নেই, গ্যারি। ডজের পশ্চিমে অনেক শহর আছে, যেমন গ্র্যানাডা। ওখানেও এসবের রমরমা ব্যবসা চলে।'

দিশেহারা হয়ে পড়েছে জিম। কঠোর বাস্তবতার সামনে নিতান্ত অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। 'আগাগোড়া চামড়া চুরি করাই তাহলে তোমার আসল পেশা, তাই না, টেট? এখন বুঝতে পারছি, এই

ওয়াগনগুলোও চোরাই। তুমি আড়ালে থেকে মিচ মটেনকে মালিক সাজিয়ে আমার কাছে বিক্রি করেছ।'

ক্রুদের দিকে তাকাল জিম, শুধুমাত্র ক্যাপ উইলিস আর টম রিওরডান ছাড়া এই লোকগুলো সবাই রিলিঙের পক্ষে, বুঝতে অসুবিধা হলো না। টম কোন কাজে আসবে না এ মুহূর্তে, একজন অস্ত্র তাক্ করে রেখেছে ওর দিকে। আর ক্যাপ উইলিস··· কোথায় সে?

আবেদনের সুরে রিলিঙকে বলছে ক্যারল, 'এরকম আহত অবস্থায় জিমকে এখানে ফেলে যেতে পারো না তুমি। মরে যেতে পারে ও।'

কলজে কাঁপানো হাসি দিল প্লাট। 'কেন পারব না? কে গুলি করেছে ওকে, ইনযুনরা? না, ইনযুন নয়, আমিই গুলি করেছি। লক্ষ্য ঠিক হয়নি বলেই তো, নইলে···'

'না, তুমি গুলি করোনি, প্লাট,' বাধা দিয়ে বলল রিলিঙ।

'আমিই করেছি।'

চোখ বড় করে প্লাটকে দেখল রিলিঙ। 'এমন কিছু ঘটানোর কথা ছিল না। তারপরও ঘটে যখন গেলই, আর কিছু করার নেই। দুঃখিত, গ্যারি, তোমাকে রেখেই যেতে হচ্ছে আমাদের।'

তীব্র ক্ষোভের জন্যই হয়তো শক্তি কিছুটা ফিরে পেল ও। ওয়াগনের সাহায্য ছাড়াই দাঁড়াতে চেষ্টা করল টলমল পায়ে। 'আমাকে বরং মেরে রেখে গেলেই ভাল করবে, টেট। কারণ বেঁচে থাকলে তোমাকে খুঁজে বের করবই আমি। যতদিন, যতবছরই লাগুক না কেন, আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না তুমি।'

প্লাট শটগান তুলতেই হাত চেপে ধরে নামিয়ে দিল রিলিঙ। খেপে উঠল লোকটা, 'ও কি বলল, শোনোনি তুমি?'

গম্ভীর কণ্ঠে বলল রিলিঙ, 'বলতে দাও, কোনদিন খুঁজে পাবে না ও আমাকে।'

তখনই হুঙ্কার ছেড়ে উঠল ক্যাপ উইলিস। 'তোমাদের অস্ত্র ফেলে দাও, রিলিঙ!' শার্পস তাক্ করে পেছনের ওয়াগনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বৃদ্ধ। তাকে দেখামাত্র সিক্সগান ফেলে দিল রিলিঙ। প্লাট নড়ে উঠল, ভাব করল যেন নিচু হয়ে শটগান নামিয়ে রাখছে, নল উল্টোদিকে ওটার, বৃদ্ধের দিকে। সামান্য পাশ ফিরে বৃদ্ধের চোখের দিকে তাকাল সে, ঠোঁটের কোণায় নিষ্ঠুর হাসি ফুটল। কি ঘটতে যাচ্ছে, ঠিকমত কেউ বুঝে ওঠার আগেই আচমকা বিস্ফোরণ ঘটাল শটগান। ঝাঁকি খেয়ে অবিশ্বাস মাখা চোখে তাকাল উইলিস, তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

'ক্যাপ!' টলতে টলতে এগোল গ্যারি। হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসে পড়ল। 'ক্যাপ!' আবার ডাকল আর্তকণ্ঠে।

সাড়া নেই বৃদ্ধের। ক্যাপ উইলিস তার আয়ুর মেয়াদ পূর্ণ করে চলে গেছে। রাগে-দুঃখে অন্ধ হয়ে তার পড়ে থাকা রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল জিম। পারল না। পেছন থেকে কেউ রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরেছে মাথায়। মগজে যেন আগুন জ্বলে উঠল। উপুড় হয়ে পড়ে গেল ও, দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল।

'জিম!' চিৎকার করে ছুটে আসতে গেল ক্যারল। চট্ করে ওর বাহু চেপে ধরল টেট রিলিঙ। ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল মেয়েটা, সাথে সাথে মুখের ওপর রিলিঙের শক্ত হাতের চড় খেয়ে পড়ে গেল।

পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে বলল রিলিঙ, 'একে ওয়াগনে তুলে নাও।' তারপর অন্যদের দিকে ফিরল। হাত ঘন ঘন মুঠো করছে আর খুলছে। 'সিদ্ধান্ত বদলে এখানে থেকে যেতে চায় এমন কেউ আছ নাকি?' শব্দ করল না কেউ, নড়লও না। এবারে টম রিওরডানের দিকে তাকাল সে। 'তুমি আমাদের পরিকল্পনার ভেতর ছিলে না, তবে এখন চাইলে ভিড়ে যেতে পারো। কি, থাকবে, না যাবে আমাদের সাথে?'

ক্যাপ উইলিসের পাশে পড়ে থাকা অচেতন জিম গ্যারির দিকে তাকাল লোকটা। পরক্ষণে তাকাল ওয়াগনটার দিকে যেটায় ক্যারল ওয়েবস্টারকে তোলা হয়েছে। একটু চিন্তা করে শ্রাগ করল। 'মনে হয় যাওয়াই ভাল। এখানে একা পড়ে থেকে কি করব?'

খুব ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে গ্যারির। অসহ্য যন্ত্রণায় কাঁধ, মাথা দুটোই খসে পড়বে যেন। হাত-পা অসাড় মনে হচ্ছে, সাড়া পাবে কি না সন্দেহ। কোন জন্তুর গোঙানির আওয়াজ কানে ঢুকল ওর। কি যেন একটা শুঁকছে ওকে, গাল চেটে দিচ্ছে। চোখ মেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো সে, রোদ লেগে ঝল্‌সে গেল নজর। একটু পর আবার চেষ্টা করল, মুখ ঘুরিয়ে কয়েকবার পিট্ পিট্ করে আলো সইয়ে নিয়ে তাকাল।

ওর ওপর ঝুঁকে আছে রিপার, ক্যাপ উইলিসের কালো লোমশ কুকুরটা। অস্থির হয়ে ওকে ঠেলছে। 'শান্ত হও, রিপার,' কোনমতে বলল ও।

সুস্থ হাতের কনুইতে ভর দিয়ে একটু একটু করে উঠে বসল। চোখের সামনে সর্ষেফুল নাচানাচি করল অনেকক্ষণ, দুলছে পৃথিবী। চোখ বন্ধ রেখে সময় নিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল ও। পাশে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা ক্যাপ উইলিসের দিকে তাকাল। বহু কষ্টে চিৎ করল মৃতদেহটা, যত্নের সাথে দাড়ি-মুখে লেগে থাকা কাদার দলা পরিষ্কার করে দিল। তার দাড়িতে আঙুল ঢুকিয়ে আঁচড়ে দিতে গিয়ে চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে নামল গ্যারির। জ্বালা করে উঠল চোখ, কিন্তু বন্ধ হলো না পানির ধারা।

'ক্যাপ,' ফিসফিস করে ডাকল। গলা শুকিয়ে কাঠ। 'ক্যাপ, এ কাজ কেন করতে গেলে তুমি? আমার জন্য শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণটাও দিলে!' ভেঙে পড়ল ও, 'আমার যে আর কেউ রইল না, ক্যাপ...'

বৃদ্ধের গাল, কপাল অনবরত চাটছে আর গুঙিয়ে কাঁদছে অবোধ কুকুর। ক্যাপের বুকে মুখ রেখে কাঁদতে কাঁদতে ওটার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিল জিম। 'আমরা দু'জনই আজ এতিম হয়ে গেলাম, রিপার!'

দীর্ঘ সময় পর ধাতস্থ হয়ে নিজের চারদিকে তাকাল ও। ওয়াগনগুলো চলে গেছে কতক্ষণ হবে? একঘণ্টা, দু'ঘণ্টা? নাকি আরও বেশি কে জানে! দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রথমবার পড়ে গেল গ্যারি। দ্বিতীয়বার সফল হলো। কিছুক্ষণ স্থির থেকে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করল। মৃত ইন্ডিয়ানদের দেহগুলো পড়ে থাকতে দেখল। ও জানে, দেহগুলো এভাবে পড়ে থাকবে না। জীবিত কোমানচিরা ওগুলো উঠিয়ে নিতে ঠিকই ফিরে আসবে। তখন ওকে এখানে দেখতে পেলে···।

'আমাদের জন্য কিছু রেখে যায়নি ওরা, না, রিপার?' কুকুরটার সাথে কথা বলল জিম। 'অস্ত্র নেই, খাবার, পানি, কিচ্ছু নেই।' হাত দিয়ে বেল্ট হাতড়াল। পিস্তলটাও নিয়ে গেছে, আর ছুরিটা ভেসে গেছে কাল। মাথার হ্যাট নেই ওর, হয়তো দমকা বাতাসে উড়ে গিয়ে পড়েছে ক্রীকে। উইলিসের মাথাও খালি। তবে তার বেল্টে এখনও একটা ছুরি গোঁজা আছে।

আবার তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ও। দেহটা এভাবে ফেলে রেখে যাবার কথা ভাবাই যায় না। শত্রুর মৃতদেহের ওপর ইন্ডিয়ানরা যে হিংস্র, প্রতিহিংসামূলক আচরণ করে, সে কথা মনে হতেই শিউরে উঠল। কিন্তু উইলিসকে কিভাবে কবর দেবে ও? মাটি খোঁড়ার মত কিছু থাকলে নাহয় চেষ্টা করতে পারত। ক্রীকের দিকে তাকাল। পানি অনেক নেমে গেছে, তবুও স্রোত এখনও যথেষ্ট তীব্র।

সুস্থ হাত দিয়ে উইলিসের বাহু ধরে টানতে শুরু করল জিম। চার কি পাঁচ ফুট এগোনোর পর থেমে বিশ্রাম নিল। সময় নিয়ে

থেমে থেমে দেহটাকে ক্রীকের কিনারা পর্যন্ত টেনে আনল ও। সাবধানে ধরে নিচে নামাল, তারপর চরের ওপর দিয়ে পানির ধার পর্যন্ত নিয়ে এল। ওটাকে ক্রীকে ভাসিয়ে হাঁটু পানিতে নামল সে, মাথার দিকটা সোজা রেখে পা ধরে জোরে এক ধাক্কায় স্রোতের মধ্যে ঠেলে দিল। টান খেয়ে ভেসে চলল দেহটা।

হাহাকার করে উঠল গ্যারির বুকের মধ্যে। কুড়ি বছরের স্মৃতি একসাথে ভিড় করে চোখ বেয়ে নামল। বিড় বিড় করে বলল ও, 'কবরস্থান এখান থেকে অনেক দূরে, ক্যাপ। কোমানচিদের নৃশংসতা থেকে তোমার দেহ রক্ষা করতে এর চেয়ে ভাল কিছু করতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা কোরো তুমি।'

চোখ মুছে ক্যাপের খাপ থেকে খুলে রাখা ছুরিটা বেল্টে গুঁজে নিল। তখনও দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধের দেহ, একটু পরই অদৃশ্য হয়ে যাবে সামনের বাঁকে। ওর মনে পড়ল মাত্র কদিন আগে এখানেই কোথাও চিরঘুমে শুয়ে বাতাসের শিস আর নেকড়ের ডাক শোনার ইচ্ছার কথা বলেছিল বৃদ্ধ। হয়তো এই স্রোতই কোন বালুচরে তার কবরের ব্যবস্থা করবে, পূরণ করবে তার শেষ ইচ্ছা।

দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ক্যাপ উইলিস। ভয়ঙ্কর এক শূন্যতা চেপে ধরল জিমকে। ওর মহান শিক্ষক, পথ প্রদর্শক, যে ছিল পিতার মত—তাকে ছেড়ে গেল। তীরে উঠে এল ও। কাঁদতে থাকা কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। 'চলো, রিপার। এখন তুমি আমি ছাড়া আর কেউ নেই।'

নরম মাটিতে গভীর দাগ কেটে যাওয়া ওয়াগনের ট্রেইল অনুসরণ শুরু করল জিম গ্যারি। বুঝতে পারছে জ্বর আসছে। অসাড় পা দুটো প্রবল আপত্তি জানাচ্ছে কাদা ভেঙে দেহের ভার বয়ে নিয়ে চলতে। বিশ্রাম চাইছে ওরা। মাথার ভেতর গুন্ গুন্ করছে অসংখ্য ভ্রমর। চোখ অসহযোগিতা করছে। গুলি খাওয়া কাঁধের ব্যথা ক্রমেই বাড়ছে। তবু চলতে হবে। জিম জানে, এখন থামা মানেই মৃত্যু

ডেকে আনা। টেট রিলিঙের পাওনা না মিটিয়ে ও তা করতে পারে না।

'মাথা শান্ত করো, রিলিঙ,' তিক্ত কণ্ঠে বলল শাইলো প্লাট। 'অন্ধকার হয়ে গেছে অনেক আগে। তারপরও খচ্চরগুলোকে এভাবে তাড়িয়ে নিলে মারা পড়বে ওগুলো। তখন কি করবে?'

নার্ভাস দৃষ্টিতে ওয়াগনের সারির দিকে তাকাল রিলিঙ। কিন্তু অন্ধকারে দূরেরগুলো নজরে পড়ল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'ঠিক আছে, ক্যাম্প করো তাহলে।'

দুর্বোধ্য কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে করতে পিছিয়ে পড়া ওয়াগনগুলো এগিয়ে আনতে গেল প্লাট। টম রিওরডানকে ডেকে হুকুম করল রিলিঙ, 'ওয়াগনের বৃত্ত তৈরি করো, তুমি জানো কিভাবে কাজটা করতে হয়।'

বিনা বাক্যে ওয়াগনগুলোর আঁটোসাটো বৃত্ত তৈরি করল সে, একটা গর্তমত খুঁড়ে আগুন ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দেখামাত্র খেঁকিয়ে উঠল রিলিঙ, 'শয়তান কোথাকার! আগুন নেভাও এখুনি!'

'আগুন ছাড়া খাবার রান্না করা সম্ভব নয়,' শান্তভাবে বলল কুক।

'ঠাণ্ডা দিয়েই চালাতে হবে। গরম করার দরকার নেই।'

গতকাল সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজেছে সবাই। রাত জেগে কাজ করেছে, আর আজ সকালে করেছে মরনপণ যুদ্ধ। বাকি সারাবেলা, একটু আগে পর্যন্ত একটানা পথ চলে খিদে-তেষ্টা আর ঠাণ্ডায় কাতর লোকগুলো গরম খাবার না পেয়ে আরও কাতর হয়ে পড়ল। অন্তত একটু গরম কফির জন্য অনেকেই আবেদন জানাল, কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকল রিলিঙ, কোনমতেই আগুন জ্বালানো চলবে না। সামান্য কিছু ঠাণ্ডা বিস্কিট আর পানি খেয়ে কম্বলের তলায় আশ্রয় নিল অসন্তুষ্ট লোকগুলো।

'পাহারা দিতে হবে রাতে,' ঘোষণা করল রিলিঙ।

প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল এক স্কিনার। 'আমাদের ঘুম দরকার, রিলিঙ। আজকের ঘটনার পর ইনযুনরা খুব শিগগির হামলা চালাবার সাহস করবে না।'

তেড়ে গিয়ে এক ঘুসিতে লোকটাকে ফেলে দিল সে। 'আমি বলেছি পাহারা দিতে হবে। আমার কথার ওপর কেউ কথা বললে তাকে গুলি করব আমি এরপর।'

এরপর বিনা প্রতিবাদে পালা করে জোড়ায় জোড়ায় পাহারা দিতে থাকল ক্রুরা। কিন্তু তবু সারারাত নিজের দু'চোখের পাতা এক হতে দিল না রিলিঙ। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর রাখতে থাকল। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল কোন শব্দ ভেসে আসে কি না।

একসময় প্লাট তার পাশে এসে দাঁড়াল। 'অনর্থক ভাবছ তুমি, ও আর আসছে না।'

চট্ করে তাকাল রিলিঙ। 'কিসের কথা বলছ?'

'আমি জানি তুমি কি নিয়ে উদ্বিগ্ন। দেখো গিয়ে কখন মরে ভূত হয়ে গেছে ও! আমার বুলেটে যদি মরে নাও থাকে, ইনযুনরা ঠিকই এতক্ষণে কাবাব বানিয়েছে ওকে দিয়ে। ওর চিন্তা বাদ দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাওগে' তুমি।'

স্বস্তি তো এলই না, বরং আরও বেড়ে গেল অস্বস্তি। 'মরে গেলে তো ল্যাঠা চুকে গেল, কিন্তু যদি বেঁচে থাকে, তাহলে আসবে ও।'

মুচকে হেসে ক্যাম্পের দিকে দৃষ্টি ফেরাল প্লাট, ক্যারলের জন্য তাঁবু খাটাতে দেখল টমকে। 'আমি জিমকে নিয়ে মোটেই ভাবছি না, ভাবছি ও দুটোকে নিয়ে।' খাপ থেকে নিজের ছোরা বের করে গোদা গোদা আঙুলে ধার পরীক্ষা করল সে। 'অন্তত মেয়েটাকে ওখানেই রেখে আসা উচিত ছিল আমাদের। কোন শহর বা বসতির কাছাকাছি পৌঁছার আগেই আমাদের উচিত ব্যাপারটার ফয়সালা করা। নইলে ওরা আমাদেরকে ফাঁসিতে লটকানোর ব্যবস্থা

করবে।'

'কি বলো, অন্ধকারে ওদের বেড়াতে নিয়ে যাব আমি? আগে হোক বা পরে, কাজটা তো সারতেই হবে আমাকে।'

মাথা দোলাল রিলিঙ। 'ক্রুরা মেয়েটাকে খুন করা ভাল চোখে দেখবে না। অন্য কিছু ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে আমাদের।'

বিরক্ত হলো প্লাট। 'মনে হচ্ছে মেয়েটাকে মনে ধরেছে তোমার! নইলে রাজি না হবার কারণ কি?'

গলা চড়ে গেল রিলিঙের। দ্রুত বলে উঠল, 'মুখে লাগাম দাও, শাইলো। বেশি বড় বড় কথা বের হচ্ছে আজকাল তোমার মুখ থেকে। আমিই যে বস্, সেটা ভুলে যেয়ো না।'

সোজা হয়ে গেল লোকটা। রাগ চড়ছে মাথায়। 'বেশ। এখন না হয় যাচ্ছি, কিন্তু কোন শহর বা বসতির কাছাকাছি যাবার আগে ওর ব্যবস্থা করতেই হবে। সে তুমি করো, কি আমিই করি।'

সতেরো

পরদিন। পরিষ্কার আকাশ, প্রখর তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। গ্যারির চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে, মাথার ভেতর চলছে ড্রামের বাড়ি। অসাড় হয়ে যাওয়া পা টেনে টেনে কোনমতে চলছে ও। বোধশক্তি লোপ পেয়েছে অনেক আগেই, খিদে মরে গেছে। কিন্তু পিপাসা বেড়েই চলেছে। পানির অভাবে জিভ ফুলে গেছে, ঠোঁট শুকিয়ে চৌচির। জ্বর বাড়ছে। ঘোর লেগে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চোখ, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। কোনদিকে যাচ্ছে তাও জানে না। চেতনা লোপ

পেতে চাইছে, যে কোন সময় আবার জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। আজ এ পর্যন্ত কয়েকবার ঘটেছে ব্যাপারটা। ক্যাপ উইলিস চলে গেলেও ওর অভিভাবক হিসাবে রেখে গেছে তার প্রিয় কুকুরটা। যতবার জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছে সে, ততবারই ওটা গাল-কপাল চেটে আদর করে জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছে। সারাক্ষণ গরগর করে ধমকে ওকে সজাগ রাখার চেষ্টা করছে।

ক্যারল ওয়েবস্টারকে উদ্ধার করার চিন্তা আর রিলিঙ, প্লাটের প্রতি তীব্র আক্রোশ ঠেলে নিয়ে চলেছে গ্যারিকে। সময়ের হিসাব নেই। কত বেলা হবে এখন কে জানে! চোখে কিছু দেখছে না, আন্দাজে পা ফেলছে। হঠাৎ টের পেল কোন ঢালু জায়গা দিয়ে নামছে ও। একটু পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পানির মধ্যে।

পানি!

ওর জ্বরে পুড়ে যাওয়া শরীর কাঁপছে একটু পানির জন্য, গলা-মুখ শুকনো চামড়ার মত হয়ে গেছে। আর সেই পানির মধ্যেই পড়ে আছে ও! সব পানি একবারে খেয়ে ফেলতে ব্যাকুল হয়ে উঠল গ্যারি। কিন্তু সতর্ক হলো সময়মত। এখন বেসামাল হলেই জ্ঞান হারাতে হবে, পানির মধ্যে দম আটকে মরতে হবে।

জোর করে পিছিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল সে। ডান হাতের কোষে পানি তুলে ফোঁটায় ফোঁটায় ঢালল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। তীব্র ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে নিজেকে সজাগ রেখেছে, তারপরও গলা দিয়ে কয়েক ফোঁটা পানি ভেতরে নেমে গেল, সাথে সাথে সব অন্ধকার হয়ে এল ওর চোখের সামনে।

একটু পর সামলে নিয়ে আবার গলায় পানি ঢালল, এবারের ধাক্কা অনেক কম লাগল। এরপর ধীরে ধীরে, একটু একটু করে পেট পুরে পানি খেল ও। নির্জীব হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ, টের পাচ্ছে দেহে শক্তি ফিরে আসছে। শীতল পানির স্পর্শে জ্বর নেমে যাচ্ছে, ফিরে আসছে দৃষ্টিশক্তি। একসময় সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি পেল

জিম। তাই দেখে মহাআনন্দে লেজ নাড়তে শুরু করল কুকুরটা। ছোট একটা ওয়াটার হোল দেখল সে এবার পায়ের কাছে। আশে পাশে গাছ পালা আর ঝোপঝাড় আছে প্রচুর।

পিপাসা মিটেছে। খিদে অনুভব হচ্ছে এখন। নাক দিয়ে মাটি শুঁকে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল রিপার। ফিরে এল একটু পর। ওর মুখে ঝুলছে একটা খরগোশ, তখনও পেছনের পা ছুঁড়ছে ওটা। রিপারের চোয়াল থেকে নিয়ে পেছনের পা ধরে শক্ত মাটিতে আছড়ে খরগোশটাকে মারল গ্যারি।

বেল্টে গুঁজে রাখা ক্যাপের ছুরি বের করে একহাতে যেভাবে পারল চামড়া ছাড়িয়ে ছিঁড়ে-ফেড়ে ফেলল ছোট জীবটাকে। শুকনো ডালপালা, পাতা কুড়িয়ে এনে জড়ো করে পকেট থেকে দেশলাই বের করে আগুন ধরাল। মাংসের টুকরোগুলো ছুরিতে গেঁথে আগুনের ওপর ধরে সাধ্যমত ঝল্‌সে নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে দিল ও। নাড়ীভুঁড়ি আর ছিটেফোঁটা বাড়িয়ে দিল রিপারের দিকে। এই সামান্য খাবারে পেটের কোণাও ভরার কথা নয়, তবুও পেটে কিছু গেছে বলে শক্তি আর মনোবল দুটোই ফিরে আসতে লাগল গ্যারির। কৃতজ্ঞতায় রিপারকে আদর করে দিল। 'খুব ভাল বন্ধু তুমি, আমার জীবন বাঁচালে।'

আবার হাঁটতে শুরু করার আগে খানিক বিশ্রাম নেয়া দরকার মনে করল সে। ওয়াটার হোলের পাড়ঘেঁষা এক ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ল। ওর মাথার কাছে বসে সতর্ক পাহারায় রইল রিপার। ঘুমিয়ে পড়ল জিম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না, রিপারের গরগর আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল একসময়। এদিক ওদিক তাকিয়ে উঁকি দিল ও ঝোপের ফাঁক দিয়ে। কোমানচি! দূর থেকে ঘোড়ায় চড়ে এদিকেই আসছে একা এক কোমানচি। মাথায় একটা পালক গোঁজা, খালি গা, কাঁধে রাইফেল আর বুলেট ভর্তি লপওয়ালা চামড়ার বেল্ট ঝুলছে তার।

স্কাউট। সম্ভবত মোষের সন্ধানে বেরিয়েছে, ভাবল জিম। সোজা এদিকেই আসছে। তার ভাবভঙ্গিতে সতর্কতার লেশমাত্র নেই। এদিকে শত্রু লুকিয়ে থাকতে পারে, তা ওর কল্পনাতেও নেই। এ এক মস্ত সুযোগ, ভাবল জিম। লোকটাকে কোনভাবে খুন করতে পারলে অস্ত্র আর ঘোড়া দুটোই একসাথে পাওয়া যাবে।

ইশারায় রিপারকে শান্ত থাকতে বলে ঝোপের আড়ালে ওয়াটার হোলের ঢালু পাড়ের সাথে মিশে থেকে কোমানচিটার ওপর লক্ষ রাখতে থাকল জিম। পঞ্চাশ ফুট দূরে ঘোড়া থেকে নামল লোকটা। কোনদিকে না তাকিয়ে নিশ্চিন্তে হেঁটে জিমের দশ ফুট দূর দিয়ে নেমে গেল পানির ধারে। উবু হয়ে হাত দিয়ে তুলে পানি খেতে শুরু করবে, তখনই কি যেন সন্দেহ হলো, এদিক ওদিক তাকাল সে সতর্ক দৃষ্টিতে। পানির কিনারায় নরম মাটিতে তাজা পায়ের ছাপ দেখে রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল চট্ করে।

ততক্ষণে ইশারায় রিপারকে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছে জিম। গরগর শব্দ কানে যেতেই পেছনে তাকাল কোমানচি, রিপারকে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত দেখে ওর অবিশ্বাসে চোখ বড় হয়ে উঠল। রাইফেল তোলার সময় পেল না লোকটা, তার আগেই বিশাল কুকুরের ধাক্কায় চিত হয়ে পড়ে গেল। রিপারের লক্ষ্য তার কণ্ঠনালী, বুঝতে পেরে প্রাণপণে যুঝতে থাকল ওটাকে বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে।

হুটোপুটির এক ফাঁকে লোকটার মাথার দিক থেকে এগিয়ে এল জিম গ্যারি, সুস্থ হাতে ধরে রেখেছে ছুরি। সুযোগমত ওটা নামিয়ে আনল সে লোকটার বুকে। ছুরিটা তুলেই আবার চালাল জিম। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল কোমানচির বুক থেকে। শ্বাস টানার চেষ্টা করল সে হাঁ করে। তারপরই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডে বিঁধেছে ছুরি।

'শাবাশ, রিপার!' ওটাকে আদর করল জিম। 'চমৎকার! অস্ত্র,

ঘোড়া সব হয়েছে এখন আমাদের। বেলা শেষ হতে দেরি নেই। চলো, আসল কাজে যাই এবার।'

বহু কষ্টে নিজের দুর্বল শরীরটাকে ঘোড়ার পিঠে চাপাল ও। অন্ধকার নেমে আসার আগেই খুঁজে বের করল মাটিতে গভীরভাবে বসে যাওয়া একসারি চাকার দাগ।

খিঁচড়ে আছে টেট রিলিঙের মেজাজ। সন্ধ্যা থেকে একনাগাড়ে পান করছে সে, হাতে ধরা হুইস্কির বোতল খালি করে এনেছে প্রায়। লাল চোখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা ক্রুদের দিকে। কী বলা যাবে একে—বিদ্রোহ? হ্যাঁ বিদ্রোহই করে বসেছে আজ লোকগুলো। যুদ্ধে গুরুতর আহত এক ক্রু মারা গেছে সন্ধ্যার আগে।

রিলিঙের নির্দেশ অমান্য করে তক্ষুণি চলা থামিয়ে দিয়েছে বাকি ক্রুরা। নিঃশব্দে কবর দিয়েছে তাকে। লোকটার মৃত্যু যন্ত্রণা কমাতে থামার আবেদনে রিলিঙ কান দেয়নি বলে তীব্র ঘৃণা আর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ওদের মধ্যে। আগুন জ্বালিয়ে কুকুকে দিয়ে রান্না করিয়ে গরম খাবার আর কফি খেয়েছে সবাই। রিলিঙের পাহারা দেবার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়েছে। শ্রান্ত হয়ে প্লাট পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

হাঁটতে হাঁটতে ক্যাম্পের একধারে এসে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দূরে তাকাল সে। জিমকে নিয়ে আশঙ্কায় কণ্টকিত। কখনও মনে হয় প্লাটের কথাই ঠিক, মরে গেছে জিম। গুলিতে আহত হয়ে, খাবার, অস্ত্রবিহীন অবস্থায় এখানে বেঁচে থাকা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর যদি এখনও মরে না থাকে সে, শিগ্‌গিরি মরবে। কোমানচি এলাকায় এভাবে কোন সাদা মানুষের বেঁচে থাকার সুযোগ নেই। আবার কখনও উল্টোটাও মনে হয় তার। মনে হয়ে বেঁচে আছে লোকটা, আসছে প্রতিশোধ নিতে।

বোতল মুখের কাছে তুলে আবার খানিকটা গলায় ঢালল রিলিঙ। তারপর ফিরে চলল বৃত্ত তৈরি করে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াগনগুলোর দিকে। গাধার দল! ওয়াগনগুলোও ঠিকমত রাখেনি। চাক ওয়াগন আর পেছনেরটার মাঝে বেশ কিছুটা ফাঁক রয়ে গেছে। ঘোড়া বা খচ্চর এই ফাঁক দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারবে, টেরও পাবে না শালারা!

টমকে সজাগ মনে হলো ওর। এগিয়ে গিয়ে তিক্ত কণ্ঠে ডাকল, 'টম! এই ফাঁকটা বন্ধ করো!'

সাড়া দেবার লক্ষণ দেখা গেল না কুকের মধ্যে। ভুরু কোঁচকাল রিলিঙ। আচ্ছা! সময় আসুক, মনে মনে শপথ নিল ও—তোমাকেই সবার আগে শাইলো প্লাটের হাতে তুলে দেব!

ওয়াগনের চাকায় হেলান দিয়ে ওখানেই মাটিতে বসল রিলিঙ, তাকাল এদিক ওদিক। সব্ শালা ঘুমাচ্ছে, পাহারায় নেই কেউ। না থাকুক, রিলিঙ একাই পাহারা দিতে পারবে। পরে দেখে নেবে সে কার ঘাড়ে কয়টা মাথা। কাজটা আগে শেষ হোক, ভালয় ভালয় সব বিক্রি করা হয়ে গেলে ওর টিকিটার নাগালও পাবে না কোন হারামজাদা। পয়সা না পেয়ে বুড়ো আঙুল মুখে পুরে ঘুরে বেড়াবে, তখন বুঝবে কার সাথে ঘাড় ত্যাড়ামি করেছে।

ক্যারল ওয়েবস্টারের তাঁবুর দিকে চোখ গেল রিলিঙের। হুইস্কির কাজ ভালভাবে শুরু হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ থেকেই মাথাটা বেশ হালকা লাগছে তার। ক্যারলকে নিয়ে জিম গ্যারিকে একসময় ঈর্ষা হত, কিন্তু, সে কাহিনী শেষ হয়ে গেছে। এখন মেয়েটাকে নিয়ে রিলিঙ ভাবতেই পারে। যদিও চোখ ধাঁধানো সুন্দরী নয় ও, তবে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। রূপ ফুটছে দিনে দিনে। গুণও ওর অনেক। রুচি আছে, কথা বলার ভঙ্গি সুন্দর। ব্যক্তিত্ব আছে, অ্যানজেলাদের মত মেকী নয় কিছু, সহজাত।

এমন মেয়েকে নিয়ে ভাবা যায়, ভাবা উচিত। আরও খানিকটা

হুইস্কি গলায় ঢালল সে। জৈবিক খিদে চেগিয়ে উঠতে চাইছে। ক্যাম্পের কোথাও কারও সাড়াশব্দ নেই। কাজেই··· বোতলের তলানীটুকুও গলায় ঢেলে উঠে পড়ল লোকটা। পা বাড়াল মেয়েটার তাঁবুর দিকে। বেশ ফুরফুরে লাগছে এখন নিজেকে, পা দুটো কেবল টলছে একটু একটু, এই যা।

ভেতরে যাবার ফ্ল্যাপের রশিগুলো আবার বেঁধে রেখেছে কেন মেয়েটা? বিরক্ত হয়ে ভাবল সে। কয়েকবার চেষ্টা করে খুলে ফেলল, পা রাখল তাঁবুর ভেতরে। অন্ধকার। পিট্ পিট্ করে চোখ সইয়ে নিল। ওই তো কম্বলের নিচে ঘুমিয়ে আছে ক্যারল। না, ঘুমায়নি, চেয়ে চেয়ে তাকেই দেখছে।

ফিস্ ফিস্ করে জড়ানো গলায় বলল রিলিঙ, 'তোমার সাথে কথা আছে।'

'বেরিয়ে যাও,' বলল ও। 'তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।'

'ওরা তোমাকে মেরে ফেলতে চায়,' বলল রিলিঙ। 'তুমি বেঁচে থাকলে ওদের ক্ষতি করবে বলে ভয় পাচ্ছে প্লাট, সে সব তোমার জানা দরকার।'

উত্তর দিল না ক্যারল, ঘাবড়ে যাবার লক্ষণও দেখা গেল না ওর মধ্যে। অন্ধকারে চোখ না দেখলেও কথা বলায় মেয়েটার অনীহা বুঝতে পারছে রিলিঙ। দু'পা এগোল সে। 'কথা বলো। তোমাকে রক্ষা করব আমি। আমার সাথে নিয়ে যাব তোমাকে, কল্পনার চাইতেও বেশি সুখে রাখব তোমাকে।'

ঝট্‌কা মেরে কম্বল সরিয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। 'তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলেছি আমি!'

ওর কাঁধ চেপে ধরল রিলিঙ। 'কথা শোনো। তোমাকে আমি ভালবাসি, তাই তোমাকে বাঁচাতে চাই, ক্যারল!'

চড় মারতে গেল ক্যারল। কব্জি ধরে ঠেকিয়ে দিল সে। 'এসব বন্ধ করো, শান্ত হও, ক্যারল!'

অধৈর্য হয়ে উঠেছে রিলিঙ, জোর খাটাবার চেষ্টা করছে। বাধা দিতে গিয়ে হঠাৎ পা হড়কে গেল ওর—পড়ে গেল চিত হয়ে। জাপ্‌টে ধরে ওর ওপরই পড়ল রিলিঙ। ক্যারলের স্পর্শে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার দেহে, হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল। ক্যারলের ঠোঁট খুঁজে পেয়ে সজোরে চুমু খেল লোকটা। ব্যস্ত থাকায় ক্যারলের রেঞ্চ ধরা হাতের ওপরে ওঠা দেখতে পেল না। যখন দেখল, ভারী জিনিসটা তখন সজোরে আছড়ে পড়েছে তার খুলিতে। গড়িয়ে পড়ে গেল সে ক্যারলের ওপর থেকে। সরে গিয়েই আবার রেঞ্চ চালাল ক্যারল, জ্ঞান হারিয়ে ফেলল টেট রিলিঙ।

'আমার জানা উচিত ছিল টেক্সাসের মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারে,' চাপা কণ্ঠে বলে উঠল টম রিওরডান। 'কোন পুরুষ সাহায্য করতে চাইলেও তারা তা গ্রহণ করে না।'

ওর কথার ধরনে হেসে ফেলল ক্যারল। ছোটখাট মানুষটা কখন যে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি।

'চলো, বেরিয়ে পড়ি আমরা,' বলল টম।

দূর থেকে দুই রাইডারকে এদিকে আসতে দেখেই দ্রুত ক্রীকের তীরের ঘন হ্যাকবেরি ঝোপের আড়ালে ইন্ডিয়ান পনিটাকে ঢুকিয়ে দিল জিম গ্যারি। 'সরে এসো, রিপার, বসে থাকো নিচু হয়ে।' নিজেও নেমে হাঁটু গেড়ে বসল। কোমানচির অস্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখল। পোড়া গান পাউডার জমে ব্যারেলের ছিদ্র প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। তবু আশা করা যায় এখনও গুলি বেরোবে এটা দিয়ে।

এগিয়ে আসছে রাইডার দু'জন, চিন্তা বাড়ছে জিমের। যদি ওরা দেখে ফেলে, তাহলে একহাতে কি করে গুলি চালাবে ও দু'জনের বিরুদ্ধে? তাছাড়া ওদের পেছনে আরও লোক আছে কি না, কে জানে। ওদের একজন আবার একটা খালি ঘোড়া টেনে আনছে।

উত্তেজনায় ঘামছে জিম, মনে হচ্ছে আবার বুঝি জ্বর বাড়ছে। গলা শুকিয়ে আসছে। অনেক কাছে এসে পড়েছে রাইডাররা।

বার কয়েক শুকিয়ে আসা ঠোঁট চেটে নিয়ে অজান্তেই উঠে দাঁড়াল জিম। রাইফেল নিচু হয়ে গেছে আপনাআপনি। কয়েকবার চোখ খুলে বন্ধ করল ও। অবিশ্বাস্য! টম রিওরডান আর ক্যারল ওয়েবস্টার!

পনিটাকে টেনে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল জিম। প্রথমে টম দেখল ওকে, চিনতে না পেরে দ্রুত রাইফেল তুলেই নামিয়ে নিল। পিছলে স্যাডল থেকে নেমে ছুটে আসছে ক্যারল, জিমও এগিয়ে গেল। সুস্থ হাত দিয়ে মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। ওর সোনালী চুলে মুখ গুঁজল। ক্যারল ওকে দু'হাতে শক্ত করে ধরে আবেগে বলে চলেছে, 'জিম, আমার জিম!' দু'গাল বেয়ে পানির ধারা নামছে তার। বারবার মুছেও তার বেগ কমাতে পারছে না জিম।

একপায়ে দাঁড়িয়ে ওদের আবেগমাখা মিলন দেখল টম। দেহের ভর অন্য পায়ে চাপিয়ে খাবারের স্যাকটা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'অনেক হয়েছে। বাকিটা পরের জন্য রেখে দিয়ে এসো কিছু খেয়ে নেবে। এই কাজটা এখন বেশি দরকার তোমার, গ্যারি।'

খেতে খেতে দু'জনের কাছ থেকে সব শুনল জিম। 'তোমাকে জীবিত দেখার আশাই করিনি আমি,' দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করল টম। 'ক্যারলকে আমি উত্তরের হাইড আউটফিটগুলোর দিকে যাবার কথা বলেছিলাম। কিন্তু ও জেদ ধরল আমার সঙ্গে আসার, তাই ট্রেইল গোপন করতে ক্রীকের ধার দিয়ে এগোচ্ছিলাম।'

খিদে মিটে গেছে। ক্যানটিন থেকে ঠাণ্ডা পানি খেয়ে পিপাসাও মিটল। এবারে ওদের নিয়ে আসা অস্ত্রগুলো দেখল জিম। টেট রিলিঙের পিস্তল, একটা বাফেলো রাইফেল আর ওর শটগান। এটা দিয়েই খুন করা হয়েছে ক্যাপ উইলিসকে। দাঁতে দাঁত চেপে বসল ওর, দৃষ্টি কঠোর হলো। 'এটা দিয়েই টেট রিলিঙ আর শাইলো

প্লাটকে খুন করব আমি। ক্যাপকে খুন করার বদলা নেব।'

একটু ইতস্তত করে বলল টম, 'টেট রিলিঙ নয়, প্লাট একাই গুলি করেছিল ক্যাপ উইলিসকে। আমি একা নয়, সবাই দেখেছে, জিম।'

চুপ করে শুনল ও। তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, 'মানুষের মাঝে কেউ যদি একটা নেকড়ে ছেড়ে দেয়, তাহলে সেটার কুকর্মের দায়-দায়িত্ব সব তার ওপরই বর্তায়।'

ওর বাহু চেপে ধরল ক্যারল, উদ্বিগ্ন। 'কি করবে ভাবছ তুমি?'

'ধাওয়া করব। টেট রিলিঙের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরিয়ে নেব একটু একটু করে। ঘাম ছুটিয়ে ছাড়ব ওর। তারপর সুযোগমত ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে ধরব।'

আঠারো

অনেক দূরে সারবেঁধে এগিয়ে চলছে চামড়া বোঝাই ওয়াগনগুলো। সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল জিম, 'সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তারপরও ব্যাটা কীভাবে ওয়াগন ছোটাচ্ছে দেখেছ? অন্তত অর্ধেক পশু কেন যে মারা যায়নি এখনও, তাই ভাবছি।'

'আমি ভাবছি অন্য কথা,' বলল রিওরডান। 'পালাবার আগে ক্যাম্পের ভাবসাব যা দেখেছিলাম, তাতে অর্ধেক লোকের ভেগে যাবার কথা ছিল। কেন যায়নি ভেবে পাচ্ছি না। টেট রিলিঙের পাগলামিতে ক্ষ্যাপা শুয়োরের মত হয়েছিল এক একটা।'

একটু বিশ্রাম নেবার জন্য স্যাডল থেকে নামল জিম। বাঁ কাঁধ

ফুলে ঢোল হয়ে আছে, অবশ্য জ্বর নেই। অনেক ওজন হারিয়েছে ও এরমধ্যে। আবার হারানো শক্তি অনেকখানি ফিরেও পেয়েছে। এই গতিতে এগোলে আর কয়েকদিনের মধ্যেই টেক্সাস সীমান্ত পার হয়ে আরকানসয় ঢুকে পড়বে ওরা, ভাবছে জিম। তারপর কি করবে টেট? কোনদিকে যাবে? টম আর ক্যারল পালিয়ে গেছে, তাতে ওর মনে ধরা পড়ার ভয় নিশ্চই অনেক বেড়ে গেছে। আর ধরা পড়লে যে সবকটাকেই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, তাও জানা আছে ওদের। তাহলে?

ভাবতে ভাবতেই দেখল দূরে, অন্ধকারে ক্যাম্প করছে ওরা। রাত কিছুটা গভীর হতে উঠল জিম। 'চলো, বেড়িয়ে আসি খানিক।'

ক্যাম্প থেকে একটু দূরে ক্যারলকে ঘোড়ার দায়িত্বে রেখে টমকে নিয়ে সাবধানে এগোল জিম। ক্রুরা ওয়াগনের বৃত্ত তৈরি করে পশুগুলোকে ভেতরে নিয়ে ছেড়ে রেখেছে। হম্বিতম্বি করতে থাকা রিলিঙের গলা শুনল ও। 'এত রাতেও চ্যাঁচাচ্ছে লোকটা, ঘুমায় না নাকি?'

'প্রথম রাত থেকেই দেখেছি,' ফিস্ ফিস্ করে বলল টম। 'ব্যাটা নিজে তো ঘুমায়ই না, কাউকে ঘুমাতেও দেয় না।'

ওদিক থেকে অনেকক্ষণ আর কোন সাড়াশব্দ নেই, সিগারেটের আগুনও চোখে পড়ছে না। রাত গভীর হয়েছে। নিঃশব্দ সতর্কতায় দু'জনে ওয়াগনগুলোর বাইরে দিয়ে খুব কাছ থেকে চারদিক ঘুরল। ওয়াগনের ফাঁক দিয়ে অথবা নিচ দিয়ে ভেতরে উঁকিও দিল দুয়েকবার। কোথাও কোন পাহারা নেই। কারও সজাগ থাকার লক্ষণ চোখে পড়ল না। সন্তুষ্ট মনে ফিরে চলল দু'জনে রলের কাছে।

'চাক ওয়াগনটাকে খানিক সরানো সম্ভব, টম?' প্রশ্ন করল জিম।

'হয়তো সম্ভব। মালপত্র খালি হয়ে এখন অনেক হালকা হয়ে গেছে ওটা। আমার ঘোড়ার সাথে বেঁধে চেষ্টা করে দেখতে পারি

একবার।'

'করো তাহলে, অন্তত তিন-চার ফুট ফাঁক করতে পারলেই হবে। ফাঁক দিয়ে যতগুলো পারি ঘোড়া-খচ্চর বের করে আনব আমি।'

ঘোড়ায় চড়ে বসল দু'জনে। এগিয়ে এসে জিমের হাত ধরল ক্যারল, মিনতি করে বলল, 'জিম, তোমার আঘাতের কথা অন্তত মনে রেখো। কোন ঝুঁকি নিতে যেয়ো না প্লীজ!'

ওর মাথায় হাত বোলাল জিম। 'নিশ্চিন্তে থাকো। বাড়তি কোন ঝুঁকি নেবার কথা ভাবছি না আমি।'

ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। নিঃশব্দে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ঘোড়া দুটো। ঘোড়ার পায়ে পায়ে লাফাতে লাফাতে চলেছে উত্তেজিত কুকুরটা। মুখ নিচু করে একবার চাপা ধমক লাগাল জিম। 'সাবধান, রিপার! কোন শব্দ নয়!'

কাছাকাছি পৌঁছে আলাদা হয়ে গেল ওরা। টম চাক ওয়াগনের দিকে, আর জিম ঘুরে উল্টোদিকে এগোল। প্রায় নাকে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াগনের ফাঁক গলে ঘোড়া নিয়ে ভেতরে ঢোকার সুযোগ নেই, আগেরবার তা ভাল করে দেখে গেছে জিম। তাই ভেতরে ঢোকার চেষ্টা না করে একটা ওয়াগনের একদম গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কান পেতে রাখল চাক ওয়াগন সরানোর শব্দ শোনার আশায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে লক্ষ করছে কোথাও কোন নড়াচড়া চোখে পড়ে কি না।

একটু পরই দুলে উঠল চাক ওয়াগন, ঘোড়া আর টমের তেরছা টানে ওটার নাক ঘুরে গেল বাইরের দিকে। হাত তিনেকের মত একটা ফাঁক তৈরি হলো। ওয়াগনের চাকার তীক্ষ্ণ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ কানে যাওয়ামাত্র ভেতরের পশুগুলোকে ভয় দেখাতে পর পর কয়েকটা গুলি করল জিম। সিক্সগানের আচমকা হুঙ্কার ও বারুদের ঝলকানি দেখে ভীষণ ভড়কে গেল ওগুলো, ছোটাছুটি শুরু করে

দিল পাগলের মত। ফাঁকা জায়গাটা দেখে মুহূর্তে একটা ঘোড়া ছুট্ লাগল ওর মধ্য দিয়ে, ওটাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল অন্যগুলো। তখনও থেমে থেমে গুলি করছে জিম।

ম্যাগাজিন খালি হতেই রিলোড করে ফের তৈরি হয়ে নিল ও। ঘুম থেকে জেগে উঠে ক্রুর দল মহা শোরগোল বাধিয়ে দিয়েছে ভেতরে। কি করবে দিশা করতে পারছে না, তাল হারিয়ে প্রাণের ভয়ে ছোটাছুটি করছে। ক্যারলকে নিয়ে টম পালিয়ে যাবার পর প্লাট ছাড়া সবাইকে রাতে নিরস্ত্র করে রাখে রিলিঙ। অস্ত্র নেই বলে আরও বেশি দিশেহারা হয়ে পড়েছে লোকগুলো।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসতে শুরু করল জিম। কেউ গুলি ছুঁড়ছে না দেখে বিস্মিত হয়েছে। বেশ খানিকটা সরে এসেছে ও, হঠাৎ নজর পড়ল মোটামত কারও ওপর। ওয়াগনের তলা দিয়ে বেরিয়ে এসে ওর দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে লোকটা। কাঠামো দেখে শাইলো প্লাটকে চিনতে পারল জিম। স্যাডলে উপুড় হলো ও, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে লোকটার দিকে ছুটিয়ে দিল তীব্র গতিতে।

সাহস হারিয়ে ফেলল প্লাট, শত্রু পালিয়ে যাবার বদলে উল্টো তেড়ে আসবে ভাবতে পারেনি, তাহলে বৃত্তের বাইরে কিছুতেই আসত না। পেছন ফিরে পড়িমড়ি করে ওয়াগনের নিচে ঢুকতে গেল সে। তখনই ট্রিগার টিপে দিল জিম। চিৎকার করে ওয়াগনের চাকার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্লাট। ক্যাপ উইলিসের তোবড়ানো মুখ ভেসে উঠল জিমের চোখের সামনে। দ্বিতীয় গুলিটাও প্রায় একই সময় করল ও। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এটা ক্যাপের পক্ষ থেকে!'

মাটিতে গড়িয়ে পড়ল শাইলো প্লাটের বিশাল দেহ। ততক্ষণে ক্রুদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে রিলিঙ। একযোগে কয়েকটা অস্ত্র গর্জে উঠল কোণা ভাঙা বৃত্তের মধ্য থেকে। স্পার দাবিয়ে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল জিম গ্যারি।

দূর দিয়ে ঘুরে সামনে পৌঁছে দেখল একপাল খচ্চর আর ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে ছুটছে টম। রিপার তাকে সাহায্য করছে। ওকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলল টম, 'ব্যাটারা ঠেকাতে পারার আগেই কম করেও অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে, জিম!'

সন্তুষ্ট মনে ভাবল ও, ধাক্কাটা মোক্ষম জায়গাতেই লাগবে। মুখে বলল, 'নিয়ে চলো সবকটাকে।'

পরদিন সকালে দেখা গেল ছয়টা ডবল আর দুটো সিঙ্গল ওয়াগন রেখেই যাত্রা করেছে রিলিঙের হাইড ট্রেন। ওগুলো টেনে নেবার প্রয়োজনীয় পশু নেই ওদের কাছে। 'ফেলে যাওয়া এতগুলো চামড়ার দুঃখ কুরে কুরে খাবে ওকে,' বলল জিম।

অনেক পিছিয়ে থেকে তাকে অনুসরণ শুরু করল ওরা তিনজন। ভাগিয়ে আনা পশুগুলোকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে, রিপার খবরদারি করছে ওগুলোর ওপর। পরিত্যক্ত ক্যাম্প পাশ কাটাবার সময় দেখা গেল হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে আছে প্লাটের লাশ। দুপুরের মাঝামাঝি সময় হাইড ট্রেন থেকে পিছিয়ে পড়া একটা ডবল ওয়াগন দেখতে পেল ওরা; সামনেরটার পেছনের একটা চাকা খুলে গেছে। দুই ক্রু সেটা লাগাবার চেষ্টা করছে।

দ্রুত এগিয়ে গেল জিম। কাজে ব্যস্ত থাকায় ওকে খেয়াল করেনি লোকগুলো। যখন করল, তখন হাতের কাজ সারবে না রাইফেল তুলে ওকে গুলি করবে, ভেবে পেল না। যদিও কোনটাই হলো না শেষ পর্যন্ত। জিমের হাতে উদ্যত সিক্সগান দেখে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝটপট। রক্ত সরে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দু'জনেরই। টমও এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

'কাল রাতে তুমিই এসেছিলে, কুকুর ছিল তোমার সাথে, কথাটা রিলিঙকে বলতেই ও আমাকে ঘুসি মেরে বসল। বলল ইন্ডিয়ানরা হামলা করেছে। সবাইকে হুমকি দিল—যে তোমার নাম

উচ্চারণ করবে, তাকেই গুলি করবে সে,' হড়বড় করে কথাগুলো বলল একজন।

দাঁত বের হয়ে গেল টমের। 'বলেছিলাম না, ব্যাটা ভয়ের চোটে চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছে!' ওদের রাইফেল দুটো তুলে নিল সে।

ভুরু তুলে লোক দুটোকে দেখল জিম। 'টম! এদেরকে এখানেই গুলি করে মারব, না ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য নিয়ে যাব সাথে করে?'

কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাওয়ার দশা হলো ওদের। 'আমাদের কোন দোষ নেই, জিম। দয়া করে ক্ষমা করে দাও। রিলিঙের কথায় লোভে পড়ে শুধু ওর দলে ভিড়েছিলাম। আর কখনও এমন কাজ করব না, এই শপথ করে বলছি।'

দাঁতে দাঁত চেপে বলল জিম; 'তোমাদেরকে গুলি করে মারাই উচিত। কিন্তু তা করব না আমি। হেঁটে এদেশ ছেড়ে চলে যাও। আর কখনও যদি তোমাদের এদিকে দেখেছি, সোজা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছাড়ব মনে রেখো।'

শুধু এক ক্যানটিন পানিসহ লোক দুটোকে ছেড়ে দিল জিম। অস্ত্র কেড়ে রেখে আত্মরক্ষার জন্য দু'জনকে দুটো ছুরি রাখতে দিল কেবল। 'রাতে এই ওয়াগন দুটোও যখন জায়গামত পৌঁছবে না, আরও বেশি ভাবনায় পড়ে যাবে রিলিঙ,' জিম বলল। 'এই নিয়ে সাতটা ডবল আর দুটো সিঙ্গল ওয়াগন হাতছাড়া হলো। ওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে, টম। লুটের মাল প্রায় অর্ধেকটাই খুইয়ে ফেলেছে ব্যাটা এরমধ্যে।'

সন্ধ্যার পর দূর থেকে রিলিঙকে ক্যাম্প করতে দেখল জিম। যথেষ্ট ওয়াগন না থাকায় আজ আর বৃত্ত তৈরি করা সম্ভব হয়নি, একসারিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ওগুলো। পশুগুলোকে দড়ি দিয়ে ওয়াগনের চাকার সাথে বেঁধে রেখেছে।

ক্যাম্পের একজনেরও আজ রাতে ঘুম হবে না, ভাবল জিম। টেট রিলিঙ নিশ্চই সবাইকে পাহারায় বসিয়ে রাখবে। ক্যাম্পে কোন আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে না। ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দড়ি কেটে আরও কয়েকটা পশু ভাগিয়ে আনতে পারলে বেশ হত, কিন্তু খুব কাছে যাওয়ায় ঝুঁকি আছে। টমকে বলল ও, 'কোমানচিটার কাছ থেকে দখল করা নিড্‌ল গানটা দাও আমাকে, ওদেরকে ভয় দেখানো যাক।'

ওটা দিয়ে ক্যাম্প লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুঁড়ল জিম। মুহূর্তে চরম হট্টগোল শুরু হয়ে গেল ওদিকে। একটু পর ছুটে পালাতে থাকা খুরের শব্দ শোনা গেল। 'দড়ি ছিঁড়ে পালাল কয়েকটা!' হেসে উঠল টম রিওরডান।

দিনের আলো ফুটছে। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এখনই, যদিও সূর্য উঠতে দেরি আছে। কাঁধে নাড়া দিয়ে জিমকে ঘুম থেকে তুলল টম। 'জিম! মনে হচ্ছে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে ওদের ক্যাম্পে।'

কনুইতে ভর দিয়ে উঠল জিম। ক্যারল ঘুমাচ্ছে তখনও। ওর ওপর চোখ পড়তে হাসি ফুটল জিমের মুখে, রাতে অনেক সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখেছে সে মেয়েটিকে নিয়ে।

কটনউড গাছটার আড়াল থেকে মুখ বের করল জিম। দেখল ক্যাম্পের সবাই একজোট হয়ে তেড়ে যাচ্ছে রিলিঙের দিকে। তার হাতে একটা রাইফেল, সে ওটা উঁচু করতেই পিছিয়ে যাচ্ছে লোকগুলো। আবার হাত-পা নেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তর্ক করছে রিলিঙের সাথে। জিমের মনে হলো লোকগুলো কিছু একটা দাবি করছে ওর কাছে, ও অস্বীকার করছে তা মানতে। গুলির ভয় দেখিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করছে।

আচমকা লোকগুলোর কেউ কিছু একটা ছুঁড়ে মারল তাকে লক্ষ্য করে। শেষ মুহূর্তে জিনিসটা দেখতে পেয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল

রিলিঙ, কিন্তু কিছুর সাথে পা বেধে পড়ে গেল। অমনি সবাই মিলে জাপ্‌টে ধরল তাকে। মিনিট খানেকের মধ্যেই ভেঙে গেল জট্‌লা। সরে যাচ্ছে লোকগুলো। ঘোড়া-খচ্চর যে যেটাতে পারছে চড়ে বসে পুবদিকে ছোটাচ্ছে।

'হারামজাদারা পালাচ্ছে, জিম!' উত্তেজিত গলায় বলল রিওরডান।

'পালাতে দাও। পালিয়ে গিয়ে ওরা বরং তোমার উপকার করছে। ওদের ধরে হয় গুলি করে মারতে হবে, নাহয় পাহারা দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে হবে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য। কি দরকার ঝামেলার? আমাদের হিসাব যার সাথে, সে তো ওখানেই আছে। মাটি শুঁকছে।'

খানিক পর টেট রিলিঙকে দু'হাতে একটা ওয়াগন আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে দেখল ওরা। বারদুই চেষ্টার পর উঠল সে, ওয়াগনের চাকার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে।

'ধরব গিয়ে শয়তানটাকে?' বলল টম।

'দরকার নেই। বাকি খেলা কিভাবে খেলে দেখি বরং এখানে বসে। ওয়াগন নিয়ে বসে থাকে, না সব ফেলে রেখে প্রাণ নিয়ে পালায়, দেখি।'

পালাচ্ছে না টেট রিলিঙ। চামড়া বোঝাই ওয়াগনগুলোর ওপর ঘুরছে তার নজর। প্রতিটা ওয়াগনে কম করেও হাজার ডলারের চামড়া আছে। সব ব্যাটার হাতের মুঠোয় ছিল, এখন নেই। এতদূর থেকে তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু দাঁড়ানোর ভঙ্গি আর অসহায়ের মত এদিক ওদিক তাকানো দেখেই বোঝা যায় কী পরিমাণ হতাশ সে এ মুহূর্তে। সব স্বপ্ন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে। প্রতিটা ওয়াগন ভেংচি কাটছে তাকে, তীব্র জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে বুকে। এত মূল্যবান সম্পদ নাগালের মধ্যে থাকতেও কিছুই করতে পারছে না লোকটা। ওগুলো টেনে নিয়ে যাবার সাধ্য নেই।

এটাই দেখতে চেয়েছিল জিম গ্যারি। বুঝুক লোকটা, অনুভব করুক নিজের অক্ষমতা, অসহায়ত্ব। মুঠোয় এসেও ফস্‌কে যাওয়া কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার লোভ দগ্ধ করুক ওকে।

এক সময় সোজা হয়ে দাঁড়াল রিলিঙ। অবশিষ্ট চারটে খচ্চরকে জুড়ে দিল একটা ডবল ওয়াগনে। চাবুক হাতে নিয়ে জোরে জোরে দোলাল। খুব ধীরে এগোল ওয়াগনটা। হাসি ফুটল জিমের মুখে, এত ভারী বোঝা টেনে এক মাইল যাবার আগেই মারা যাবে খচ্চরগুলো।

চাবুক চালিয়েও কাজ হচ্ছে না, গতি বাড়ছে না ওয়াগনের। থেমে পড়ল ওটা একটু পর। হতাশ রিলিঙ তৃষ্ণার্ত চোখে তাকাল ওয়াগনগুলোর দিকে। তারপর টেইল ওয়াগনের হিচ্ খুলে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল ওটাকে। শুধু সামনেরটা নিয়ে এগোতে শুরু করল এবার। খুব বেশি হলে পাঁচশো চামড়া আছে ওটায়, ধারণা করল জিম। মুঠো থেকে সব খসে পড়েছে, এখন এইটুকু নিয়েই সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করছে লোকটা। অথচ তার নিজেরই ছয়টা ডবল ওয়াগন ছিল চামড়ায় ঠাসা। মানুষটার এইটুকুই মাত্র ক্ষমতা, অথচ তার লোভের আগুনে ঝরে গেল কত নিরীহ মানুষের প্রাণ। জিম নিজেও মরতে বসেছিল।

কিছুক্ষণ তার কসরত দেখে উঠল ও। 'সময় হয়েছে, আমাকে শটগানটা দাও, টম!'

ঘুম ভেঙে গেলেও এতক্ষণ শুয়েই ছিল ক্যারল ওয়েবস্টার। জিমের কথা কানে যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। বড় বড় চোখে দেখল ওকে। 'কি করতে যাচ্ছ তুমি, জিম?'

চোয়াল দৃঢ় হয়ে উঠল ওর। 'টেট রিলিঙকে ধরতে যাচ্ছি।'

বিহ্বল চেহারা হলো ক্যারলের। 'ওটা দিয়ে?'

'ক্যাপকে এটা দিয়েই গুলি করা হয়েছিল!'

ওর হাত চেপে ধরল ক্যারল। 'প্লীজ, জিম, মেরো না! ধরে

আইনের হাতে তুলে দাও ওকে। আমাদের সাথে নিয়ে চলো।'

টমের দিকে তাকাল জিম। 'বাড়তি কয়েকটা বুলেটও দাও আমাকে।'

অনিচ্ছার সাথে কয়েকটা বুলেট তুলে দিল টম। 'ওর কথা শোনা উচিত তোমার, জিম!' বলল সে।

'আবার মিনতি করল ক্যারল, 'তুমি খুনী নও। ওর মত একটা নিকৃষ্ট মানুষ মেরে হাতে রক্তের দাগ লাগিয়ো না, প্লীজ! সারাজীবন কষ্ট পাবে তুমি। লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোনো, মাথা ঠাণ্ডা করো।'

কিছুই শুনছে না জিম গ্যারি। ওর চোখে কেবল একটাই ছবি ভাসছে—প্রেইরির প্রান্তরে পড়ে থাকা ক্যাপ উইলিসের মৃতদেহের ছবি। নেকড়ে শাইলো প্লাট তার মূল্য চুকিয়েছে। কিন্তু নেকড়েটাকে যে মানুষের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল, তার হিসাব এখনও বাকি। স্যাডলে বসে ঝুঁকে ক্যারলকে চুমু খেলো জিম। 'আমার জন্য অপেক্ষা করো। তাড়াতাড়ি ফিরে আসব আমি।'

টেট রিলিঙের সমান্তরালে কিছুটা দূর দিয়ে এগোচ্ছে জিমের ঘোড়া। সামনে একটা ক্রীক, তার দু'পাড়েই ঝোপ ঝাড়। ওটা পেরিয়েই যেতে হবে রিলিঙকে। সে সময় লোকটার হাত দুটো ব্যস্ত থাকবে, একহাতে ওকে মোকাবেলার সেটাই হবে উপযুক্ত সময়। ডান হাত দিয়ে আড়ষ্ট বাঁ কাঁধ স্পর্শ করল জিম। হাতটা অকেজো হয়ে না পড়লে এ ধরনের সুযোগ নেবার কথা চিন্তাই করতে হত না ওকে।

স্বাভাবিক গতিতে ক্রীক পেরিয়ে তীরে উঠে ঝোপের আড়ালে অধীর অপেক্ষায় থাকল জিম।

এসে পড়ল টেট রিলিঙ। ঝোপের ফাঁক দিয়ে সাবধানে, কোনাকুনি চালাচ্ছে ওয়াগন। পানির ধারে ক্রীকের পাড় দুই ফুটের মত খাড়া দেখে গতি কমিয়ে দিল সে, যাতে ঝপ্ করে পড়ে বোঝাই

ওয়াগনের চাকার স্পোক বা কাপলিঙ ভেঙে না যায়।

ক্রীকের এপাড়ের ঝোপের আড়াল থেকে তাকে দেখছে জিম। হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ছে একটু একটু করে। যখন বুঝল এখনই উপযুক্ত সময়, শটগান তুলে ধরে ঘোড়া পানিতে নামিয়ে দিল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে লাগাম টেনে ধরল রিলিঙ। হাতের চাবুক থমকে গেছে, ওয়াগনের সামনের দুই চাকা ততক্ষণে খাড়া তীর বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করেছে। জিমের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে লোকটা। ভাবলেশহীন চেহারা, রক্তশূন্য। 'আমি জানতাম, সব তুমিই করছ,' হাল ছেড়ে দেয়া কণ্ঠে বলল সে।

শটগান তুলল গ্যারি। 'তোমাকে মরতে হচ্ছে, টেট। যেভাবে মেরেছ ক্যাপ উইলিসকে।

আতঙ্কে চড়ে গেল রিলিঙের গলা। 'আমি নই, জিম, প্লাট! বেজন্মা শাইলো প্লাট গুলি করেছে তাকে।'

গর্জে উঠল জিম গ্যারি। 'সব পরিকল্পনা তোমার! তুমিই সব দুষ্কর্মের নায়ক। ক্যাপের মৃত্যুর দায়িত্বও তাই তোমার।'

'জিম!' আর্তনাদের মত শোনাল লোকটার গলা। 'আমি নিরস্ত্র। ঈশ্বরের শপথ, ওরা সব অস্ত্র নিয়ে চলে গেছে।'

দ্বিধায় পড়ে গেল গ্যারি। বোঝার চেষ্টা করল ব্যাটা সত্যি বলছে না চাল চালছে। একটু পরই অবশ্য বুঝল চাল নয়, সত্যি। আশাহত হলো, দুশমন হলেও নিরস্ত্র কাউকে ও ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করতে পারে না। মাথা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে এল। রাগ পড়ে গেল। এখন আর লোকটাকে গুলি করতে না পারায় নিজেকে বঞ্চিত মনে হচ্ছে না। বরং স্বস্তিবোধ হচ্ছে।

শটগান নামিয়ে নিল ও। 'তাহলে তোমাকে নিয়েই যাব আমি। জানো তো, ডজ সিটিতে ফিরে যাবার পর কি ঘটবে? তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।'

বিমর্ষ হয়ে উঠল রিলিঙ। কল্পনায় নিজেকে ফাঁসিতে ঝোলানো

অবস্থায় দেখতে পেয়ে শিউরে উঠল। মুহূর্তখানেক পর জোর গলায় বলে উঠল, 'অমন মৃত্যু কোন মানুষ বরণ করে নিতে পারে না!'

আচমকা তার চাবুক ধরা হাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। জিম শটগান তোলার আগেই চাবুকটা বাতাসে তীক্ষ্ণ শিস কেটে উড়ে এসে ওকে পেঁচিয়ে ধরল। ঘাবড়ে গেল ঘোড়া; পিছিয়ে যেতে গিয়ে পা পিছলে গেল ওটার। ঝাঁকি খেয়ে পড়ে যাবার হাত থেকে বাঁচতে স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরতে গেল জিম, তখনই আচমকা ট্রিগারে চাপ লেগে গুলি বেরিয়ে গেল। সামাল দেবার সময় পেল না ও, রিকয়েলের ধাক্কায় উল্টে পড়ল ঠাণ্ডা পানিতে।

সুযোগ পেয়ে মরিয়া হয়ে ওয়াগন ঘোরাতে চেষ্টা করল রিলিঙ। সওয়ারীর নির্দেশ বুঝে নড়ে উঠল খচ্চরগুলো, অমনি এতক্ষণ স্থির থাকা সামনের দুই চাকা ঝপ্ করে দুই ফুট খাড়া তীর ভেঙে পানিতে পড়ল, পেছনের ভারে কোনাকুনি গড়িয়ে গেল ওয়াগন। দু'চাকার ওপর কাত হয়ে কয়েকফুট এগোল, উল্টে পড়বে যে কোন মুহূর্তে। বিপদ বুঝে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে পিছলে ঘোলা পানিতে পড়ল রিলিঙ। কিন্তু সরে যাবার সময় পেল না, এক সেকেন্ড পর তার ওপরই উল্টে পড়ল বোঝাই ওয়াগন। পানির ওপর জেগে থাকা ডানদিকের চাকা দুটো ঘুরছে।

সাড়া নেই রিলিঙের। ততক্ষণে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে জিম। রিলিঙকে না দেখে পানি ঠেলে এগোল ওয়াগনের দিকে। ঘোলা পানির কারণে লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে না। নিচু হয়ে হাতড়ে রিলিঙকে খুঁজতে থাকল। একটু পর তার এক হাত খুঁজে পেল জিম, প্রাণপণে চামড়ার বোঝা সরিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে লোকটা।

দম বন্ধ করে সুস্থ হাতের সবটুকু শক্তি দিয়ে তার হাত ধরে টানতে শুরু করল জিম। মনে হলো চামড়ার বোঝা একটু নড়ে উঠল। দ্বিগুণ উৎসাহে আবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল ও, হাতের

মধ্যে ধরা রিলিঙের হাত নিস্তেজ হয়ে আসছে টের পেয়েও থামল না। কিন্তু এক হাতের কতই বা আর শক্তি! তাছাড়া দুর্বল শরীর। প্রচণ্ড পরিশ্রমে জিমের পৃথিবী আঁধার হয়ে আসছে, তবু হাল ছাড়ছে না।

ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দে তাকাল ও। ক্যারল আর টম ছুটছে ক্রীকের তীর ধরে। 'টম!' চিৎকার করে ডাকল ও। 'আমি এখানে, জলদি এসো, সাহায্য করো!'

টম যখন পৌঁছল, নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে তখন রিলিঙের। দু'জনে মিলে চামড়ার স্তূপের নিচ থেকে টেনে তুলল তাকে। এত চেষ্টা কোন কাজে এল না, সব সাহায্যের বাইরে চলে গেছে টেট রিলিঙ।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল টম।

দেহটার ওপর ঝুঁকে আছে জিম। হাপরের মত ওঠা নামা করছে ওর বুক। মুখ দেখলে বোঝা যায় কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে। 'আমার অন্য হাতটা যদি ভাল থাকত···!' শ্বাস টানল ও। নিজের মনে বলে চলল, 'ভাল লাগার মত অনেক কিছু ছিল লোকটার মধ্যে। শুধু যদি একটু সৎ থাকার চেষ্টা করত···কেন মানুষ অসৎ হয়? পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। সূর্য উঠি উঠি করছে তখন।

মাথা দোলাল টম। ক্রীকের অগভীর পানিতে পড়ে থাকা ওয়াগন আর চামড়ার স্তূপের দিকে তাকাল একবার, তারপর সুদর্শন, সুবেশী টেট রিলিঙের দিকে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কি লাভ হলো! লুট করা চামড়া-ওয়াগন সবই তো পড়ে রইল। নিয়তির কি আজব খেলা, এই বিপদে যে হাত ওকে সাহায্য করতে পারত, সেই হাতই কি না আগে থেকে অকেজো করে রাখল তারই লোক! আফসোস!'

জিমের হাত তুলে নিল ক্যারল। 'খুব ভাল লাগছে আমার তুমি ওকে নিজ হাতে খুন করোনি বলে।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল যুবক। 'আমারও ক্যারল। মাথায় খুন

চেপে গিয়েছিল বলে তোমাদের কথা শুনিনি তখন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি তোমাদের কথা শুনেছেন। আমাকে একটা বাজে কাজ করা থেকে রক্ষা করেছেন।'

উত্তরদিকে তাকাল ও। 'আরকানস নদীর ওপারে অনেক ভাগ্যাহত মানুষ মোষ শিকারের আশায় প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের মধ্যে যারা রাজি হবে, তাদের নিয়ে এসে চামড়া আর ওয়াগনগুলো নিয়ে যাব আমরা।'

টম বলল, 'রিলিঙের ওয়াগনগুলোও এখন তোমারই, জিম।'

মাথা নাড়ল সে। 'ওগুলোও নিয়ে যাব ঠিকই, তবে আমাদের জন্য নয়। ফার্গ ড্যানির বিধবা বোনটিকে দেখার কেউ নেই, ওর কাজে লাগবে রিলিঙের চামড়া বেচা টাকা। অ্যানসে বারডেনের ওপর কে কে নির্ভরশীল জানা নেই, যদি কেউ থেকে থাকে, তারও কাজে লাগবে।'

চুপ করে বসে থাকল ক্যারল, টম। নীরবতারও যে ভাষা আছে, মুখ বুজে তা উপলব্ধি করছে ওরা।

এমন সময় পুব আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড এক কমলা রঙের থালার মত উঁকি দিল নতুন দিনের সূর্য।

ওদের জন্য নতুন জীবনের শুভ বারতা নিয়ে এসেছে যেন ওটা।

* * *